পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 306 Friday, 10 October, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩০৬ সংখ্যা ❋ ২৩ আশ্বিন ১৪৩২, শুক্রবার, ১০ অক্টোবর ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

সিইও-র বিরুদ্ধে বিস্ফোরক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

মনোজের বিরুদ্ধে অনেক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ আগামী ২ নভেম্বর থেকেই রাজ্যে শুরু হতে পারে এসআইআর। বৃহস্পতিবার কোলাঘাটে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং ঝাড়গ্রাম জেলার বিএলও ও ইআরও-এইআরও-দের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই ইঙ্গিত দিয়েছে কমিশন। তারপরই নবান্নের সাংবাদিক বৈঠক থেকে কড়া বার্তা শোনালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, বৈঠকের নামে বিএলওদের ডেকে হুমকি দিচ্ছে কমিশন। তাই রাজ্যকে বাদ দিয়ে কয়েকজন অফিসারকে নিয়ে বৈঠক করা হচ্ছে। এরপরই তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিত (সিইও) মনোজ আগরওয়ালের বিরুদ্ধে বড় অভিযোগ এনেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়! রাজ্যের সিইওর বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ আছে, সময় হলে বলব, তিনি নিজে নানা দুর্নীতিতে অভিযুক্ত।'' মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, এখনও তো ভোট ঘোষণা হয়নি, তাহলে কীসের ভিত্তিতে এভাবে জেলায় জেলায় বৈঠক করছে কমিশন? খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই। দাবি করেছেন, এসআইআরের নাম করে এনআরসি চালু করার চেষ্টা হচ্ছে! অভিযোগ করেছেন, এসআইআরের নামে ভোট কাটার চক্রান্ত চলছে। অসম সরকার কীভাবে বাংলার নাগরিকদের নোটিস পাঠাতে পারেন, সেই প্রশ্নও তোলেন

তিনি। গোটা ঘটনায় সামগ্রিকভাবে কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, ''এসআইআর শুরুর আগে বিজেপির একজন মন্ত্রী কী করে বলে, দেড় কোটি নাম বাদ দেওয়া হবে। কমিশনের কাছে আমরা নিরপেক্ষতা আশা করি। সরকার, বিরোধী মিলেই গণতন্ত্র। সংবিধানে সাধারণ মানুষের অধিকার রয়েছে, সেটা খর্ব করা বরদাস্ত করব না। এসআইআরের নামে তাড়াহুড়ো করে কারও নাম কাটা হলে, সে রাজবংশী হোক, মতুয়া হোক, একজন ভোটারের নাম বাদ গেলে পাল্টা অ্যাকশন হবে।'' বুধবারের পর বৃহস্পতিবারও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে মীরজাফর বলে কটাক্ষ করেছেন। একই সঙ্গে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ''আমি নিজে শুনেছি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে একটা মিটিংয়ে ইন্সট্রাকশন দিয়ে গেছেন অনেক নাম বাদ দেব। নাম বাদ দেওয়ার ওরা কে?'' মমতার সাফ কথা, একদিকে গোটা বাংলায় দুর্যোগ চলছে। মানুষের দুর্ভোগ চলছে। সামনে আবার কালীপুজো, ছটপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো রয়েছে। এবং চারদিকে ডুবে আছে। সেখানে ফিল্ড সার্ভের নাম করে তিনটে অফিসে বসে চারজন অফিসার বিএলও-দের ডেকে থ্রেট করছেন, বলছেন তাঁদের ইচ্ছামতো কাগজ তৈরি করতে হবে। এরপরই বিহার প্রসঙ্গ টেনে তুলোধনা করেন বিজেপির। তীব্র কটাক্ষের সুরে বলেন, ''বিহারে করতে পেরেছিলেন কারণ ওখানে বিজেপি সরকার আছে। কিন্তু বাংলা সামথিং ডিফারেন্ট। বাংলায় অনেক সম্প্রদায়ের মানুষ আছে। হিন্দু, মুসলিম, শিখ, তফসিলি জাতি, উপজাতি আছে।'' সোজা কথায় কেন এত তাড়া, কেন উৎসবের সময়েই এসআইআরের উদ্যোগ, তা নিয়ে এদিন বারবার ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা যায় মমতাকে। বিজেপিকে কটাক্ষ তো রয়েইছে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের তুলোধনে করে বলেন, ''যখন মানুষ ফেস্টিভ্যাল মুডে রয়েছে, চারপাশে যখন দুর্যোগ-দুর্ভোগ সেখানে ২ মাসের মধ্যে সম্পূর্ণ ভোটার লিস্ট কী করে? প্রত্যেকটা মানুষ গিয়ে কী করে তার ডিটেলস দেবে? তারা তো নেই। অনেকে তো বেড়াতে চলে গিয়েছে, অনেকে তো জলে ডুবে গিয়েছে, কাগজপত্র নষ্ট হয়েছে, অনেকে তো পুজো-পার্বনে ব্যস্ত আছে! বিহারে তো ছট পুজোটাই বড় পুজো, কিন্তু আমাদের এখানে সব পুজোই উৎসব। বাংলার উৎসব একটু আলাদা।''

গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি-নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিল এসএসসি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ কিছুদিন আগেই হয়ে গিয়েছে নবম-দশম, একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগের পরীক্ষা। এদিকে কিছুদিন আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল কয়েকদিনের মধ্যেই গ্রুপ সি, গ্রুপ ডি-তে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি সামনে আসতে পারে। অবশেষে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে দিল স্কুল সার্ভিস কমিশন। ৩ নভেম্বর থেকে ৩ ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। এদিকে দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর শেষ পর্যন্ত বাতিলই হয়ে গিয়েছিল ২৬ হাজার চাকরি। চাকরি হারিয়েছিলেন হাজার হাজার শিক্ষক থেকে শিক্ষাকর্মীরা। তারপর গঙ্গা দিয়ে বয়ে গিয়েছে অনেক জল। লাগাতার আন্দোলনের ছবিও দেখেছে বাংলা। বারাবার আবেদনও হয়েছে কোর্টে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বাতিলই থেকেছে ওই চাকরি। ফের হয়েছে শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষা। এবার হতে চলেছে শিক্ষাকর্মী নিয়োগের পরীক্ষা। বিজ্ঞপ্তি বলছে গ্রুপ সি-তে শূন্যপদ ২৯৮৯। গ্রুপ ডি-তে শূন্যপদ ৫৪৮৮। দুই পদেই আবেদনের জন্য জেনারেল ক্যাটাগরির প্রার্থীদের দিতে হবে ৪০০ টাকা। তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও বিশেষভাবে সক্ষম ক্যাটাগরির প্রার্থীদের দিতে হবে ১৫০ টাকা। তবে দাগিরা কোনওভাবেই আবেদন করতে পারবেন না। ইতিমধ্যেই নতুন বিজ্ঞপ্তির কথা জানিয়ে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করতে দেখা গিয়েছে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। লেখেন, 'পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয়গুলিতে গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ওয়েস্ট বেঙ্গল সেন্ট্রাল স্কুল সার্ভিস কমিশন। বাংলার কর্মপ্রার্থী যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপদেশ এবং সক্রিয় পর্যবেক্ষণে রাজ্য সরকারের বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের এটি আরও একটি পদক্ষেপ! এই পদে আবেদনকারী সমস্ত কর্মপ্রার্থী যুবকযুবতীদের জন্য আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা রইল।'

সাহিত্যে নোবেল পেলেন লাজলো ক্রাজনাহোরকাই

সংবাদ সংস্থা, সুইডেন, ৯ অক্টোবরঃ ২০২৫ সালের সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করল সুইডিশ অ্যাকাডেমি। এ বছর এই পুরস্কারে ভূষিত হলেন হাঙ্গেরির প্রখ্যাত সাহিত্যিক লাজলো ক্রাজনাহোরকাই। বৃহস্পতিবার ঘোষণা করা বিবৃতিতে নোবেল কমিটি জানিয়েছে, তাঁর 'অ্যাপোক্যালিপটিক ভয়াবহতার মাঝেও শিল্পের শক্তিকে পুনর্নিশ্চিত করা এক অনন্য ও দূরদর্শী সাহিত্যকর্ম'-এর জন্য তাঁকে এই সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে। লাসলো

ক্রাসনাহোরকাই দীর্ঘদিন ধরেই ইউরোপীয় সাহিত্যের এক প্রভাবশালী মুখ। তাঁর লেখায় আধুনিক সমাজের ভাঙন, একাকিত্ব এবং অস্তিত্বের সংকট ফুটে ওঠে নিখুঁতভাবে। জটিল ও গাঢ় বর্ণনার জন্য তিনি পরিচিত। বহু সাহিত্য সমালোচকই তাঁকে 'কাফকা-র উত্তরসূরি' বলে অভিহিত করেছেন। এই সম্মান পেয়ে বিশ্বসাহিত্যের দিক থেকে নতুন অধ্যায় খুললেন হাঙ্গেরির এই প্রবীণ লেখক। ক্রাজনাহোরকাইয়ের বিখ্যাত উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে Satantango, The Melancholy of Resistance ও Baron Wenckheim's Homecoming। তাঁর সাহিত্যকর্ম অনুবাদ হয়েছে বহু ভাষায় এবং আন্তর্জাতিক পাঠকমহলে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত। নোবেল কমিটি জানিয়েছে, তাঁর লেখায় যেমন ভয় ও হতাশার ছায়া পাওয়া যায়, তেমনই মেলে মানুষের আত্মশক্তি ও শিল্পের প্রতি বিশ্বাসের জোর, যা এই সময়ের জন্য এক গভীর বার্তা বহন করে।

এসআইআর-এ বাদ পড়া ভোটারদের জন্য বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবরঃ বিনামূল্যে মিলবে আইনী সহায়তা। এসআইআর-এ নাম বাদ পড়া ভোটারদের জন্য বড় পদক্ষেপের নির্দেশ শীর্ষ আদালতের। বিহারের স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস অথোরিটিকে 'মানুষের পাশে দাঁড়ানোর' বার্তা দিল সুপ্রিম কোর্ট। বৃহস্পতিবার বিহারে হওয়া ভোটার তালিকার বিশেষ ও নিবিড় পরিমার্জন নিয়ে শুনানি চলছিল শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চে। সেখানেই বিহারের এসআইআর-এ যাতে কোনও 'অবৈধ কাটছাঁট' না হয়, তা সুনিশ্চিত করতেই যেন বড় পদক্ষেপ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চের। আদালতের নির্দেশ, ''মামলাকারীদের অভিযোগ, কোনও রকম কারণ না দর্শিয়েই বিহারের চূড়ান্ত তালিকা থেকে ৩.৬৬ লক্ষ ভোটারের নাম বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পুনরায় নাম দাখিলের শেষ তারিখ একেবারে দোরগোড়ায় চলে এসেছে। তাই বিহারের স্টেট লিগ্যাল সার্ভিসেস-র চেয়ারপার্সনকে বলব, বেশ কিছু প্যারা-লিগ্যাল ভলান্টিয়ার তৈরি করে নাম দাখিলে আগ্রহীদের সাহায্য করুন।'' উল্লেখ্য, শেষ শুনানি পর্বেও উঠে এসেছিল এই ৩.৬৬ লক্ষ বাতিল ভোটারের কথা। মামলাকারীদের আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ আদালতে বলেছিলেন, ''এই সমীক্ষার মাধ্যমে মুসলিম এবং মেয়েদের নাম তালিকা থেকে সবচেয়ে বেশি বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রক্রিয়া খুব সমস্যাকর। আদালতের নির্দেশ মেনে খসড়া তালিকায় বাদ পড়া ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশ করা হলেও, এর বাইরে বেশ কিছু নাম রয়েছে। সেই ৩.৬৬ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশ করেনি কমিশন।'' বৃহস্পতিবার শুনানি চলাকালীন সেই ৩.৬৬ লক্ষ বাতিল ভোটারের প্রসঙ্গ ফের তুলে ধরেন আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ। তিনি বলেন, ''শেষে সংযোজিত ২১ লক্ষ এবং বাতিল হওয়া ৩.৬৬ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশে কেন এত লজ্জা পাচ্ছে কমিশন? কেন ওদের নাম একটা মেশিন-রিডেবল ফরম্যাট প্রকাশ করা হচ্ছে না?'' বলে রাখা ভাল, এই ৩.৬৬ লক্ষ বাতিল ভোটার ঘিরে তৈরি হয়েছে একাধিক প্রশ্ন। কমিশন প্রদত্ত খসড়া তালিকার পরিসংখ্যান অনুযায়ী, এই ৩.৬৬ লক্ষ ভোটার সেই তালিকায় থাকলেও পরবর্তীতে চূড়ান্ত তালিকায় তাদের নাম বাদ যায়। কিন্তু কেন? সেই কারণ অস্পষ্ট। আর সেই ধোঁয়াশা দূর করতেই শেষ শুনানিতে কমিশনকে তাঁদের নাম প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

'এসআইআর লিস্ট না বেরনো পর্যন্ত সজাগ দৃষ্টি থাকবে', বললেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ বাংলায় হাজির হয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের টিম। দফায় দফায় চলছে বৈঠক। সেই বৈঠক থেকে যে ইঙ্গিত মিলেছে, তাতে আগামী ১৫ অক্টোবরের পরই হতে পারে এসআইআর। আর সেই সমীক্ষা শুরু হলে বিজেপিও সাহায্য করবে বলে জানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর বক্তব্য, ভুয়ো ভোটারের নাম যাতে বাদ যায়, তার জন্য সবরকম সাহায্য করবে বিজেপি। সাংবাদিক বৈঠকে মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু এদিন দাবি করেন, এক কোটিরও বেশি নাম বাদ দেওয়া উচিত এসআইআরে। তাঁর দাবি, বাংলায় বিস্তীর্ণ এলাকায় সন্ত্রাসের পরিবেশ রয়েছে, কাঁটাতার না থাকায় বহু বাংলাদেশি অবৈধভাবে প্রবেশ করে বসবাস করতে শুরু করেছে। এবার তাঁদের নাম সরিয়ে ত্রুটিমুক্ত ভোটার তালিকা তৈরি হোক, এটাই চান শুভেন্দু। এদিন শুভেন্দু বলেন, ''প্রধান বিরোধী দল হিসেবে, রাজনৈতিক দল হিসেবে আমরাও সাহায্য করব। চূড়ান্ত লিস্ট বেরনো পর্যন্ত আমাদের সজাগ দৃষ্টি থাকবে।'' এর ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়বে বলে মনে করেন তিনি। শুভেন্দু গত লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল উল্লেখ করে বলেন, ''তৃণমূলের সঙ্গে আমাদের ৪২ লক্ষ ভোটের ফারাক ছিল। তার মধ্যে আবার বেলা ২ টো থেকে বিকেল সাড়ে ৪টে পর্যন্ত সব ক্যামেরা বন্ধ ছিল।'' যদিও এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে এসআইআর-এর কথা ঘোষণা করা হয়নি। তবে বৈঠক থেকে ইঙ্গিত মিলেছে, দ্রুত সেই প্রক্রিয়া শুরু হবে বাংলায়। ইতিমধ্যেই এই এসআইআর নিয়ে সরব হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উৎসবের মরসুমে কীভাবে এত দ্রুত এসআইআর শুরু করা সম্ভব, সেই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। এসআইআর প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানিয়েছেন বিজেপি নেতা তথা সাংসদ শান্তনু ঠাকুরও। তিনিও মনে করছেন, আদতে বহু নাম বাদ যাবে। মৃত ভোটার, অবৈধ অনুপ্রবেশকারী সহ অনেকের নাম বাদ যাবে বলে মনে করছে বিজেপি নেতৃত্ব। আবার তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের দাবি, এসআইআর-এ সবথেকে বেশি ক্ষতি হবে মতুয়া উদ্বাস্তুদের। বিজেপিতে যারা ভোট দেয় তাদের নাম বাদ যাবে। তাতে তৃণমূলের কোনও ক্ষতি হবে না। বরং আসন বাড়বে।

বাংলায় এগিয়ে আসছে বিধানসভা ভোট? এসআইআর নিয়ে বৈঠক মিটতেই চরমে জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ অক্টোবরঃ এসআইআর শেষ হওয়ার তিন মাস পরেই রাজ্যে ভোট। তিন মাস পরই হবে বিধানসভা নির্বাচন। কোলাঘাটে তিন

জেলার অফিসারদের সঙ্গে বৈঠকে জানিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের টিম। বৃহস্পতিবার কোলাঘাট অডিটোরিয়ামে পূর্ব মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক, ইআরও, এইআরও-দের সঙ্গে বৈঠকে করে কমিশন। সেখানেই এই বিষয়টা স্পষ্ট করা হয়েছে। বুধবারই খানিকটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কালীপুজোর পরই রাজ্যে এসআইআর হবে। বুধবার দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সব জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। সেখানে তাঁরা বারবার ১১-১৫ অক্টোবর এই ডেডলাইনের কথা বলছিলেন। যাবতীয় বিষয়ে প্রস্তুতি নেওয়ার কথা বলেছিলেন। কমিশন চাইছে, বিজ্ঞপ্তির আগেই এনুমারেশন ফর্ম ছাপিয়ে রাখা হোক। সেই বিষয়টি বুধবারই স্পষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। তাতে যাতে বিহারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয়, সেটাও সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কারণ বিহারে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর এনুমারেশন ফর্ম ছাপানোর কাজ শুরু হয়। তাতে সমস্যায় পড়তে হয় কমিশনকে। যাবতীয় কাজ ১১-১৫ অক্টোবর শেষ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। তাতেই খানিকটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, কালীপুজোর পরই রাজ্যে এসআইআর-এর সম্ভাবনা প্রবল। বুধবার পূর্ব মেদিনীপুরের আধিকারিকদের কাছ থেকে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের টিমের সদস্যারা জানতে চান, ঠিক তাঁরা কতটা প্রস্তুত? উত্তর জেনে তাঁরা আধিকারিকদের উদ্দেশে 'ওয়েল ডান', 'গুড' এই শব্দবন্ধগুলো ব্যবহার করেছেন। পূর্ব মেদিনীপুরে যেভাবে কাজ হয়েছে, তাতে টিমের সদস্যারা সন্তুষ্ট। তবে বৈঠকের একেবারে শেষ লগ্নে তাঁরা এটা উল্লেখ করেছেন, এসআইআর শেষ হওয়ার তিন মাসের মধ্যেই রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন হবে। যদি এই অর্থেই সময় ক্যালকুলেট করতে হয়, তাহলে যদি অক্টোবরে এসআইআর শুরু হয়, অন্তত পক্ষে তিন মাস সময় লাগবে। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচন, সেটা এপ্রিলে হতে পারে। জানুয়ারি মাসটা নিজের হাতে রাখতে চাইছে কমিশন। সেক্ষেত্রে এটা অন্তত স্পষ্ট অক্টোবরেই শুরু হচ্ছে এসআইআর। বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়াকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছে কমিশন।

প্রাথমিকের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ প্রাথমিকের নতুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ। প্রশ্নভুল মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই কেন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু? বৃহস্পতিবার মামলা দায়ের করার অনুমতি দিয়েছেন বিচারপতি ওম নারায়ণ রাই। আগামী সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে চান টেট অনুত্তীর্ণদের একাংশ। তাঁরা ২০১৭ এবং ২০২২ সালের টেটে পাশ করতে পারেননি। ওই চাকরিপ্রার্থীদের বক্তব্য, ওই দু'টি টেটে প্রায় ২০টি প্রশ্ন ভুল রয়েছে। ওই ২০টি প্রশ্নে নম্বর পেলে তাঁরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন। প্রশ্নভুলের অভিযোগ নিয়ে আদালতে মামলাও দায়ের হয়েছে। আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বক্তব্য, ভুলের প্রশ্ন দরুন নম্বর পেলে অনেকেই আবার পাশ করবেন। ফলে প্রশ্ন ভুল রয়েছে কি না সেই সিদ্ধান্ত আসার আগেই কেন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু? এর ফলে কয়েক হাজার চাকরিপ্রার্থী আবেদন করতে পারবেন না। প্রসঙ্গত, টেটের ফল প্রকাশের পরই প্রাথমিকে শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি করা হয়। ১৩৪২১টি শূন্যপদে রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক স্কুলগুলিতে শিক্ষক নিয়োগের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারি করে পর্ষদ। সপ্তাহ দুয়েক আগে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। পুজো মিটলেই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে এ সংক্রান্ত একটি বার্তা দেন, আর তার মিনিট কুড়ির মধ্যে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে পর্ষদ। নিয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রশিক্ষণ-সহ বিভিন্ন বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মোট ৫০ নম্বরের মধ্যে মূল্যায়ন করা হবে। মাধ্যমিক-৫ নম্বর, উচ্চ মাধ্যমিক-১০ নম্বর, এনসিটিই ট্রেনিং-১৫ নম্বর, টিচার এলিজিবিলিটি টেস্ট (টেট)- ৫ নম্বর, সাক্ষাৎকার-৫ নম্বর, অ্যাপটিটিউড টেস্টে-৫, এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি- ৫নম্বর, নম্বর রয়েছে। কিন্তু এই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। প্রশ্নভুল মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার আগেই কেন নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু? কারণ এই পরীক্ষার পর প্রশ্ন ভুল থাকার কারণে আদালতে একটি মামলা দায়ের করা হয়। সেই মামলার নিষ্পত্তির আগেই কীভাবে আবার নিয়োগ, তা নিয়েই প্রশ্ন তোলা হয়।

শনিবার পর্যন্ত অপেক্ষা! এবার রাতারাতি বদলাতে চলেছে বাংলার আবহাওয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ মেঘ যেন কাটছেই না। একের পর এক ঘূর্ণাবর্তের জেরে মুখ ভার আকাশের। একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে দক্ষিণ বাংলাদেশের উপর। আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে উত্তর ওড়িশাতে। ফলে আপাতত বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গ সাম্প্রতিককালে ভারী বর্ষণের সম্মুখীন হলেও আপাতত আর বৃষ্টির সতর্কতা নেই বলেই জানাচ্ছে আবহাওয়া দফতর। তবে উত্তরের ৮ জেলার কোনও কোনও অংশে বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে শনিবার পর্যন্ত। তবে তা খুবই সামান্য। এদিকে দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হলেও ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা একেবারেই নেই। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে শনিবার পর্যন্ত। এরইমধ্যে কখনও কখনও রোদের দেখা মিললেও বেশিরভাগ সময় আকাশ মেঘলাই থাকবে। তবে শনিবার পর থেকে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অনেকটাই কমে যাবে বাতাস থেকে। ধীরে ধীরে শুষ্ক হবে বাতাস। এদিন রাতের দিকে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, হাওড়া, নদিয়া, পূর্ব বর্ধমানে বৃষ্টির সম্ভাবনা একটু বেশি থাকবে। তবে তা হলেও বিক্ষিপ্তভাবে। হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকছে শুক্রবারও। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে। বৃষ্টির সঙ্গে দমকা বাতাসেরও দেখা মিলতে পারে। শনিবার আবার তুলনামূলকভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি থাকছে উত্তর ২৪ পরগনা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিম মেদিনীপুরে। শনিবার থেকেই শুষ্ক বাতাসের দেখা মিলবে বিহার, ঝাড়খণ্ডেও। বেশ কিছু অংশ থেকেই বর্ষা বিদায়ের পালা পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে। রবিবারের পর থেকে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ আরও কমে যাবে। তারপর থেকেই অনেকটাই হাওয়া বদলের ছবি দেখা যাবে। হাওয়া বদলের ছবি দেখা যাবে বাংলাতেও।

অঙ্গনওয়াড়ি নিয়োগেও বেনিয়মের অভিযোগ রাজ্যের বিরুদ্ধে! পথে নামলেন মহিলারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ অক্টোবরঃ চাকরি হারানোর আতঙ্কে ভুগছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা। অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে সুপারভাইজার পদে নিয়োগে বেনিয়মের অভিযোগ উঠছে রাজ্যের বিরুদ্ধে। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে নিয়োগ অঙ্গনওয়াড়িতেও বলে দাবি একাংশ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের। মূলত, কেন্দ্রের নির্দেশ আছে সুপারভাইজার পদে ৫০ শতাংশ নিয়োগ হবে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের মধ্যে থেকে। আর ৫০ শতাংশ নিয়োগ পাবেন ফ্রেশাররা। সেই মতোই বিজ্ঞপ্তি জারি করে রাজ্য। অভিযোগ, আসন বণ্টনের সময় দেখা যায় বাড়তি আসন বরাদ্দ ফ্রেশারদের জন্য। বিক্ষোভরত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি ৮৭ শতাংশ আসনই দেওয়া হয়েছে ফ্রেশারদের। জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টে। তবে হাইকোর্ট রায় হয় ৫০ শতাংশ নিয়োগই দিতে হবে। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা হয় সুপ্রিম

কোর্টে। সেই মামলা বিচারাধীন। তার মধ্যেই ফ্রেশারদের নিয়োগ করছে রাজ্য বলে অভিযোগ। এক অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী বলেন, ''আমরা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। ২০১৯ সালে যে বিজ্ঞপ্তি বেরিয়েছিল সুপারভাইজারের তাতে অংশগ্রহণ করেছিলাম। পুরো ভ্যাকেন্সির ৫০ শতাংশ আমাদের থেকেই নিয়োগ করতে হবে এটাই অর্ডার আছে কেন্দ্রের। আমরা পরীক্ষায় বসি। আমাদের মাত্র ৪২২, আর ফ্রেশারদের ৮৮.৫ শতাংশ নেওয়ার কথা ডিপার্টমেন্ট বলেছে। আমরা কেস করি। আমরা সিঙ্গেল বেঞ্চ-ডিভিশন বেঞ্চে যাই। তাতে জিতি। কিন্তু সরকার কোর্টের নির্দেশ মানছে না। ওঁরা সুপ্রিম কোর্টে চলে গেছে। এখনও কোর্ট নির্দেশ দেয়নি, তার আগেই ওরা ফ্রেশারদের জয়েনিং দিয়ে দিলেন অবৈধ ভাবে। আমরা চাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগুলো দেখুন। যাঁদের বয়স হয়েছে তাঁদের তো আর সুযোগও নেই, চাকরিও হয়ত থাকবে না।'' আইনজীবী আশিস চৌধুরী বলেন, ''যে মামলাটি বিচারাধীন আছে সেখানে একটা নির্দেশ না আসা অবধি তার আগেই সিট ফিলআপ করতে চাইছে। অথচ যাঁরা আইসিডিএস কর্মী তাঁরা ১৫ থেকে ১০ বছরের বেশি কাজ করেছেন। তাঁদের দীর্ঘদিন নিয়োগ হয়নি, অনেকের বেশি বয়স। এটা তাঁদের শেষ সুযোগ। ওঁরা তো আর পরীক্ষায় বসতেও পারবে না।''

ইজরায়েল-হামাস শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর, ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৯ অক্টোবর (হি.স.)ঃ দীর্ঘ সংঘাত ও রক্তক্ষয়ের ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল এক চমকপ্রদ পদক্ষেপ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষণা করলেন, মধ্যপ্রাচ্যের বহুল আলোচিত দুই চিরবিরোধী পক্ষ-ইজরায়েল ও হামাস-অবশেষে স্বাক্ষর করেছে শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে। এই চুক্তির মধ্য দিয়ে কার্যত শুরু হল এমন এক কূটনৈতিক অধ্যায়, যা বিশ্বের অন্যতম জটিল সংঘাতকে সমাধানের দিকে নিয়ে যেতে পারে বলে আশা প্রকাশ করছেন আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকরা।ভারতীয় সময় অনুযায়ী বৃহস্পতিবার ভোরে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ ট্রাম্প লেখেন, আমি অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে ইজরায়েল ও হামাস আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ে স্বাক্ষর করেছে। এর অর্থ হলো খুব শীঘ্রই সমস্ত বন্দি মুক্তি পাবে, এবং ইজরায়েল তাদের সেনা একটি সম্মত রেখায় প্রত্যাহার করবে। এটি এক শক্তিশালী, সুস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী শান্তির দিকে প্রথম পদক্ষেপ।এই ঘোষণার পর আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে যেন এক তীব্র আলোড়ন পড়েছে। বহু বছর ধরে চলা সংঘাত, ধ্বংস, আত্মঘাতী হামলা ও পারস্পরিক প্রতিশোধের ধারাবাহিকতার পর দুই পক্ষের মধ্যে এই প্রাথমিক চুক্তি এক ঐতিহাসিক সাফল্য হিসেবে দেখা হচ্ছে। ট্রাম্প প্রশাসন যে দীর্ঘদিন ধরেই মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি প্রক্রিয়াকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চালাচ্ছিল, তা নতুন করে প্রমাণিত হলো এই ঘোষণা দিয়ে।ট্রাম্প আরও লিখেছেন, আজ শুধু ইজরায়েল ও হামাস নয়, আরব ও মুসলিম বিশ্ব, ইজরায়েল, তার প্রতিবেশী দেশগুলো এবং আমেরিকার জন্যও এক মহান দিন। আমরা কাতার, মিশর এবং তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীদের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞ, যাঁরা এই ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব ঘটনার পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। শান্তি প্রতিষ্ঠাকারীদের ধন্য!হোয়াইট হাউস সূত্রে জানা গেছে, এই প্রথম পর্যায়ের চুক্তিতে মূলত মানবিক ও সামরিক শর্তাবলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যার আওতায় বন্দি বিনিময়, যুদ্ধবিরতি, মানবিক সহায়তা এবং ধীরে ধীরে সীমান্ত এলাকায় সেনা প্রত্যাহারের প্রাথমিক কাঠামো নির্ধারিত হয়েছে। যদিও চুক্তির পূর্ণাঙ্গ বিবরণ এখনো প্রকাশিত হয়নি, মার্কিন প্রশাসনের তরফে বলা হয়েছে যে এটি দীর্ঘমেয়াদি শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রথম ধাপ মাত্র।বিগত এক বছরে গাজা উপত্যকা ও দক্ষিণ ইজরায়েলে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘাত আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করেছিল। হাজার হাজার প্রাণহানি, অবকাঠামোগত ধ্বংস ও সীমাহীন মানবিক সঙ্কটের মধ্যে এই শান্তি প্রক্রিয়া শুরু হওয়াকে বিশ্বব্যাপী এক স্বস্তির ইঙ্গিত হিসেবে দেখা হচ্ছে। বিশেষ করে জাতিসংঘ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও আরব লিগ ইতিমধ্যেই এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়ে বিবৃতি দিয়েছে।কাতার ও মিশর, যারা গত কয়েক মাস ধরে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালাচ্ছিল, তারা এই প্রাথমিক চুক্তি কার্যকর করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সূত্রের খবর, কাতারের রাজধানী দোহায় একাধিক গোপন বৈঠকের মধ্য দিয়ে এই সমঝোতা চূড়ান্ত হয়েছে, যেখানে মার্কিন কূটনীতিকরাও সক্রিয়ভাবে উপস্থিত ছিলেন।তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ এখনই আশাবাদী হতে রাজি নন। তাঁদের মতে, অতীতে বহুবার এমন প্রাথমিক চুক্তি বা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা হলেও তা স্থায়ী হয়নি। হামাসের তরফে কার্যত কীভাবে এই চুক্তি মেনে চলা হবে, তা সময়ই বলবে। অন্যদিকে, ইজরায়েলের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও এই সিদ্ধান্তকে ঘিরে বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধীরা অভিযোগ তুলছে, এই চুক্তি ইজরায়েলের নিরাপত্তা স্বার্থের সঙ্গে আপস করতে পারে।তবু বাস্তবতা হলো, এই প্রথমবার ইজরায়েল ও হামাস একটি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত শান্তি পরিকল্পনা-য একত্রে স্বাক্ষর করেছে-যা মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে এক মাইলফলক ঘটনা। ট্রাম্প প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই চুক্তির দ্বিতীয় পর্যায় নিয়ে আলোচনা শুরু হবে, যেখানে রাজনৈতিক স্বীকৃতি, সীমান্ত নিযন্ত্রণ, এবং পুনর্গঠন তহবিল নিয়ে কথা হবে।ওয়াশিংটন, তেল আবিব ও দোহা-এই তিন শহর এখন কার্যত এই শান্তি উদ্যোগের কেন্দ্রবিন্দুতে। ট্রাম্পের প্রশাসন স্পষ্ট করেছে, এই চুক্তি শুধু অস্ত্রবিরতি নয়, বরং ভবিষ্যতের এক স্থায়ী সহাবস্থানের পথে অগ্রগতি। প্রেসিডেন্টের ভাষায়, শান্তি শুধু যুদ্ধ থামানো নয়, এটি নতুন আস্থা, পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহনশীলতার সূচনা।আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, যদি এই চুক্তি কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়, তবে এটি মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মানচিত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে। এতে কেবল ইজরায়েল ও হামাসের সম্পর্কই নয়, বরং বৃহত্তর আরব বিশ্বের সঙ্গে ইজরায়েলের সম্পর্কও নতুন দিশা পাবে।হোয়াইট হাউসের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে বলেন, এই শান্তি প্রক্রিয়া এখন কেবল দুই পক্ষের নয়, বরং গোটা বিশ্বের শান্তির জন্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের নেতৃত্বে শুরু হওয়া এই প্রচেষ্টা আগামী প্রজন্মের জন্য নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে।বিশ্বজুড়ে কূটনৈতিক মহলে এখন একটাই প্রশ্ন ঘুরছে-এই পদক্ষেপ কি সত্যিই দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথে প্রথম সোপান, না কি এটি আরেকটি ক্ষণস্থায়ী অধ্যায় হয়ে মিলিয়ে যাবে? আপাতত বিশ্ব অপেক্ষা করছে, যেন মধ্যপ্রাচ্যের এই রক্তমাখা ইতিহাস অবশেষে এক শান্ত প্রভাতের মুখ দেখে।ট্রাম্পের ঘোষণার সুরে তাই আশার ঝলক-এটি কেবল একটি চুক্তি নয়, এটি মানবতার জয়। আজ আমরা একসঙ্গে শান্তির পথে প্রথম পদক্ষেপ নিলাম, এবং এটি পৃথিবীর জন্য এক নতুন সূচনা।

এনডিএ নেতৃত্বের মুখ হলেন নীতীশ কুমার, মন্তব্য গিরিরাজ সিংয়ের

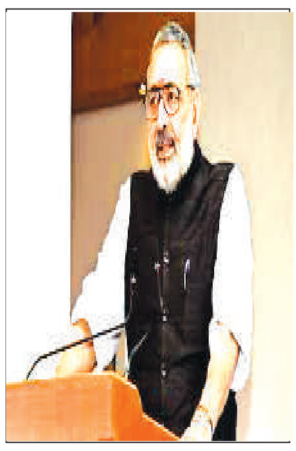

পাটনা, ৯ অক্টোবর ঃ এনডিএ নেতৃত্বের মুখ হলেন নীতীশ কুমার, জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা গিরিরাজ সিং। বুধবার পাটনায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নীতীশ বলেন, এনডিএ নেতৃত্বের মুখ হলেন নীতীশ কুমার। আসন বন্টন শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে, তবে কংগ্রেস গতকাল বলেছে, তেজস্বী যাদব হবেন আরজেডি-র মুখ্যমন্ত্রীর মুখ, মহাজোটের নয়। এনডিএ-র নীতি, প্রবণতা এবং অভিপ্রায় সবই স্থির। কোনও সমস্যা নেই।উল্লেখ্য, বিহারে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার পর থেকেই সব দলের মধ্যেই শুরু হয়েছে তোড়জোড়। আসন বন্টন নিয়ে আলোচনা চলছে। এনডিএ-র পাশাপাশি বিরোধীরাও বৈঠক করেছেন।

কাশির সিরাপ কাণ্ডে ধৃত ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার মালিক, চেন্নাই থেকে গ্রেফতার

চেন্নাই, ৯ অক্টোবর ঃ বিষাক্ত কাশির ওষুধ খেয়ে বিভিন্ন রাজ্যে একের পর এক শিশুমৃত্যুর ঘটনায় এ বার গ্রেফতার হল তামিলনাড়ুর ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থা ' ফার্মা'র মালিক রঙ্গনাথন। বুধবার গভীর রাতে চেন্নাই থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ।সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশে ২০টি শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করে ওই কাশির গুণমান নিয়ে। পঞ্জাব, হরিয়ানা, রাজস্থানেও একই ওষুধ খেয়ে বেশ কয়েক জন শিশুর অসুস্থ হয়ে পড়ার কথা শোনা যায়। ' নামে বিষাক্ত একটি কাশির সিরাপ খেয়েই তাদের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। ' ফার্মা' নামে তামিলনাড়ুর যে সংস্থা ওই কাশির সিরাপ তৈরি করেছিল, তার মালিকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়। তার ভিত্তিতেই বুধবার গভীর রাতে চেন্নাই থেকে রঙ্গনাথনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর ঃ দেশীয় বাজারে বৃহস্পতিবার পেট্রোল - ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেল না। ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা । কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রইলো। মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা। চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৯০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৪৯ টাকা

নয়ডায় ডিভাইডারে অটোর ধাক্কা, নিহত এক

নয়ডা, ৯ অক্টোবর ঃ উত্তর প্রদেশের নয়ডায় এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা ঘটে । ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে সেক্টর ৩৯ থানার আওতাধীন সেক্টর ৩৭-এর কাছে । দুর্ঘটনায় অটো চালক নিহত হন। এক পুলিশ আধিকারিক জানান , মৃত অটো চালকের নাম মহেন্দ্র সিং। বুধবার রাতে সেক্টর ৩৭ আন্ডারপাসের কাছে তিনি অটো চালাচ্ছিলেন । তখন তার অটো নিযন্ত্রণ হারিয়ে ডিভাইডারে ধাক্কা খেয়ে উল্টে যায়। এই ঘটনায় তিনি

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

মুম্বইয়ে মোদী-কিয়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক, ভারত-যুক্তরাজ্য সম্পর্কের অগ্রগতি আলোচনায়

মুম্বই, ৯ অক্টোবর (হি.স.)ঃমুম্বইয়ের রাজভবনে বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে ভারত ও যুক্তরাজ্যের সম্পর্কের নতুন মাত্রা স্পষ্ট হল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার প্রতিনিধি-পর্যায়ের বৈঠক করেন এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন। বৈঠক শেষে যৌথ প্রেস বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী মোদী উল্লেখ করেন, প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের নেতৃত্বে ভারত ও ব্রিটেনের সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। এই জুলাই মাসে আমার ব্রিটেন সফরের সময় আমরা ঐতিহাসিক, বিস্তৃত অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করি।প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ভারত ও ব্রিটেন প্রাকৃতিক অংশীদার। গণতন্ত্র, স্বাধীনতা এবং আইনের শাসনের মতো সাধারণ মূল্যবোধে আমাদের মধ্যে গভীর পারস্পরিক আস্থা রয়েছে, যা আমাদের সম্পর্কের ভিত্তি। বর্তমান বিশ্বে যখন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অস্থিতিশীলতা প্রবল, তখন ভারত ও ব্রিটেনের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হিসেবে কাজ করছে।বৈঠকে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের নিরাপত্তা, পশ্চিম এশিয়ায় শান্তি ও স্থিতিশীলতা এবং ইউক্রেন সংঘাত নিয়ে আলোচনা হয়। প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, ইউক্রেন সংঘাত এবং গাজার সংকটের মতো বৈশ্বিক ইস্যুতে ভারত সবসময় কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও আলোচনা মাধ্যমে শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে। আমরা বিশ্বাস করি, সংলাপ ও সহযোগিতা আন্তর্জাতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথ। অতিরিক্তভাবে, বৈঠকে ইংদো-প্যাসিফিক অঞ্চলে সামুদ্রিক নিরাপত্তা বাড়ানোর জন্য দুই দেশের যৌথ প্রতিশ্রুতিও পুনর্ব্যক্ত করা হয়। দুই প্রধানমন্ত্রী এই অঞ্চলে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে যৌথ কৌশল ও সহযোগিতা প্রসারিত করার পরিকল্পনার বিষয়ে আলোচনা করেন।মোদী-স্টারমার বৈঠক কেবল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের দৃঢ়ীকরণ নয়, বরং আন্তর্জাতিক মঞ্চে ভারত ও যুক্তরাজ্যের যৌথ ভূমিকা ও নেতৃত্ব প্রদর্শনের প্রতিফলন। বিশেষজ্ঞদের মতে, এই বৈঠক বিশ্বের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতার মধ্যে ভারত ও যুক্তরাজ্যের অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করবে এবং দুই দেশের অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্কের জন্য নতুন দিশা সৃষ্টি করবে।প্রধানমন্ত্রী মোদীর বক্তব্যে স্পষ্ট হয় যে, ভারত-যুক্তরাজ্য সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক বা কূটনৈতিক সীমাবদ্ধ নয়, বরং বিশ্বব্যাপী স্থিতিশীলতা, অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং আন্তর্জাতিক সংলাপের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। ভারত ও যুক্তরাজ্যের ক্রমবর্ধমান অংশীদারিত্ব এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার স্থিতিশীলতা এবং বৈশ্বিক শান্তির ক্ষেত্রেও বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে।উল্লেখ্য, এই বৈঠক কেবল বর্তমান দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে সমৃদ্ধ করল না, বরং ভারত ও যুক্তরাজ্যের দীর্ঘমেয়াদি কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামরিক অংশীদারিত্বের ভিত্তিক কাঠামোকে আরও দৃঢ় করেছে। এই বৈঠকের মাধ্যমে দুই দেশের মধ্যে আস্থা ও সহযোগিতার নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে, যা ভবিষ্যতে আরও বহুমাত্রিক সম্পর্কের বিকাশের পথ প্রশস্ত করবে।

আগরতলায় বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করলেন খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী

আগরতলা, ৯ অক্টোবর ঃ শারদোৎসব বাঙালির জীবনে শুধু একটি উৎসব নয়, এটি আনন্দ, ঐক্য ও সামাজিক মেলবন্ধনের প্রতীক। এই আনন্দকে সমাজের প্রতিটি স্তরে পৌঁছে দিতে ত্রিপুরা সরকার এবার এক মানবিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। উসবের মরশুমে যাতে রাজ্যের কোনও পরিবার আর্থিক সংকটের কারণে আনন্দ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেই লক্ষ্যে বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী বিতরণ কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে আগরতলায়। গত বুধবার শহরের মিলন চক্র এলাকায় অবস্থিত ১৪৮ নম্বর ন্যায্য মূল্যের দোকানে এই বিশেষ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন ত্রিপুরার খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কার্যত শুরু হলো রাজ্যের প্রায় ৯.৯০ লক্ষ পরিবারের জন্য উসবকালীন এক বৃহ সামাজিক সহায়তা প্রকল্প। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি রেশন কার্ডধারী পরিবারকে বিনামূল্যে দেওয়া হচ্ছে ২ কেজি ময়দা, ১ কেজি চিনি এবং ৫০০ গ্রাম সুজি। উৎসবের আগে এই খাদ্যসামগ্রী পেয়ে রাজ্যের মানুষের মুখে হাসি ফুটেছে। সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য মোট ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ৭ কোটি টাকা।খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, শারদোসব কেবলমাত্র দেবী দুর্গার আরাধনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি মানুষের মধ্যে ঐক্য, সহযোগিতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করে। আমাদের এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা চাই, সমাজের আর্থিকভাবে দুর্বল অংশের মানুষও যেন একই আনন্দে শরিক হতে পারেন। কেউ যেন বঞ্চিত না থাকেন, কেউ যেন উসবের দিনে অভুক্ত না থাকেন।মন্ত্রী আরও বলেন, এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য শুধু খাদ্যসামগ্রী বিতরণ নয়, এটি মানুষের মর্যাদার সঙ্গে সংযুক্ত একটি উদ্যোগ। আমরা বিশ্বাস করি, উৎসব মানে শুধুই পুজোর আলো নয়, বরং একসঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার আনন্দও। তাই এই প্রকল্পের মাধ্যমে আমরা মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই, যাতে সমাজের প্রত্যেকটি পরিবার অনুভব করতে পারে যে সরকার তাদের কথা ভাবে, তাদের পাশে আছে।উদ্বোধনী মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বাধারঘাটের বিধায়ক মিনা রানী সরকার, খাদ্য দফতরের অধিকর্তা সুমিত লোধ, সদর মহকুমা শাসক মানিক লাল দাস সহ প্রশাসনের অন্যান্য শীর্ষকর্তারা। এদিনের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে এলাকায় ছিল উচ্ছ্বাসের পরিবেশ। স্থানীয় বাসিন্দাা জানান, এই কর্মসূচি বাস্তবিকই উৎসবের আনন্দ বাড়িয়ে দিয়েছে।স্থানীয় এক রেশন গ্রাহক অরুণা দেববর্মা বলেন, আমাদের মতো সাধারণ পরিবারের পক্ষে এই সময়ে অতিরিক্ত খরচ সামলানো কঠিন হয়ে পড়ে। সরকার বিনামূল্যে চিনি-ময়দা-সুজি দিচ্ছে, এটা সত্যিই বড় সহায়তা। মনে হচ্ছে সরকার আমাদের উৎসবের আনন্দে অংশ নিচ্ছে। অন্যদিকে, আরেক গ্রাহক মনোজ দেবনাথের কথায়, আগে এমন ব্যবস্থা কখনও দেখিনি। পুজোর আগে এই সাহায্য পেয়ে মনে হচ্ছে সত্যিই উৎসবের আনন্দ বাড়ল।প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, রাজ্যের সবকটি মহকুমায় ধাপে ধাপে এই কর্মসূচি চালু করা হবে, যাতে প্রত্যেক রেশন কার্ডধারী পরিবার এই সুবিধা পান। স্থানীয় পঞ্চায়েত ও খাদ্য দফতরের যৌথ উদ্যোগে গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলে সমানভাবে এই সামগ্রী পৌঁছে দেওয়া হবে। ইতিমধ্যেই খাদ্য দফতরের কর্মীরা প্রতিটি ন্যায্য মূল্যের দোকানে পর্যাপ্ত পরিমাণে সামগ্রী পাঠানোর ব্যবস্থা সম্পন্ন করেছেন।মঞ্চে উপস্থিত বিধায়ক মিনা রানী সরকার বলেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্য সরকার সর্বদা মানুষের পাশে থেকে কাজ করছে। উসবের সময় মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই এই সরকারের আসল উদ্দেশ্য। তাই আজকের এই প্রকল্প কেবল খাদ্য নয়, মানবিকতার প্রতীক।এদিকে, খাদ্য দফতরের অধিকর্তা সুমিত লোধ জানান, সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী, প্রতিটি রেশন দোকানে যেন যথাযথভাবে সামগ্রী বিতরণ হয়, তার জন্য প্রশাসন কঠোর নজরদারি চালাবে। কেউ যেন বঞ্চিত না হন, সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে দফতর বিশেষ তদারকি দল গঠন করেছে।উৎসবের এই সময়ে যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মূল্যবৃদ্ধির চাপ সাধারণ মানুষের কাঁধে পড়ছে, তখন ত্রিপুরা সরকারের এই পদক্ষেপ সাধারণ মানুষের জন্য এক বিরল স্বস্তি এনে দিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এটি কেবল সামাজিক সহায়তা কর্মসূচি নয়, বরং এক ধরনের জনসংযোগের মডেল, যেখানে সরকার সরাসরি নাগরিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের প্রযোজন মেটাচ্ছে।ত্রিপুরা রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ একদিকে যেমন সমাজে ঐক্য ও মানবিকতার বার্তা দিচ্ছে, তেমনই তা তুলে ধরছে সরকারের সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রতিফলন। খাদ্যমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর কথায়, আমাদের লক্ষ্য স্পষ্ট-ত্রিপুরার কোনও মানুষ যেন বঞ্চিত না হন। উসবের সময় সবাই যেন সুখে, শান্তিতে, আনন্দে থাকেন, সেটাই আমাদের সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের শেষে স্থানীয় শিল্পীরা সাংস্কৃতিক পরিবেশনা করেন। মিলন চক্রের আকাশজুড়ে তখন ভেসে উঠছিল উৎসবের রঙিন আলোকসজ্জা, ভেসে আসছিল ঢাকের আওয়াজ। সাধারণ মানুষ থেকে প্রশাসনের আধিকারিক-সবার মুখে একটাই অভিব্যক্তি, এই উৎসবে সরকার আমাদের পাশে আছে।ত্রিপুরা সরকারের এই উদ্যোগ নিঃসন্দেহে সমাজের প্রান্তিক মানুষের জীবনে আলো জ্বালাবে। উৎসবের সময় তাদের ঘরে যখন মিষ্টির গন্ধ ছড়াবে, তখন সেই সঙ্গে থাকবে সরকারের মানবিক স্পর্শও। এবং হয়তো এইভাবেই সত্যি হবে খাদ্যমন্ত্রীর সেই বার্তা-শারদোসব কেবল আনন্দ নয়, এটি মর্যাদার, ঐক্যের এবং সহমর্মিতার উৎসব।ত্রিপুরা জুড়ে এখন একটাই বার্তা ছড়িয়ে পড়ছে-সবাইকে নিয়ে উৎসব, সবার ঘরে আলো।

ডিজিটাল কানেক্টিভিটি প্রত্যেক ভারতীয়র জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবর (হি.স.)ঃভারতে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি এখন আর কোনও সুবিধা অথবা বিলাসিতা নয়। এটি এখন প্রত্যেক ভারতীয়র জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। গত বুধবার দিল্লির যশোভূমিতে ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেসের উদ্বোধন করার পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, ভারত নিজস্ব মেড ইন ইন্ডিয়া ৪জি স্ট্যাক চালু করেছে। এটি দেশের জন্য বড় স্বদেশী প্রাপ্তি। একইসঙ্গে ভারত এই ক্ষমতার অধিকারী বিশ্বের মাত্র পাঁচটি দেশের তালিকায় যোগ দিয়েছে।প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, ইন্ডিয়া মোবাইল কংগ্রেস এবং টেলিকম সেক্টরে দেশের সাফল্য আত্মনির্ভর ভারত দৃষ্টিভঙ্গির শক্তিকে প্রতিফলিত করে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের স্টার্টআপগুলি আর্থিক জালিয়াতি প্রতিরোধ, ৬জি, অপটিক্যাল কমিউনিকেশন এবং সেমিকন্ডাক্টরের মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উপস্থাপন করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ উপস্থাপনাগুলি দেখে, এটি স্পষ্ট যে ভারতের প্রযুক্তিগত ভবিষ্যত সক্ষম হাতে। আমি এই সমস্ত উদ্যোগের জন্য আমার শুভেচ্ছা জানাই।'

দীপাবলিতে মাটির প্রদীপের আলো, পুরুলিয়ার শিল্পীদের ঐতিহ্য আজও জ্বলজ্বল

পুরুলিয়া, ৯ অক্টোবর ঃপ্রদীপের আলো এখনও দীপাবলির অমাবস্যার অন্ধকারে ছড়িয়ে দিচ্ছে। যদিও অতীতের তুলনায় মাটির প্রদীপের চাহিদা অনেকটাই কমে গেছে, তবুও পুরুলিয়ার বাঘাবাইদ গ্রামের কুমোর পাাার শিল্পীরা তাদের প্রথাগত কাজ থেকে সরে আসেননি। দীপাবলিতে মানুষ যখন আলো, আনন্দ এবং আনন্দের ছোঁয়া খুঁজে বেড়াচ্ছে, তখনও এখানকার শিল্পীরা মাটির প্রদীপ গড়ে তার দীপ্তি ছড়াচ্ছেন।পুরুলিয়ার মানবাজার ২ নম্বর ব্লকের এই গ্রামে, বহু প্রজন্ম ধরে কুমোর পরিবাররা মাটির কাজের সঙ্গে যুক্ত। পুজোর পর থেকেই তারা মাটির প্রদীপ তৈরি শুরু করেন। গ্রামটির প্রতিটি ঘরে এখনও দেখা যায় কুমোরের চাকা, যা প্রদীপ নির্মাণের প্রাথমিক যন্ত্র। শিল্পীরা জানাচ্ছেন, এই প্রথা তাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে এসেছে এবং আজও তা অটুট রয়েছে।আজকের দিনে অতি উজ্জ্বল এলইডি আলো মাটির প্রদীপকে প্রায় ছাপিয়ে দিয়েছে। বাজারে চাহিদা কমলেও, শিল্পীদের জন্য দীপাবলির এই সময় এখনো বিশেষ। যদিও অতীতে আমরা অনেক বেশি প্রদীপ তৈরি করতাম, এখন সংখ্যা কমেছে, তবুও এই সময়টায় প্রদীপ আমাদের জীবিকার প্রধান উস, বললেন বাঘাবাইদ গ্রামের এক কুমোর। শিল্পীরা মনে করেন, মাটির প্রদীপ শুধু আলোর উৎস নয়, বরং ঐতিহ্যের প্রতীক। দীপাবলির আনন্দ, মানুষের ঘরে ঘরে আলো ছড়ানো এবং প্রাচীন কুমোর শৈল্পিকতার প্রকাশ-সবই একসাথে মিলিত হয় এই প্রদীপে। সেই প্রথা বজায় রাখার জন্য কাজ করে যাচ্ছেন, যদিও সমাজে আধুনিক আলো আধিপত্য করছে। পুরুলিয়ার মাটির প্রদীপ, আজও দীপাবলিতে সুদিনের আশার প্রতীক হয়ে আছে। শিল্পীদের পরিশ্রম এবং ঐতিহ্যবাহী দক্ষতা নিশ্চিত করছে যে, উৎসবের এই মায়া এবং আলো আগামী প্রজন্মের জন্যও অম্লান থাকবে।

ইরাকে আটকে পড়া পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি ফেরাতে উদ্যোগ সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৯ অক্টোবর ঃ পেটের টানে দুই বছর আগে ইরাকে পাড়ি দিয়েছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপ মহাকুমা থেকে ১১ জন পরিযায়ী শ্রমিক, ২ বছর চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর থেকেই শুরু হয় তাঁদের দুর্দশা। অভিযোগ, ইরাকের কারখানার মালিকপক্ষ শ্রমিকদের আটকে রাখে, মজুরি বন্ধ করে দেয় এবং মানসিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতন চালায়। আট মাস ধরে পরিবারের সঙ্গে তাঁদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন ছিল। সম্প্রতি একটি ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর ঘটনাটি প্রকাশ্যে আসে। ভিডিওতে শ্রমিকরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নিরাপদে দেশে ফেরার আর্জি জানান। বিষযটিতে দ্রুত হস্তক্ষেপ করে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার শ্রমিকদের পরিবারের পাশে দাঁড়ান এবং তাঁদের দেশে ফেরানোর জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ শুরু হয়। এরই মধ্যে শ্রমিকদের মধ্যে মফিজুল মণ্ডল দেশে ফিরে এসেছেন। বাকি শ্রমিকরা সেখ আমিনুদ্দিন, শেখ মুকেলেসু, সূর্যদেব, সাধন বিশ্বাস সহ মোট ১১ জন ধীরে ধীরে তৃণমূল কংগ্রেসের সহযোগিতায় দেশে ফেরার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন। বৃহস্পতিবার সাংসদ বাপি হালদার নিজের সাংসদ কার্যালয়ে শ্রমিকদের পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। তিনি জানান, যত দ্রুত সম্ভব সমস্ত পরিযায়ী শ্রমিককে দেশে ফেরানোর জন্য প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে। পরিবারগুলির আবেগঘন প্রতিক্রিয়া তৃণমূল আমাদের এই দু ঃসময়ে পাশে দাঁড়িয়েছে, এখন শুধু চাই আমাদের প্রিয়জনরা নিরাপদে বাড়ি ফিরুক। স্থানীয় বাসিন্দারাও জানিয়েছেন, এই সংকটের সময়ে তৃণমূল নেতৃত্বই তাঁদের ভরসার জায়গা হয়ে উঠেছে।

কুলতলিতে তৃনমূল কংগ্রেসের বিজয়া সম্মেলনে জনজোয়ার

কুলতলিঃবাঙালির সেরা উৎসব দূর্গাপুজো হয়ে গেছে। আর তার পরেই গত বুধবার কুলতলি বিধানসভার তৃনমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে কুলতলির বিধায়ক কার্যালয়ের সামনে বিজয়া সম্মীলনীর অনুষ্ঠান হয়ে গেল। যাতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেয়াশীষ চক্রবর্তী,সুন্দরবন জেলা তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি ও মন্দিরবাজারের বিধায়ক জয়দেব হালদার,ক্যানিং পূর্ব বিধানসভার বিধায়ক সওকাত মোল্লা,কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল, কুলতলি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রুপা সরদার,জেলা পরিষদ সদস্য উর্মিলা রায়, কুলতলি ব্লক তৃনমূল কংগ্রেসের সভাপতি মিলন পুরকাইত সহ আরো অনেকে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে কুলতলি বিধানসভা এলাকার পঞ্চায়েত স্তরের কর্মীরা সহ বহু তৃনমূল কর্মী সমর্থক অংশ নেন।এদিন পরিবহন মন্ত্রী স্নেয়াশীষ চক্রবর্তী বলেন, সু ন্দরবনের কুলতলি এসে দেখলাম কয়েক হাজার মানুষ এই বিজয়া সম্মেলনে উপস্থিত। এরা সবাই তৃনমূল কংগ্রেসের কর্মী।এরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভালোবাসে।আর এর থেকেই প্রমানিত ২০২৬ সালে কুলতলিতে তৃনমূল কংগ্রেসের জয়ের মার্জিন কতটা বাাবে সেটা দেখার।কুলতলিতে গত ৫ বছর আগে ক্ষমতায় এসেছে তৃনমূল। আর তার পর থেকে এই এলাকায় উন্নয়নের জোয়ারে ভেসে চলেছে।কৈখালি, মৈপীঠ সহ কুলতলি এখন রঙীন আলোয় আলোকিত।উন্নয়নের সাথে আপনারা তৃনমূল কংগ্রেসের পাশে থাকুন।এদিন বিধায়ক সওকাত মোল্লা ও বিধায়ক জয়দেব হালদার বলেন,বিপুল মানুষের সমর্থন আবার কুলতলি তৃনমূল কংগ্রেসের হাতেই থাকবে। ২০২৬ সালে দক্ষিন ২৪ পরগনার ৩১ টি আসনেই তৃণমূল জিতবে বলে এদিন তারা দাবী করে।এদিন কুলতলির বিধায়ক গনেশ চন্দ্র মন্ডল এই অনুষ্ঠানে আগত কর্মী সমর্থকদের অভিনন্দন জানালেন।

রাশিফল

মেষঃ ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করতে হবে। কিছু ইতিবাচক সুযোগও পেতে পারেন। যোগাযোগ দক্ষতা বিকাশ করুন এবং অন্যদের সঙ্গে অনুভূতি ভাগ করে নিন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু অশান্তি হতে পারে, তবে তা স্থায়ী হবে না। কথোপকথনের মাধ্যমে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি দূর করার চেষ্টা করুন।

বৃষঃভয় আপনার খুশিকে বিঘ্নিত করতে পারে। আপনাকে বুঝতে হবে যে এটি আপনার নিজস্ব ভাবনা এবং কল্পনার ফসল। এটি স্বতঃস্ফূর্ততার মৃত্যু ঘটায়-বাঁচার আনন্দ মুছে দিয়ে আমাদের কার্যকারিতাকে পঙ্গু করে দেয়- কাজেই এটি হবে।

মিথুনঃবন্ধুবান্ধব এবং পরিবারের সঙ্গে মানসম্পন্ন সময় কাটাতে চাইবেন। বিশেষ কারও সঙ্গে যোগাযোগ মনে নতুন অনুভূতি এবং চিন্তাভাবনা জাগিয়ে তুলবে। যদি কোনও বিচ্ছিন্নতা চলে, তবে সমাধানের জন্য এটিই সঠিক সময়।

কর্কট রাশিঃআপনার বেপরোয়া আচরণের ফলে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। অর্থহীন কিছু কাজ করার আগে আপনার আচরণের প্রতিক্রিয়া চিন্তা করুন। যদি সম্ভব হয় তাহলে আপনার মেজাজ পরিবর্তন করুন। বিবাহের যোগ।

সিংহঃ আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আজ আপনি ভালো কিছু মুহূর্ত কাটাতে পারেন আপনার ভবিষ্যত এবং অন্ত ঃস্থ মানসিক শক্তি সম্পর্কে আলোচন করে।

কন্যা ঃআজকে সাংসারিক দায়িত্ব নিয়ে আপনি চিন্তায় থাকবেন। আপনার পেশাদারী বৃত্ত থেকে আপনি ভালো অর্থ উপার্জন করতে পারবেন। আপনার আর্থিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে আপনার জীবনসঙ্গীরও অবদান থাকবে।

তুলাঃআপনার পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর যে অবসর আপনি এতদিন ধরে চাইছিলেন তা আপনি আজ পাবেন। আপনি ব্যক্তিগত ও পেশাগত জীবনের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করতে পারবেন। বিবাহেরযোগ

বৃশ্চিকঃআপনার জীবনসঙ্গীর মনে হতে পারে যে আপনি তার কাছে খুব বেশি দাবি জানাচ্ছেন ও তাকে নিয়ে সন্দিগ্ধ। আপনার মনের ভাব প্রকাশ করা ভালো, কিন্তু খেয়াল রাখুন যে বেশি বাড়াবাড়ি করছেন না। আপনার পেশাগত জীবনে আপনি উদ্যমী ও আত্মবিশ্বাসী ।

ধনুঃ বৈবাহিক বন্ধনে প্রবেশ করার জন্য ভালো সময়। সমগ্র মহাবিশ্বের উচ্ছ্বাস দুই জনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে যারা প্রেম

মকরঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো করার খাতিরে লম্বা পায়চারীতে বেরোন।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি আপনার জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সুযোগে ভরা হবে।

মীনঃআপনার ব্যক্তিত্ব আজ একটি সুগন্ধি মত কাজ করবে। আপনি বাড়ির চারপাশের ছোট ছোট জিনিসগুলিতে আজ প্রচুর ব্যয় করতে পারেন যা মানসিকভাবে আপনাকে চাপ দিতে পারে। ঘরে কিছু পরিবর্তন আপনাকে অত্যন্ত

আবহাওয়া

নিম্নচাপের প্রভাবে বৃষ্টি চলছে দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায়। শুক্রবার সকাল থেকেই মুখভার আকাশের। হালকা বৃষ্টিও হয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে আগামী দু'দিন দুর্যোগের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গেও হবে বৃষ্টি। নিম্নচাপের প্রভাবে সমুদ্র উত্তাল থাকবে। সমুদ্রে ঝড়ের গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় হতে পারে। মৎস্যজীবীদের জন্য আপাতত সমুদ্রে যেতে বারণ করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের ক্ষেত্রে দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর ও পশ্চিম মেদিনীপুরে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যান্য জেলাগুলিতেও হবে বৃষ্টি। দুর্যোগের সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। দার্জিলিং সহ ওপরের পার্বত্য ৬টি জেলাতে দুর্যোগের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পং জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে অতি ভারী বৃষ্টির কমলা সতর্কতা জারি রয়েছে। নিচের দিকের জেলা মালদা ও দুই দিনাজপুরেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। এরপর রবিবার ওপরের পাঁচ জেলায় ভারী বৃষ্টি চলবে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর জেলাতেও ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। তবে বৃষ্টির পরিমাণ ও ব্যাপকতা কিছুটা কমবে। সোমবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ি জেলাতে। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩.৩ ডিগ্রি কম।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৬টা ৩৫মিনিট এবং রাত ০৭টা ৪২মনিট। **ভাটা**-দুপুর ০২টা ৪০মনিট এবং রাত ০২টা ৪৩মনিট । সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ২৮মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ২০মিনিটে।

জেলে বসেই কলকাতার সোনার দোকানে ডাকাতির ছক কষেছিলেন মূল পাণ্ডা

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলে থেকে ছদ্মবেশে সোনার দোকানে ডাকাতির ছক কষা সঞ্জয় মাইতি কলকাতার বউবাজার, সিঁথি সোনাপট্টি ও বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেনের সোনাপট্টিতে রেইকি চালায়। তিনটি এলাকার মধ্যে বরানগরের শম্ভুনাথ দাস লেনের ৯ নম্বর দোকান 'সরস্বতী চেন অ্যান্ড অর্নামেন্টস'-কে তুলনামূলক কম নিরাপত্তার কারণে লক্ষ্য করা হয়। পরে পূর্ব কলকাতার নারকেলডাঙার বাসিন্দা সাগরেদ সুরজিৎ শিকদারকে মাসখানেক আগে ওই দোকানে সোনার গয়না কিনতে পাঠানো হয় সঞ্জয়ের নির্দেশে। নগদ টাকা দিয়ে চেন কেনার অছিলায় পরিকল্পনামাফিক শংকর জানার দোকানের কোথায় কোথায় সিসি ক্যামেরা আছে সেসব দেখে এসেছিল সে। এরপরই বরানগরের সোনা ব্যবসায়ী পাঁচু সামন্তকে সোনা বিক্রির কথা সেরে ফেলেছিল সঞ্জয়। গত শনিবার দুপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতি ও স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে খুন করার পর ডাকাতির প্রায় তিন কেজি সোনা পাঁচুকে বিক্রি করে প্রথম দফায় প্রায় ১২ লক্ষ টাকা নিয়েছিল সঞ্জয়। ঘটনায় জড়িত পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে এমনটাই জানতে পেরেছেন বারাকপুর কমিশনারেটের গোয়েন্দারা। জামশেদপুর থেকে ধৃত চন্দন মণ্ডল ও প্রিন্স কুমারকে বুধবার বারাকপুর মহকুমা আদালতে হাজির করা হয়। বিচারক তাদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। জিজ্ঞাসাবাদে ধৃতরা পুলিশকে জানায়, তারা স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে হত্যা করার পরিকল্পনা করেননি। লঙ্কার গুঁড়ো ছিটিয়ে দেওয়ার পর ব্যবসায়ী চিৎকার শুরু করলে মাথায় লোহার দণ্ড (কাতুরি) দিয়ে আঘাত করা হয়। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, জামশেদপুর থেকে ধৃত দু'জনকে ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছিল এবং লুট হওয়া সোনার অংশ হিসেবে যা পরিমাণ তারা নিতে পারবে, তাই তাদের ভাগ হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনায় আরও দুই অভিযুক্তের খোঁজে রাজ্য এবং প্রতিবেশী রাজ্যে তল্লাশি অভিযান চলছে।

রেকর্ড ভাঙা ঠান্ডা পড়বে এবার ঃ আবহাওয়া দপ্তর

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ এবার চরম ভাবেপন্ন প্রকৃতির কথা জানাচ্ছে আবহাওয়া অফিস। গরমে চরম গরম, বর্ষায় চরম বর্ষা আবার শীতে চরম শীত। সবে মাত্র অক্টোবর। এর মধ্যেই বরফে ঢাকা পড়েছে দেশের একাধিক পার্বত্য অঞ্চল। এমনকী দিল্লির মতো সমতলেও বৃষ্টিস্নাত সকাল রীতিমতো শীতের আমেজ। শরৎ এবং শীতের মাঝামাঝি সময়েই ভরপুর ঠান্ডা অনুভূত হচ্ছে দেশের একাধিক অংশে। এটা কি তবে আসন্ন হাড়কাপাঁনো শীতের মরশুমের একটা ট্রেলার? সর্বকালের রেকর্ড ব্রেক করবে এ বছরের শীতকাল? মৌসম ভবন এবং আমেরিকার ক্লাইমেট প্রেডিকশন সেন্টার যৌথ ভাবেই জানিয়েছে, অন্যান্য বছরের তুলনায় এ বছর উত্তর ভারত অতিরিক্ত ঠান্ডার সাক্ষী থাকতে চলেছে। যদিও অনেক আবহাওয়াবিদের মতে এখনই সম্পূর্ণ পূর্বাভাস দেওয়া সম্ভব নয়। জম্মু-কাশ্মীর, হিমালচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ডের পার্বত্য এলাকায় চলতি মাসের শুরুতেই বরফের চাদরে ঢাকা পড়েছে পাহাড়। একাধিক পাহাড়ের চূড়া তুষারাবৃত। চামোলি থেকে লাহুল-স্পীতি কিংবা কাশ্মীর, চতুর্দিকে শুধু বরফ আর বরফ। তুষারপাতের অভিজ্ঞতা হচ্ছে পর্যটকদের। বরফ পড়ে বন্ধ হয়ে গিয়েছে রাস্তা। বিভিন্ন এলাকায় শূন্যের নীচে নেমে গিয়েছে তাপমাত্রা। সব মিলিয়ে জাঁকিয়ে শীতের একটা ট্রেলার দেখা যাচ্ছে অক্টোবরের শুরুতেই। মধ্য এবং নিম্ন হিমালয়তেও ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে তাপমাত্রা নিম্নমুখী। হিমাচল প্রদেশের একাধিক জেলায় হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। গত মঙ্গলবার তুষারপাতে নিখোঁজ হয়েছেন দুই সেনা জওয়ান। কলকাতা শহরে শীত সেভাবে না পড়ায় সাধারণত আক্ষেপ করেন বাসিন্দারা। অনেকেই শীত এনজয় করতে চলে যান পাহাড়ে। এবার কি ঝুলিতে অন্য কিছু অপেক্ষা করছে? নেটপাড়ায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে চর্চা। কলকাতার এক প্রাক্তন সাংবাদিক তথা বেসরকারি সংস্থার কর্মী দেবলীনা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'মনে হচ্ছে কলকাতায় এবার আগাম শীত পড়তে চলেছে।'

নিজেদের কন্যাকে লক্ষী রূপে পুজো করলেন নদীয়ার দম্পতি

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুর্গাপুজোর নবমীর দিন 'কুমারী পুজোর' প্রচলন আছে অনেক দিন ধরেই। কিন্তু নিজের মেয়েকে 'লক্ষী' রূপে এবার পুজো করলেন এক দম্পতি। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জের নাঘাটার বাগচী পরিবারে ধুমধাম করে আয়োজন করা হয়েছে পুজোর। তবে এবারের এই পুজো অন্য রকমের। পরিবারের একরত্তি কন্যা সন্তানকে লক্ষী রূপে পুজো করা হল ওই বাড়িতে। কিন্তু কী কারণে এমন ব্যতিক্রমী পুজোর আয়োজন? শিশু নির্যাতন ও 'ধর্ষণ' রুখতে সমাজকে বার্তা দিতে ওই পদক্ষেপ বলে পরিবারের তরফে জানানো হয়েছে। দেশের বিভিন্ন জায়গায় ধর্ষণ, নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটে চলেছে। সেসব দেখে আতঙ্কিত পরিবার। শিশু নির্যাতন ও 'ধর্ষণ' রুখতে এবার এই পদক্ষেপ করল নদিয়ার ওই পরিবার। এটা সমাজ সচেতনতার এক অভিনব বার্তা। নদিয়ার ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জ থানার মাজদিয়ার নাঘাটায় ভাজনঘাট হাই স্কুলের শিক্ষক অর্জুন বাগচী। তাঁর ছয়বছরের শিশুকন্যা গোটা বাড়ি মাথায় তুলে রাখে। তবে বর্তমান পরিস্থিতিতে অর্জুনবাবু মাঝেমধ্যেই উদ্বিগ্ন। শিশু নির্যাতন ও নারী ধর্ষণের মতো অসামাজিক ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেজন্য মা লক্ষীর কাছে প্রার্থনা জানালেন শিক্ষক দম্পতি। এদিন একরত্তিকে লক্ষী রূপে সাজানো হয়। এরপর ছয় বছরের কন্যাকে চেয়ারে বসানো হয়। নির্দিষ্ট সময় পুরোহিত ওই বাড়িতে উপস্থিত হন। ছোট্ট অরিত্রিকাকে পুজো করা হয়। শিশুর মা ঝুমা বাগচী বলেন, কন্যাসন্তানকে প্রতিটি পরিবারেই লক্ষী হিসাবে গণ্য করা হয়। এছাড়াও নারীকে মাতৃশক্তির আধার রূপে মানা হয়। মূলত সেই কারণেই মা লক্ষীর মৃন্ময়ী মূর্তির বদলে ঘরের মেয়েকেই লক্ষী রূপে আরাধনা করার সিদ্ধান্ত।

বিপর্যয় মোকাবিলায় যাঁরা নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদের সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হবে

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বিপর্যয় মোকাবিলায় দমকল কর্মী, এসডিআরএফ, পুলিশ, ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে চিকিৎসক যাঁরা প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করেছেন তাঁদের বিশেষ ভাবে সম্মানিত ও পুরস্কৃত করা হবে রাজ্যের তরফে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন। তিনি ফের উত্তরবঙ্গে যাবেন সোমবার। এবার যাবেন দার্জিলিংয়েও। পুনর্গঠনের কাজ তদারকি এবং পরিদর্শন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যকে না জানিয়ে জল ছাড়ার প্রতিবাদে ডিভিসি'র পর ১১ অক্টোবর মাইথন ঘেরাও হবে। তার পর তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে পাঞ্চেত বাঁধ ঘেরাও করা হবে বলে জানা গিয়েছে। পাহাড়ে ধস ও উত্তরবঙ্গে বন্যার পরিস্থিতির মধ্যে কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে নবান্নের কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে থাকা এক আধিকারিককে শোকজ করা হয়েছে। কেন তাঁর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে না, তার কারণ দর্শাতে বলা হয়েছে তাঁকে। আজকের মধ্যে তাকে লিখিত জবাব জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ, দায়িত্বে থাকার সময় তিনি দেরিতে অফিসে যোগ দেন এবং নির্ধারিত সময়ের আগেই অফিস ত্যাগ করেন।

যৌথ উদ্যোগের প্রকল্পগুলিতে নতুন পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগ

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ রাজ্যে সরকারি বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে চলা প্রকল্পগুলি পরিচালনার জন্য নতুন পরামর্শদাতা সংস্থা নিয়োগ করবে। পরিবহণ ও লজিস্টিকস, বিদ্যুত্, জল ও নিকাশী, যোগাযোগ, এবং সামাজিক ও বাণিজ্যিক পরিকাঠামো রূপায়ণের জন্য দক্ষ সংস্থাগুলির একটি প্যানেল তৈরি করতে অর্থ দফতর প্রস্তাব আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। এই উপদেষ্টা সংস্থাগুলি রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে বেসরকারি অংশীদারিত্বের প্রকল্প বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। এই সংস্থাগুলি সরককারকে পিপিপি মডেলে চলা প্রকল্পগুলির জন্য আর্থিক, অর্থনৈতিক ও আইনি বিশ্লেষণ, পরিবেশগত প্রভাব মূল্যায়ন, চুক্তি প্রণয়ন, দরপত্র প্রক্রিয়া, ইঞ্জিনিয়ারিং নকশা বা খরচ অনুমান, বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট প্রস্তুত করা এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পর্যবেক্ষণ পর্যন্ত বিষয়ে যাবতীয় সহায়তা করবে। অর্থ দফতর জানিয়েছে, প্রায় ১০ থেকে ১২টি উপদেষ্টা সংস্থাকে দুই বছরের মেয়াদের জন্য প্যানেলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

হরিপালে ৫১৫ কেজি অবৈধ শব্দবাজি বাজেয়াপ্ত

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কালীপুজোর আগে হুগলিতে উদ্ধার বিপুল পরিমাণ অবৈধ শব্দবাজি। হরিপাল থানার পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৫১৫ কেজি নিষিদ্ধ বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে এবং চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, পুজোর আগে এই ধরনের আরও অভিযান চালানো হবে। বুধবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে হরিপাল থানা এলাকার মালাপাড়া এলাকার একটি বালিকা বিদ্যালয়ের পাশের একটি বাড়িতে অভিযান চালায় হরিপাল থানার পুলিশ। সেখান থেকে বিপুল পরিমাণে বাজি উদ্ধার হয়। যেগুলি অবৈধ বলে জানিয়েছে পুলিশ। দীপঙ্কর বাস্কে, অরূপ দাস, বাবলু বাউরি, মতি বাউরি নামে চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁদের আজ, বৃহস্পতিবার আদালতে পেশ করা হবে। কয়েক দিনের মধ্যেই কালীপুজো। অভিযোগ উঠেছে, এই সময়ে শহর ও শহরতলী এলাকায় প্রচুর শব্দবাজি ফাটানো হয়, যা নিয়ে পুলিশের কাছেও বহু অভিযোগ আসে। হুগলির গ্রামীণ পুলিশের তারকেশ্বর সিআই প্রশান্ত চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, উৎসবের মরসুমে, বিশেষ করে দীপাবলির আগে, এ ধরনের অভিযান বেশি করে চালানো হবে। তিনি বলেন, 'গোপন সূত্রের খবর পেয়ে অভিযান চালানো হয়। তাতেই এই বিপুল পরিমাণ অবৈধ শব্দবাজি উদ্ধার করা হয়েছে। চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই সময় আমাদের কাছে অনেক অভিযোগ আসে। সেই মোতাবেক পদক্ষেপ করা হয়েছে। এর আগেও অভিযান চালিয়ে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে মামলা করা হয়েছিল। আগামীতেও অভিযান চলবে।'

মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনায় সংঘর্ষ

দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশতলা ঃ মহেশতলার রবীন্দ্রনগরে দুই পাড়ার মধ্যে বচসার জেরে ইট বৃষ্টিতে চাঞ্চল্য ছড়ালো গোটা এলাকা। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বিশাল পুলিশ বাহিনী। মানসিক ভারসাম্যহীন এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগে এই ঘটনা ঘটে।এক মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগেই প্রথমে দুই পাড়ার মধ্যে বচসা শুরু হয়।মহেশতলা পৌরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের ঘটনা এটি। আলমপুর মাদ্রাসা পাড়া ও কুদ্দুস পাড়ার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হলে শুরু হয় ইট বৃষ্টি। এই ইট বৃষ্টির জেরে বেশ স্থানীয়রা আহত হয়েছেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বেশ কয়েকজনকে আটক করে থানায় নিয়ে যায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য। গোটা ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। কীভাবে ঘটনাটি বড় আকারে সংঘর্ষে রূপ নিল তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। সূত্রের খবর, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ওই এলাকার এক পাড়ার মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তিকে মারধরের ঘটনা নিয়ে দুই পাড়ার মধ্যে চাপা উত্তেজনা চলছিল। সেই সময় অন্য পাড়া থেকে কিছু ব্যক্তি এসে এই ঘটনা নিয়ে উস্কানি দেয়। যার জেরেই এই ঘটনা ঘটে। এই ইট বৃষ্টির ঘটনায় দুই পাড়ার প্রায় ৫০-৬০ জন জড়িয়ে পড়ে। ক্রমে ঘটনা বড় আকার নেয়। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে।আর এই ঘটনায় সন্দেহভাজনদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ। কিভাবে দ্রুত এত লোক জড়ো হল সেই দিকটি খতিয়ে দেখছে পুলিশ। ইটবৃষ্টির ঘটনায় আহতদের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়েছে। সেই সঙ্গে আটজনকে প্রাথমিকভাবে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য পুলিশ নিয়ে গিয়েছে এলাকা থেকে।পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

লক্ষীপুজোর পরও রাস্তা ভরে আছে ব্যানার ও হোর্ডিং; অবিলম্বে সরানোর নির্দেশ মেয়রের!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ দুর্গাপুজো উপলক্ষে কলকাতার বিভিন্ন স্থানে মুড়ে ফেলা বিজ্ঞাপনী ব্যানার ও হোর্ডিং লদীপুজোর পরও অধিকাংশ জায়গায় খোলা হয়নি। ক্ষুব্ধ মেয়র ফিরহাদ হাকিম উদ্যোক্তাদের অবিলম্বে এগুলো সরিয়ে ফেলতে আবেদন করেছেন। বুধবারই ছিল শহরের সব মণ্ডপ খুলে ফেলার শেষ দিন। কিন্তু উত্তর থেকে দক্ষিণ মহানগরীর প্রায় সব এলাকায় প্রতিমা বিসর্জন হলেও কোথাও আধখোলা মণ্ডপ, কোথাও মণ্ডপ খুলে নিলেও মঞ্চ পড়ে আছে। পাশে ডাঁই করে ফেলে রাখা হয়েছে বাঁশ। আবার অনেক রাস্তার ধারে বাঁশের রেলিং। বড় বড় বিজ্ঞাপনের কাঠামো, ব্যানার, হোর্ডিংও বহাল রয়েছে। উদ্বিগ্ন মেয়র বুধবার পুরসভায় জানান, 'এর ফলে পথচারীদের, যানবাহন চলাচলের সমস্যা হচ্ছে। উদ্যোক্তাদের কাছে অনুরোধ, কলকাতাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে দিন।' তিনি বলেন, 'এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। মণ্ডপের নিচে মঞ্চে জল জমলে মশার উৎপাত বাড়বে। কিন্তু সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য পুজো উদ্যোক্তারা যেন স্প্রে করেন। পুরসভা নিজস্ব জমিতে একটি প্রসেসিং ইউনিট তৈরি করবে। ন্যাশন্যাল গ্রিন ট্রাইবুনালের নির্দেশনা অনুযায়ী, এই ইউনিট আগামী তিন বছরের মধ্যে বাস্তবায়িত হবে।

বেলুড় রাসবাড়ির স্নানঘাটে ছটপুজো উদযাপনে নিরাপত্তা লঙ্ঘন, মামলা উঠলো হাই কোর্টে!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ইতিহাস আজও কথা বলে। ১৮৯০ সালে শিবকৃষ্ণ দাঁয়ের পুত্র পূর্ণচন্দ্র দাঁ ও শিবকৃষ্ণের সহধর্মিণী কাদম্বিনী দাসীর হাতে নির্মিত বেলুড়ের রাসবাড়ির ৪০ ফুট উঁচু নবরত্ন মন্দির ও রাসমঞ্চ আজও ঐতিহ্যের সাক্ষ্য বহন করছে। এছাড়া এখানে রয়েছে ২৪ ফুট উঁচু ছ'টি শিবমন্দির, নাটমন্দির, নহবতখানা, ভোগঘর এবং বাগান, যা বর্ধিষ্ণু ঐতিহ্যের প্রতীক। জোড়াসাঁকোর শিবকৃষ্ণ দাঁ লেনের দাঁ বাড়ি ঘিরে আজও চলছে দড়ি টানাটানি। অভিযোগ, রাসবাড়ির নিজস্ব স্নানের ঘাটে জবরদস্তি ছটপুজোর আয়োজন হয়। ফি বছর ছটের সময় প্রচুর লোক সমাগমের কারণে রাসবাড়ি প্রাঙ্গণে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি হয়, দূষণের মাত্রা বাড়ে। গঙ্গা সংলগ্ন পাঁচিল ও মাঠ-বাগান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই অবস্থায় প্রশ্ন উঠেছে, এটা ব্যক্তিগত সম্পত্তি (প্রাইভেট প্রপার্টি), না কি জনগণের সম্পত্তি (পাবলিক প্রপার্টি)? আর তা নিয়েই এবার মামলা গড়াল কলকাতা হাই কোর্টে। উচ্চ আদালতের পুজো অবকাশকালীন বেঞ্চের বিচারপতি ওম নারায়ণ রাইয়ের এজলাসে আজই শুনানির সম্ভাবনা। শিবকৃষ্ণের দেবোত্তর স্টেটের আদালত নিযুক্ত রিসিভার তথা হাই কোর্টের আইনজীবী দ্বিজদাস চক্রবর্তীর অভিযোগ, প্রতি বছর ছটপুজোয় ওখানে বেআইনিভাবে পাঁচিল, গেট টপকে ঢুকে পড়ে প্রচুর লোক, সম্পত্তির যথেচ্ছ ক্ষতিসাধন করে। বাধা দেওয়া হলে জোর করে সেবাইতদের দিয়ে গেট খোলানো হয়। শুধু তাই নয়, প্রতিবার ছটের সময় স্থানীয় ছট কমিটি দাঁ বাড়ির সম্পত্তি কে 'পাবলিক ট্রাস্ট' হিসাবে দাবি করে স্থানীয়দের নিয়ে বিশৃঙ্খল পরিবেশ তৈরি করে। যা নিয়ে ২০২২ সালে মামলাও দায়ের হয়েছিল। এবারও একই অভিযোগ। বলা হচ্ছে, স্থানীয় ছট কমিটির রুজু করা মামলাটিতে সেবায়েত বা দাঁ পরিবারের কাউকে পক্ষভুক্ত করা হয়নি। ফলে আদালতে সেবাইত বা পরিবারের কেউ নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারেননি। সমাধান সূত্রও মেলেনি। এবছর আগামী ২৫ অক্টোবর ছটপূজা। তাই তার আগেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে শিবকৃষ্ণ দেবোত্তর স্টেট।

এসআইআরের আগে জোর প্রস্তুতি, তালিকার সংশোধনে সতর্কবার্তা কমিশনের

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কোলাঘাট, ৯ অক্টোবর আসন্ন এসআইআর বা স্পেশাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন শুরু হওয়ার তিন মাস আগে থেকেই ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রস্তুতি জোরদার করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, জেলার প্রতিটি প্রশাসনিক স্তরে যেন বিশেষ সংশোধন কার্যক্রমে কোনওরকম গাফিলতি না হয়। কোনও বৈধ ভোটারের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না যায়, সেই বিষয়ে বিশেষ সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। এই প্রস্তুতির অংশ হিসেবেই বৃহস্পতিবার কোলাঘাটের বলাকা ভবনে বৈঠকে বসে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপনির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া ও পূর্ব মেদিনীপুর জেলার জেলা প্রশাসক (ডিএম), পুলিশ সুপার (এসপি) এবং নির্বাচনী দপ্তরের অন্যান্য শীর্ষ আধিকারিকরা। দিনভর চলা এই বৈঠকে জেলা প্রশাসনকে প্রস্তুত থাকার পাশাপাশি ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন নিয়ে বিস্তারিত নির্দেশ দেওয়া হয়। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়াকে আরও নির্ভুল ও স্বচ্ছ করার লক্ষ্যেই বিএলওদের কার্যক্ষমতা বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বৈঠকের পর বিএলওদের সঙ্গেও আলাদা করে আলোচনা করেন কমিশনের আধিকারিকরা। সেখানে তাঁদের একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হয় এবং আগামি বৈঠকে অ্যাপস ব্যবহার সংক্রান্ত বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলে জানানো হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত কর্মকর্তারা জানান, নির্বাচনী প্রস্তুতিতে এবার কোনও শৈথিল্যের সুযোগ নেই। প্রতিটি জেলাকে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধনের কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে। বিশেষ করে যাঁদের নাম ২০০২ সালের এসআইআরে ছিল, তাঁদের পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সহজ করার দিকেও নজর দেওয়া হচ্ছে। এদিন সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, তকোনও বৈধ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে না। আধার সংক্রান্ত বিষয়ে আইন যা বলেছে, সেটাই হবে। যাঁদের কেবল আধার কার্ড রয়েছে, তাঁদের ক্ষেত্রে অন্য একটি বৈধ পরিচয়পত্র সংযুক্ত করতে হবে। তবে ২০০২ সালের এসআইআরে যাঁরা সরকারি আধিকারিক ছিলেন, তাঁদের অতিরিক্ত কোনও নথি লাগবে না।দ বৈঠকের সময় অবশ্য প্রশাসনের বাইরে উত্তেজনা তৈরি হয়। স্থানীয় ব্রাহ্মণ সমিতির পক্ষ থেকে সভাগৃহের বাইরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। তাঁদের হাতে ছিল 'এসআইআর মানছি না, মানব না', 'এসআইআর বাতিল করতে হবে' লেখা প্ল্যাকার্ড। পুরুষ ও মহিলা উভয়েই এই বিক্ষোভে অংশ নেন। পরিস্থিতি কিছুটা অশান্ত হয়ে ওঠায় পরে পুলিশের হস্তক্ষেপে বিক্ষোভ উঠিয়ে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই সারা দেশে রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। বিশেষত বিহারে এই বিষয়টি ঘিরে প্রবল বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিহারের এসআইআর নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে চলছে মামলা। সেখানে আধার কার্ডকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শেষ শুনানিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালত জানিয়েছে, আধার কার্ডকে প্রামাণ্য নথি হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে, কোনও নাগরিকের ভোটাধিকার যেন বাধাগ্রস্ত না হয়। এই প্রেক্ষাপটে পশ্চিমবঙ্গেও যখন এস আই আরের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে, তখন নির্বাচন কমিশনের সতর্কতা যে তাৎপর্যপূর্ণ, তা স্পষ্ট। অন্যদিকে, রাজনৈতিক মহলেও বৈঠক নিয়ে প্রতিক্রিয়া তীব্র। শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে;একজন বৈধ ভোটারের নামও যদি তালিকা থেকে বাদ যায়, তাহলে তা নিয়ে রাজ্য জুড়ে আন্দোলন গড়ে তোলা হবে। দলের বক্তব্য, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে কোনও নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নেওয়া চলবে না। কোলাঘাটে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই বৈঠক যে আসন্ন এস আই আর প্রক্রিয়ার দিকেই বড় পদক্ষেপ, তা বলাই বাহুল্য।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে হিডকো ভবন ঘেরাও

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বৃহস্পতিবার সকাল থেকেই নিউটাউনের হিডকো ভবনের গেট অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এই বিক্ষোভে অংশ নিয়েছেন নিউটাউনের বিভিন্ন স্থানের হিডকোর সমস্ত অস্থায়ী কর্মীরা। বেতন বৃদ্ধি, প্রতি মাসে পে স্লিপ, কর্মচারীদের জন্য বর্ষাকাল এবং শীতকালের বিশেষ পোশাক, মাসে চারটে ছুটির টাকা পাওয়া- সহ মোট ১১ দফা দাবি নিয়ে শুরু হয়েছে বিক্ষোভ কর্মসূচী। নারাকেলবাগান সংলগ্ন হিডকো ভবন ঘেরাও করে সংস্থার অস্থায়ী কর্মচারীরা। বৃহস্পতিবার দুপুরে হিডকো কর্তৃপক্ষ পরিচালিত বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান-সহ অন্যান্য দপ্তরের অসংখ্য কর্মচারীরা ওই বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সামিল হয়েছিলেন। তারা তরফে আবুল হাসান জানিয়েছেন, বর্তমানে কর্মচারীরা যে বেতন পান তাতে সংসার চালানো কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাই মূলত বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এই প্রতিবাদ। হিডকোর সকল স্টাফ বিক্ষোভে অংশ নেওয়ায় ইকোপার্ক থেকে শুরু করে, রবীন্দ্র তীর্থ, এয়ার ক্র্যাফট মিউজিয়াম, নজরুল তীর্থ, আরমান ভিলেজ, স্নেহদিয়া, স্বপ্নভোর, বিশ্ব বাংলা গেট, মাদার ওয়াক্স মিউজিয়াম-সহ হিডকোর বিভিন্ন সাইট বন্ধ হয়ে যায়। কালো কাপড় বেঁধে এবং কালো পতাকা নিয়ে হিডকো ভবনের গেট বন্ধ করে আন্দোলন চালানো হয়। আন্দোলনকারীরা হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যদি তাদের দাবি মানা না হয়, তবে অনির্দিষ্টকালের জন্য সমস্ত কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হবে। বিক্ষোভ চলাকালীন হিডকো ভবনের ভিতরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভের শেষে আন্দোলনকারীদের একটি প্রতিনিধি দল হিডকো ভবনে গিয়ে তাদের দাবি সম্মলিত ডেপুটেশন জমা দেন।

রাতভর বাড়িতে তাণ্ডব মাতাল স্ত্রীর, বিধ্বস্ত স্বামী থানার দ্বারস্থ!

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ বাড়িতে তাণ্ডব চালালেন মাতাল স্ত্রী। সারারাত ভাঙচুরের পর সকালে বিধ্বস্ত স্বামী থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশের কাছে তিনি জানান, স্ত্রী শারীরিক ও মানসিকভাবে তাকে অত্যাচার করছেন এবং বাড়িতে গার্হস্থ্য হিংসা চালাচ্ছেন। সাধারণত শহরের বিভিন্ন থানায় স্ত্রীদের পক্ষ থেকে স্বামী বা বাড়ির কর্তার বিরুদ্ধে গার্হস্থ্য হিংসার অভিযোগ করা হয়, তবে মদ্যপ স্ত্রীর এমন আচরণের অভিযোগ পেয়ে পুলিশ কর্মকর্তরাও অবাক হয়েছেন। যদিও স্ত্রীর অত্যাচারে আহত ওই স্বামীকে শেষ পর্যন্ত পুলিশ আধিকারিকরাই হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। অত্যাচারিত স্বামীর ওই অভিযোগকে পুলিশ যথেষ্ঠ গুরুত্ব দিয়েছে। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ সার্ভে পার্ক থানায় মামলা রুজু করেছে ওই গৃহবধূ ও তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে। তারই ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, সার্ভে পার্ক থানা এলাকার সন্তোষপুরে ঘটেছে ঘটনাটি। এখানেই একটি বাড়ির কর্তার অভিযোগ, তিনি তাঁর মা, স্ত্রী এবং বোনকে সঙ্গে নিয়ে থাকেন। কয়েক বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। ওই দম্পতির এক তিন বছরের সন্তানও রয়েছে। কিন্তু স্ত্রীর অতিরিক্ত মদ্যপানই সংসারে সমস্যা সৃষ্টি করেছে। মদ্যপান করলেই স্ত্রী বাড়িতে গোলমাল করতে শুরু করেন। তার সঙ্গে চলে গালিগালাজ। স্বামীর অভিযোগ, সম্প্রতি তাঁর স্ত্রী সকাল থেকেই মদ্যপান করতে থাকেন। পরিবারের লোকেরা তাঁকে বারণ করেছিলেন। কিন্তু কারও কথায় তিনি কর্ণপাত করেননি। রাত এগারোটার পর থেকে তাঁর স্ত্রী বাড়িতে গোলমাল শুরু করেন। গালিগালাজ করতে থাকেন। বাড়ির কর্তা প্রতিবাদ করলে তাঁকে মারধরও করেন স্ত্রী, পরে বাড়িতে শুরু করেন ভাঙচুর। নিজের ঘরের ভিতর যাবতীয় কাচের জিনিস ও অনেক কিছু দোতলা থেকে একতলার সিঁড়িতে ছুড়ে ভেঙে ফেলেন মদ্যপ স্ত্রী। চোখের সামনে মায়ের তাণ্ডব দেখে অসুস্থ হয়ে পড়ে শিশু সন্তানও। রাত প্রায় তিনটে পর্যন্ত 'মদ্যপ' স্ত্রীর ওই তাণ্ডব চলে বলে অভিযোগ বাড়ির কর্তার। ভোররাত পর্যন্ত অপেক্ষা করেছিলেন বিপর্যস্ত স্বামী। সকাল হতেই তিনি সার্ভে পার্ক থানায় এসে পুলিশের সাহায্য চান। পুলিশ কর্মকর্তারা ওই পরিবারের পাশে দাঁড়ান। স্বামীর অভিযোগ, তার স্ত্রী বাড়িতে কালো জাদু বা 'ব্ল্যাক ম্যাজিক'-এরও ব্যবহার করেন। পুলিশ জানিয়েছে, ওই গৃহবধূর এই আচরণের বিষয়ে তদন্তের জন্য তাকে জেরা করা হবে।

'মারতে হলে একেবারে মেরে ফেলুক, নাহলে আমাকে আটকানো যাবে না'

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ নাগরাকাটার আক্রান্ত ও আহত বিজেপি বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ বুধবার হসপিটাল থেকে ছাড়া পেয়েই নিজের এলাকায় ত্রাণ সংগ্রহ শুরু করেন। আর বৃহস্পতিবার বলেন, আবার ত্রাণ নিয়ে মানুষের পাশে দাঁড়াবো। শঙ্কর বলেন, তআবার ওখানেই যাব। আমি ঘরে বসে থাকার পাত্র নই। মারতে হলে একেবারে মেরে ফেলুক। নাহলে আমাকে আটকানো যাবে না।দ ডান হাতে চোট লেগেছে বিধায়কের। এখন তা সাপোর্টে রাখা রয়েছে। সেই অবস্থানেই ত্রাণ সংগ্রহে নেমেছেন তিনি। সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'ছুটি তো সেভাবে হয় না, জীবনের ছুটি না মেলা পর্যন্ত ছুটি নেই। কাজ না করলে থাকতে পারি না। ত্রাণ দিতে গিয়ে মার খেতে হল বলে, আবার ত্রাণ সংগ্রহ করে পৌঁছাব না, এটা আমার স্পিরিট নয়। আবার যাব, প্রয়োজনে ওখানেই যাব। আমি পুরো বিষয়টা দেখছি। রিলিফ ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজমেন্টকে ঠিক করতে হবে।' ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় মোট চার জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বুধবার প্রথমে দু জনকে, পরে আরও ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বিজেপির মণ্ডল সভাপতির তরফ থেকে মোট ৮ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়। শুভেন্দু অধিকারীর তরফ থেকে ছবি মার্ক করে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল। এই গ্রেফতারি প্রসঙ্গে শঙ্কর বলেন, 'কারা গ্রেফতার হয়েছে জানি না। যদি সঠিক লোক গ্রেফতার হয়, তাহলে বুঝব তদন্ত সঠিক পথে হচ্ছে।' তৃণমূলকে খোঁচা দিয়ে তিনি বলেন, 'তৃণমূল কোনও রাজনৈতিক দল নয়, ওটা একটা ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান। যাঁরা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প ভাঙচুর করে, রিলিফ দিতে গেলে পেটায়, তাদের রাজনৈতিক দল বলা হলে, রাজনৈতিক দলের অপমান হবে।'

AXIS BANK

গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা

অ্যাক্সিস ব্যাংকের মানিকতলা শাখাটি ২০২৫ সালের ১০ই ডিসেম্বর থেকে নতুন স্থানে স্থানান্তরিত হবে।

বর্তমান ঠিকানাঃ

অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেড, মানিকতলা শাখা, ২১২, বিবেকানন্দ রোড, ১ম তলা, মানিকতলা, কলকাতা-৭০০০০৬

নতুন ঠিকানাঃ

অ্যাক্সিস ব্যাংক লিমিটেড, মানিকতলা শাখা, নিচতলা, ১৭১ ডি এবং ১৭৩ এ, বিবেকানন্দ রোড, মানিকতলা বাজারের কাছে, পিওঃ বিডন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০৬

আমরা আপনাকে স্বাগত জানাতে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩০৬ সংখ্যা, শুক্রবার, ২৩ আশ্বিন, ১৪৩২

সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদ

স্বনামধন্য সাহিত্যিক মুন্সী প্রেমচাঁদ এর ৯০-তম প্রয়াণ দিবসে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় হিন্দি ও উর্দু ভাষার অন্যতম সফল সাহিত্যিক মুন্সি প্রেমচাঁদ। মুন্সী প্রেমচাঁদ উর্দু ও হিন্দি সাহিত্যের স্বনামধন্য কথাশিল্পী। তার আসল নাম ধনপত রায়। তবে মুন্সী প্রেমচাঁদ নামেই তিনি অধিক পরিচিত। তাঁকে জীবনবাদী সাহিত্যিক বলা হয়। হিন্দি সাহিত্যে 'উপন্যাস-সম্রাট' হিসেবে খ্যাত প্রেমচাঁদকে আধুনিক হিন্দি সাহিত্যের জনকই বলেও অভিহিত করা হয়। তাই অনেকেই তাঁকে হিন্দির বঙ্কিম বলেও অভিহিত করে থাকেন। ১৯১০ সালে 'বড়ে ঘরকী বেটি' প্রকাশিত হলে উর্দু সাহিত্যে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেন। ১৯১৬ সালে প্রকাশিত তার সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'গোদান' । তাঁর প্রায় যাবতীয় সাহিত্যকর্ম বাংলা ও অন্যান্য ভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৮৮০ সালে উত্তর প্রদেশের বারানসীর নিকটবর্তী লমহী গ্রামে প্রেমচন্দ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা আজায়ব রায় এবং মাতা আনন্দী দেবী। তাঁর পিতৃদত্ত নাম ছিল ধনপত রায় শ্রীবাস্তব। তাঁর কাকা নাম রাখেন নবাব রায়। তবে তিনি প্রেমচন্দ নাম নিয়ে সাহিত্য জগতে প্রবেশ করেন এবং এই নামেই সমধিক পরিচিতি লাভ করেন। বহামীরপুর জেলার শিক্ষা বিভাগের সাব-ডেপুটি ইন্সপেক্টর হিসাবে সরকারী চাকুরি করার সময় উর্দু ভাষায় নবাব রায় ছদ্মনামে তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ সোজ-এ-ও অতন- (দেশ মাতার বিষাদ সংগীত) প্রকাশিত হয়। এই গল্পগুলির মধ্যদিয়ে প্রেমচাঁদ রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রামে ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের হুকুমে বইটি বাজেয়াপ্ত হয়। তিনি নবাব রায় নামটি বর্জন করেন চির দিনের জন্য। কানপুরে জমানা পত্রিকার সম্পাদক দয়া নারায়ণ নিগমের সহায়তায় মুন্সি প্রেমচাঁদ নামে লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রেমচাঁদ এর প্রথম উপন্যাস উর্দু ভাষায় লেখা আসরারে ময়াবিদ উর্ফ দেবস্থান রহস্য। উপন্যাসটি 'আওয়াজ-ই-খল্ক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় ১৯০৩ খ্রিস্টাবের ৮ অক্টোবর থেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের ১ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'হমখুর্মা ও হমসবাব'। এই উপন্যাসটিই 'প্রেমা' নামে ১৯০ সালে হিন্দিতে প্রকাশিত হয়। ১৯১৮ খ্রিঃ 'সেবাসদন' প্রকাশিত হলে হিন্দি সাহিত্যে তিনি স্থায়ী আসন লাভ করেন। এর পর একে একে তাঁর বিখ্যাত সব উপন্যাস রচিত হতে থাকে। তাঁর উল্লেখযোগ্য উপন্যাসগুলি হল- সেবা সদন(১৯১৮), বরদান(১৯১২), প্রেমাশ্রম(১৯২২), রঙ্গভূমি(১৯২৫), কায়া-কল্প (১৯২৬), নির্মলা(১৯২৮), গবন(১৯৩১), কর্ম-ভূমি(১৯৩২), গো-দান(১৯৩৬) এবং একটি অসমাপ্ত উপন্যাস মঙ্গল-সূত্র। ছোট গল্পকার হিসাবেও প্রেমচন্দ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছে। উর্দু ভাষায় নবাব রায় ছদ্মনামে তাঁর প্রথম গল্প গ্রন্থ সোজ-এ-বতন ১৯০৭ সালে প্রকাশিত হয়। এই গল্পগ্রন্থের প্রথম গল্প 'দুনিয়া কা সবসে আনমোল রতন' তাঁর প্রথম হিন্দি গল্প 'সৌত' প্রকাশিত হয় ১৯১৫ সালে। প্রেমচন্দের বেশির ভাগ গল্পে নিম্ন-মধ্যবৃত্ত সাধারণ মানুষের কাহিনি চিত্রিত হয়েছে। ডঃ কমলকিশোর গোয়েঙ্কা প্রেমচাঁদের সমগ্র গল্প প্রেমচাঁদ গল্প রচনাবলী নামে প্রকাশ করেন প্রেমচন্দ প্রায় তিনশোটি গল্প লিখেছেন। সেগুলি গ্রন্থিত হয় প্রথম গল্প সংকলন সোজ-এ-ওঅতন থেকে আরম্ভ করে হিন্দি সপ্ত-সরোজ, নও-নিধি, বড়ে ঘর কী বেটী, প্রেম-পচীশী, প্রেম-প্রসূন, প্রেমতীর্থ', প্রেম-চতুর্থী, পঞ্চ ফুল, অগ্নি-সমাধি, সুপ্ত-সুমন, 'প্রেম -পঞ্চমী' প্রভৃতি গ্রন্থ। প্রেমচাঁদ বেশ কয়েকটি নাটকও লিখেছিলেন।

উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ

আট বছর বয়সে বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। নিমতলা ঘাটে শুয়ে থাকতেন। থিয়েটারে বাঁশি বাজানোর কাজ জুটে যায়,মাসকাবারে বেতন পাঁচ টাকা। এই বাঁশি দিয়ে জীবন শুরু,ক্রমেই শাস্ত্রীয় সংগীতের মহাসাধক, সুরসম্রাট তিনি সর্বজনশ্রদ্ধেয় উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ, ডাকনাম আলম। প্রখ্যাত সম্পাদক সাগরময় ঘোষের অনুজ শুভময় ঘোষকে উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ বলেছিলেন রুটি পাওয়া যাবে তো? আমি বাবা দিনে বাঙালি, রাতে পশ্চিমা। ছাত্রদের বাবুয়ানি তাঁর একদম পছন্দ নয় সে শৌখিন জামা পরা হোক বা ফুলেল তেল দিয়ে টেড়িকাটা অবধি। ভয়ে ছাত্ররা সব সময় মোটা কাপড়ের জামা পরে আর চুলে কদম ছাঁট দিয়ে বসে থাকত। নানা দরবার থেকে মোটা মাইনের চাকরির আমন্ত্রণ এলেও সহজ-সরল মানুষ আলাউদ্দীন খাঁ'কে টলানো যায় নি। মাইহারের রাজার ভক্তি,ভালবাসায় আর সামান্য বেতন ছেড়ে তিনি কোথাও যাননি। উদয়পুরের উজীর খান, সরোদের সব থেকে বড় উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁকে কিছুতেই পাত্তা দেন না। উজীর খান দরবারে যান আর ফেরেন ঘোড়ার গাড়িতে। একদিন আলম রাস্তায় শুয়ে পড়লেন, বললেন আমি আপনাকে যেতে দেব না, আমাকে শেখাতেই হবে। সংগীত আমাকে দিতেই হবে। তখন সংগীত একটা সিক্রেট কেউ সহজেই কাউকে দেখাতেন না। উজীর খান শেষ পর্যন্ত রাজি হয়ে বলেছিলেন ঠিক আছে তুই আমার বাড়িতে থাক কাজকর্ম কর। আলাউদ্দীন খাঁ বাসন মাজেন,রান্না করেন, আবার বকাও খান। তবে গুরু যখন রেওয়াজ করেন তখন শোনেন। কিন্তু শিষ্যের হাতে উস্তাদ যন্ত্র দিতেন না। এভাবেই কেটে যায় দুই বছর। একদিন গুরু নিজেই বললেন, তুই আমার শিষ্য হবার উপযুক্ত। চোদ্দ বছর শিখলেন। তারপর গুরু উজীর খান বলেছিলেন, তুই বাজাতে পারিস বাইরে। আলাউদ্দিন খাঁ বাজার করতেন বেশ দরাদরি করে। সেই একই মানুষ বাড়ি ফিরে লাইন করে দাঁড়ানো ভিখিরিদের মুঠো মুঠো চাল,ডাল দিতেন, পয়সা দিতেন। শিষ্যদের সবার কাছে তিনি 'বাবা'। জীবনে অর্থের লিপ্সা বলে কিছু ছিল না। শিষ্যবর্গের কাছ থেকে একটা কোনও না নেওয়ার দর্শন ছিল তাঁর।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

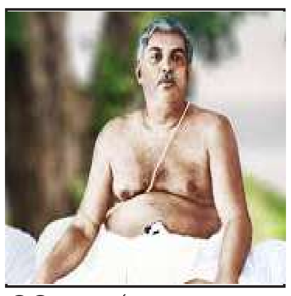

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে মহৎ কাজ করতে হবে। নিজের মনকে শুদ্ধ করতে হবে। পাপটাকে মন থেকে দূর করে দিতে হবে।

মানবধর্মের জয় করতে হবে। তার বিকাশ করতে হবে। জগত মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। দান এবং ধ্যান করলে সম্পদ কোনও সময় কমে না। তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। শিক্ষা দান করলে তা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা দান করলে শিক্ষার উন্নতি লাভ করে। শিক্ষার বিকাশ হয়। জীবনে উন্নতি করা যদি ইচ্ছা হয় তাহলে দান করে যেতে হবে। সেটা সিক্ষা হোক বা অর্ত হোক। কিছু দান না করলে কোনও কিচুই পাওয়া সম্ভব হবে না। যিনি ধ্যান করেন তিনি মহান।

বিবেকানন্দ দর্শন

জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলো দিতে হয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। মা ভবতারিনী হচ্ছেন শক্তি। মা সারদা হচ্ছেন শক্তি। সেই কারণে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মা সারদা পুজো করে থাকেন। বেলুড় মঠে কুমারী পুজোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে মাতৃপুজো।

স্বাধীনতা বিপ্লবীদের সশস্ত্র সংগ্রামই গান্ধিজির অহিংসা আন্দোলন বাধাপ্রাপ্ত হতো?

রবীন্দ্র কুমার শীল

দেশের শক্তিশালী বৃহত্তম সংগঠন হচ্ছে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। গান্ধির নেতৃত্বে তখন কংগ্রেস অহিংসা পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার আন্দোলনে কংগ্রেস সবচেয়ে বেশি সমানের সারিতে এগিয়ে ছিল। কংগ্রেসের স্বরাজ আন্দোলন শুরু হয়েছিল প্রকাশ্যে। অন্য দিকে বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় গোপনে। তার ব্রিটিশদের হাত থেকে স্বাধীনতা ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য সাহস অবলম্বন করে এগিয়ে যেত। ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে সংগ্রাম করতো। কংগ্রেস এবং বিপ্লবীদের দুই পথ ভিন্ন হলে তাদের একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এই দুই ধারা ভিন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করলেও নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে ভারতে জন জাগরণে এবং জাতীয় অভ্যুত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। গান্ধি-নেহরু এবং ভারতের সোশ্যালিস্ট ও কমিউনিস্ট পার্টি যদি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে একটি নির্দিষ্ট রূপ দিয়ে থাকে তাহলে লালা হর দয়ালের গদর পার্টি এবং পরে ভগৎ সিং-এর হিন্দুস্থান সোশ্যালিস্ট রিপালবিকান আর্মি সহ আরও অগণিত সাহসী বিপ্লবীদের আত্মত্যাগও একই রকম ভূমিকা পালন করেছিল। সবার লক্ষ্য ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা। ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসে গান্ধিজির নেতৃত্ব আগে বিপ্লবীরা অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল ত্রয়ী শক্তির কাছ থেকে। ইঁনারা হলেন বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিন চন্দ্র পাল এবং লালা লাজপত রায়। আবার সেই সময়ে অনেক বিপ্লবীরা কংগ্রেসের মধ্যে সক্রিয় ছিল। একটি সময়ে দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে কংগ্রেসের মধ্যে বিপ্লবীদের প্রভাব এত বেশি ছিল যে গান্ধি এবং বিপ্লবীদের সঙ্গে মধ্যস্থতা করতে চিত্তরঞ্জন দাশের নাম স্মরণ করতে হয়েছিল। সেই মধ্যস্থতার বৈঠক হয়েছিল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য ছিল বিপ্লবীদের কাজকর্ম বন্ধ রেখে গান্ধির নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়া। চিত্তরঞ্জন দাশ বুঝতে পেরেছিলেন যে যুবশক্তিকে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ না করাতে পারলে বাংলায় অহিংসা বা সত্যাগ্রহ কিংবা অসহয়োগ আন্দোলন মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। তিনি বিপ্লবীদের আহ্বান করলেন যে 'তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রাখুন আর আমাদের সঙ্গে যোগ দিন'। ডক্টর যদুগোপাল মুখোপাধায় গান্ধিজির সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন। গান্ধির সঙ্গে কথা বার্তার শেষে গান্ধিজি বিপ্লবীদের কাছে আবেদন রাখেন যে তাঁরা যদি তাঁর পথকে নাও গ্রহণ করতে পারেন তাহলে বাংলা প্রদেশে তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করা তো দূরের কথা, যতক্ষণ না গান্ধি নিজের থেকে আন্দোলন থামিয়ে

না দিচ্ছেন ততক্ষণ পর্যন্ত বিপ্লবীরা তাঁকে সাহায্য করে যাবেন। গান্ধিজি বাংলা সফর করে এসে বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন যে বিপ্লবীদের অবজ্ঞা করে সেখানে কোনও আন্দোলন করা একেবারে অসম্ভব। সেই করণে তিনি বিপ্লবীদের কংগ্রেসের যোগদানের ব্যাপারটা নিরবে মেনে নিয়েছিলেন। প্রায় সব বিপ্লবী গোষ্ঠী কংগ্রেসে যোগ দেয়। সেই সঙ্গে বিপ্লবীরা গোপন সংঠনকেও শক্তিশালী করা কাজ চালিয়ে গিয়েছিল। ১৯২০ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত কোনও বড় ধরনের সন্ত্রাসবাদী হামলা হয়নি। ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন ব্যর্থ হলে ব্রিটিশদের হাত থেকে কীভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা যেতে পারে তা সহিংস না অহিংস তা নিয়ে বির্তক শুরু হয়। গান্ধিজি অবশ্য সহিংস আন্দোলনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তিনি তখন ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একনায়ক ছিলেন। ফলে তার মতামত বেশি গুরুত্ব পেতে থাকে। তবে কংগ্রেসের মধ্যে আরও বেশ কয়েকজন সর্বভারতীয় নেতা ছিলেন যাঁদের কাছে যুব সমাজ গুরুত্ব পেত। তারা জানতো যে কংগ্রেসের দলের মধ্যে যুব শক্তি বৃদ্ধি না হলে কংগ্রেসের আন্দোলন একেবারে ভেঙে পড়বে। দেশের জাতীয় আন্দোলনকে শক্তিশালী করার ক্ষমতা রাখে যুব সম্প্রদায়। এদেরকে বাদ দিয়ে কোনও আন্দোলন সাফল্য লাভ হতে পারে না। এদের মধ্যে মুখ্য ছিলেন জওহরলাল নেহরু এবং সুভাষ চন্দ্র বোস। কংগ্রেস মঞ্চে বিপ্লবীদের কাজকর্ম নিয়ে কোনও আলোচনা হলেও দেখতে পাওয়া যেত বিভাজন রেখা এবং তা অতি স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করেছে। কংগ্রেস নেতৃত্বদের কথা বাদ দিলে কংগ্রেস কর্মীরা বিপ্লবীদের কাজকর্মের ওপরে সহানুভূতিশীল ছিল। গান্ধিজি এবং বিপ্লবীরা উভয় পক্ষই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি ক্ষুব্ধ ছিল। গান্ধির সংগ্রামের হাতিরায় ছিল অহিংস এবং সত্যাগ্রহ। অন্য দিকে বিপ্লবীদের মতে 'অহিংসা দর্শন হতাশা প্রসূত'। ১৯২০-২১ সলে গান্ধিজি তাঁর গণ আন্দোলন শুরু করার সময়ে তিনি বিপ্লবীদের কাছে এক বছরের জন্য তাঁদের কার্যকলাপ বন্ধ রেখে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার করার ব্যাপারে আবেদন করতে থাকেন। বিপ্লবরা তখন পুরো দমে প্রস্তুতি চালাতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধিজির আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাঁর পরীক্ষানিরীক্ষাকে প্রাপ্য সুযোগ দিতে বিপ্লবীরা তাদের লড়াই বন্ধ করে রেখে দিয়েছিল। কিন্তু আন্দোলনের লজ্জাজনক সমাপ্তি দেখে বিপ্লবীরা বিরক্ত প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছিল। শচীন্দ্রনাথ সান্যাল গান্ধিজিকে জানান, ' এখন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে, কাজেই বিপ্লবীরা তাদের প্রতিশ্রুতি থেকে মুক্ত। বস্তুত তারা এক বছরের জন্য নীরব থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তার বেশি নয়।' বিপ্লবীরা সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া সত্ত্বেও গান্ধি তাদের কর্মসূচি সম্পর্কে বিরূপ থেকে যান। তিনি একথাও বলেছিলেন যে "বিপ্লবীর আত্মত্যাগ, মহত্ত্ব ও ভালোবাসা শুধু উদ্যোগের অপচয়ই নয়, অজ্ঞতা এবং বিপথে চালিত হওয়ার ফলে অন্য যেকোনও কার্যকলাপের তুলনায় এগুলি দেশের অনেক বেশি ক্ষতি করেছে এবং করছে। কারণ বিপ্লবীরা দেশের প্রগতির গতিকে মন্থর করে দিচ্ছে। সি. আর. দাশ গোপনাথ সাহার সাহস এবং আত্মত্যাগে তিনি রুষ্ট হয়েছিলেন। ১৯২৪ সালে জুন মাসে গান্ধিজির ইচ্ছায় সারা ভারত কংগ্রেস কমিটি একটি প্রস্তাব আনা হয়েছিল। সেখানে গোপীনাথের কাজকে ভুল পথে চালিত করে দেশপ্রেমের আখ্যা দেওয়া হয়েছিল এবং এসব রাজনৈতিক হত্যাকে কংগ্রেসের মতবাদ পরিপন্থী বলে স্পষ্ট করে ঘোষণা দেওয়া হয়। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে গান্ধিজি বিপ্লবীদের সঙ্গে একের পর এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে শুরু করেন। কংগ্রেসের বেলগাঁও সম্মেলনে সভাপতির ভাষণে গান্ধিজি বলেছিলেন 'বিপ্লবীদের কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য 'ক্রোধ ও অশুভ ইচ্ছার অপ্রকৃতস্থ চাপ, যা শুভ ইচ্ছা ও নম্রতা প্রসূত অহিংস কার্যকলাপের চাপের তুলনায় অনেক কম কার্যকরী।' বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে শচীন্দ্রনাথ সান্যাল বিপ্লবী মতবাদের পক্ষ সমর্থন করে গান্ধিজিকে একটি খোলা চিঠি লিখেছিলন। তিনি পরিস্কার করে বলেছিলেন গান্ধির দোষ হল 'তিনি স্থান কাল পাত্র নির্বিশেষে গোটা জাতিকে অহিংসার নীতি গ্রহণ করতে প্ররোচিত করছেন।.. যে নীতি কিনা ভারতীয়দের পক্ষে ব্যক্তিগত সাধনার বিষয়'। ভারতের স্বশাসন লক্ষ্যে গান্ধিজির ভাসাভাসা অবস্থানকে তীব্র আক্রমণ করেন শচীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন 'একটি স্বাধীন সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা স্বাধীন ভাবে পৃথিবীর অন্য জাতির সঙ্গে কোনও একটি সংঘের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে, সেটা হচ্ছে এক ব্যাপার আর ব্রিটিশ স্বশাসিত ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার'। বিপ্লবীরা যে ভারতবর্ষ দেখতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তা কিন্তু পরবর্তী কালে দেখতে পাওয়া যায়নি। ভারত যখন স্বাধীনতা লাভ করলো তখন বিপ্লবীদের চিন্তাধারা মধ্যে দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা এসে উপস্থিত হল না। গান্ধিজি যে রকম স্বাধীনতা চেয়েছিলেন সেই পথ ধরেই স্বাধীনতা ভারত লাভ করে।

বাংলা গানের স্বর্ণ যুগের সুরকার সুধীন দাশগুপ্ত

নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বল্পায়ু জীবন, সেখানেই অসামান্য প্রতিভায় পূর্ব-পশ্চিম মিলেছিল তাঁর সুরে, পাশ্চাত্য সুরের সঙ্গে দেশীয় সুর মিলিয়ে দিতেন তা এক অন্য মাত্রা পেত। সুধীন দাশগুপ্ত আরও কিছুদিন বেঁচে থাকলে নিশ্চিত ভাবে বাংলা গান আরও নতুন নতুন সুরে বেজে উঠত।

যখন কলকাতা শহরে সন্ধ্যায় নিয়মিত লোডশেডিং হত,ওই লোডশেডিংটার জন্য অনেকেরই প্রতীক্ষা । কারণ ওই সময় গানের ঘর থেকে বেরিয়ে পিয়ানো বাজাতে বসতেন সুধীন দাশগুপ্ত। অদ্ভুত এক সম্মোহনী সুর। আলো জ্বলে উঠলেই আবার ফিরে যেতেন নিজের গানের ঘরে। সুধীন দাশগুপ্তর লেখা, সুর করা বাংলা গান আজও বাঙালির বড় আদরের, বড় ভালবাসার, বড় আবেগের। তারা শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজের লেখা গান মান্না দে গেয়েছেন ' ডাক হরকরা ছবিতে'। সে ঘটনা ১৯৫৮ সালের। স্বয়ং তারাশঙ্কর নিজে এই গান বারবার শুনতে চাইতেন। সুধীনকে বড় ভাল বাসতেন। প্রতি বছর তিনি নিজের বাড়িতেই এক গানের আসরের আয়োজন করতেন। তাবড় শিল্পীরা আমন্ত্রিত হতেন সেখানে। সুধীন গান গাইতে বসতেন সবার শেষে। তারাশঙ্কর চুপচাপ বসে শুনতেন 'ওগো তোমার শেষ বিচারের আশায়' আর অঝোরে কাঁদতেন। বলে গিয়েছিলেন, 'আমার লেখা গান যেন সুধীন ছাড়া আর কেউ সুর না করে'।

মান্না দে বলেছেন বাংলা গানে সুধীন দাশগুপ্তের অবদান কখনও ভুলে যাওয়ার নয়। তিনি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ কারণ সুধীনবাবুর লেখা ও সুরে গান গেয়ে শ্রোতারা মান্না দে'কে নতুন করে চিনেছেন। খুব আশ্চর্যের সুধীন দাশগুপ্তের সুরে তিনি যে গান গেয়েছেন সেই গান অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছে। 'তিন ভুবনের পারে' ছবিতে সুধীন দাশগুপ্তের সুরে সৌমিত্র চট্টো পাধ্যায়ের লিপে মান্না দে'র দুটো গান ' হয়তো তোমারই জন্য ' এবং 'জীবনে কি পাব না' কি বিপুল জন প্রিয়তা পেয়েছে সেকথা নতুন করে বলার নেই। কিংবা 'প্রথম কদম ফুল' ছবিতে ' আমি শ্রী শ্রী ভজহরি মান্না'। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় এসে সুধীন দাশগুপ্তের অনেকটা জেদ থেকেই নিজের গান লেখা শুরু। একসময় প্রচুর কবিতার বই পডতে শুরু করেন। তখন আধুনিক কবিতায় সুরারোপ করার একটা ধারার জন্ম হয়েছে। সলিল চৌধুরী 'অবাক পৃথিবী', 'রানার'-এর মতো সুকান্ত ভট্টাচার্যের কয়েকটি কবিতায় সুর দেন। ওই ধারায় নাম লেখান সুধীন্দ্রনাথও। যতীন্দ্রমোহন বাগচীর 'বাঁশবাগানের মাথার ওপর' যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের লেখা 'থই থই শাওন এল ওই', বটকৃষ্ণ দে-র 'কৃষ্ণচূড়া আগুন তুমি'তে সুর দেন । প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্তের কণ্ঠে যা আজও বাঙালির স্বর্ণযুগের মণিমুক্তো হয়ে রয়ে গিয়েছে।

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের তখন উত্তমকুমারের লিপে একচেটিয়া বসত। 'শঙ্খবেলা' ছবিতে উত্তম কুমারের লিপে মান্না দে গাইবেন কারণ সুধীন দাশগুপ্ত তাঁকে চান। সঙ্গে লতা মঙ্গেশকর। সর্বকালের অন্যতম জনপ্রিয় রোমান্টিক বাংলা গান 'কে প্রথম কাছে এসেছি'। আরও একটি গান ছিল মহানায়কের লিপে 'আমি আগন্তুক আমি বার্তা দিলাম' সেই গানও ঐতিহাসিক ভাবে হিট। কিন্তু খুব অদ্ভুত সত্য হল সুধীন দাশগুপ্ত যখন ওই গান দুটি মান্না দে কে দিয়ে গাওয়ার কথা ভেবেছিলেন তখন বাংলা ছায়া ছবির জগতের তাবড় মানুষেরা অবাক হয়ে বলেছিলেন মান্না দে? সে কি মশাই? ও ভদ্রলোক তো কুস্তিটুস্তি করে শুনেছি। উনি ওই রোমান্টিক গান গাইবেন কী করে! ওই রকম দুর্বুদ্ধি করবেন না মশাই। দেখবেন শুধু ভুলভাল লোককে দিয়ে গান গাইয়ে গাওয়ানোয় পুরো ছবিটা ফ্লপ করবে।

ছবির নায়ক উত্তমকুমার, মান্না দে'র নাম শুনে রাজি হতে পারেন নি! কিন্তু সুধীন দাশগুপ্ত অবিচল। উত্তমকুমারকে বললেন,মান্না দা'কে দিয়ে গানটি আমি রেকর্ড করি,সেটা শুনে যদি আপনি বোঝেন যে ঠিকমত হয়নি তখন না হয় অন্য গায়ককে দিয়ে গাওয়াব। বলা বাহুল্য রেকর্ডিং শুনে উনি সানন্দেই রাজি হয়েছিলেন।

গীতা দত্ত প্রথম সুধীন দাশগুপ্তকে কলকাতা থেকে আবিষ্কার করে মুম্বই নিয়ে যান এবং গুরু দত্তের ফিল্মসে চাকরির ব্যবস্থা করে দেন। মান্না দে-র কণ্ঠ নিয়ে সন্দিহান অনেকেই। সুধীন সেই পরীক্ষাটিও করলেন। তিনি প্রথম মানুষ যিনি বুঝতে পেরে ছিলেন উচ্চাঙ্গ সংগীত থেকে পাশ্চাত্য সংগীত অবধি যেকোন গান যেকোন স্কেলে মান্না শুধু গাইতে পারেন না গলার যে- কোন সুক্ষ্ম কাজকর্ম নিখুঁত ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন তাঁরই সুরে উত্তমের লিপে 'গলি থেকে রাজপথ' (১৯৫৯) ছবিতে মান্না দে গাইলেন 'লাগ লাগ লাগ লাগ ভেলকির খেলা'। বন্ধু সহকারী প্রশান্ত চৌধুরীর নিয়মিত ট্রেনে যাতায়াতের সুত্রে অনেক বাউলের সঙ্গে পরিচয় হয়। তিনি তাদের ধরে নিয়ে আসতেন সুধীনের সিঁথির বাড়িতে। বাউলের আখড়া বসত।

স্বাধীনতা হবার স্বাধীনতা সংগ্রামীরা অবহেলিত

রানা সরকার

১৯২৮ সালের এপ্রিল মাস। গ্রীষ্মের এক তপ্ত দুপুরে দিল্লির সেন্ট্রাল হলে বটুকেশ্বর দত্ত কে নিয়ে এক পাঞ্জাবী তরুণ ফেলেছিলেন দুটো বোমা আর তারপরেই বজ্র নির্ঘোষে তুলেছিলেন আওয়াজ, ইনকিলাব .... জিন্দাবাদ! সেদিন কাউকে হত্যার উদ্দেশ্য তার ছিল না, ছিল শুধু বৃটিশ অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ! আর তাই পালিয়ে না গিয়ে ধরা দিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য একটাই, যেন তাঁর এই প্রতিবাদী কণ্ঠ ছড়িয়ে পড়ে আসমুদ্র হিমাচল .... ভগৎ সিং! সার্থক হয়েছিল তাঁর এই প্রচেষ্টা, পরাধীন ভারতে বিপ্লবীদের আইকন রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ পর্বে যারা জড়িয়ে ছিলেন, তাদের কি চিনি আমরা ? ১৯শে ডিসেম্বর ১৯২৮। সকাল নটা নাগাদ লাহোর স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়াল একটা টাঙ্গা। নেমে এল ইউরোপীয়ান পোষাকে সজ্জিত মাথায় টুপি পরা এক যুবক, পেছনে কোলে শিশু নিয়ে ঘোমটা টানা সুসজ্জিত এক যুবতী । মাথায় পাগড়ি দিয়ে ভৃত্য শ্রেণির একজন গাড়ির পেছন থেকে নেমে এসে তাদের বাক্স মাথায় তুলে নিল । স্টেশনে সেদিন থিকথিক করছে পুলিশ। শ্যেণ দৃষ্টি নিয়ে নজর রাখছে আগত প্রতিটি যাত্রীর ওপর , সন্দেহ হলেই বাক্স প্যাঁটরা খুলিয়ে তল্লাশি চালাচ্ছে। দুদিন আগেই দিনের বেলা তাদের ডেপুটি সুপার সন্ডার্সকে কারা যেন গুলি করে মেরেছে, তাও আবার পুলিশ অফিসের সামনে! অভিজাত এই যুবা অবশ্য বিনা বাধায় পৌঁছে গেল কাউন্টারে আর দুটো ফার্স্ট ক্লাস আর একটা থার্ড ক্লাসের টিকিট কেটে উঠে পড়লো লাহোর ভাতিন্দা চেনাব এক্সপ্রেসে। ভৃত্যটিও মালিকের মালপত্র তুলে দিয়ে গামছায় মুখ মুছতে মুছতে পাশের কামরায় উঠে পড়ল । পুলিশ ঘুণাক্ষরেও টের পেল না যাদের ধরার জন্য দুদিন ধরে বসে আছে, নাকের ডগা দিয়ে তারাই লাহোর ছেড়ে বেরিয়ে গেল । এর কারণ জানতে গেলে একটু পিছিয়ে যেতে হবে। সাইমন কমিশন গঠনের প্রতিবাদে দুমাস আগে লাহোরে আয়োজিত এক বিক্ষোভ সমাবেশের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লালা লাজপত রায় । সেই সমাবেশে পুলিশ লাঠি চালালে গুরুতর আহত হন তিনি এবং পরে হাসপাতালে মারা যান । এরই বদলা নিতে তিন সদস্য ভগত সিং রাজগুরু আর আজাদ

১৭ই ডিসেম্বর ডেপুটি পুলিশ সুপার সন্ডার্সকে গুলি করে । সুপারের সাথে তার দেহরক্ষীও প্রাণ হারায় । আত্মগোপনের জন্যে ভগত সিং রাজগুরুকে নিয়ে আশ্রয় নেয় শহরের উপকণ্ঠে আর এক সদস্য ভগবতীচরণ বোহরার বাড়ি । বোহরা সে সময় কলকাতা গিয়ে ছিল জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে , বাড়িতে ছিল তার তরুণী বধূ দুর্গাদেবী আর শিশুপুত্র । স্যান্ডার্স হত্যার পর তার দায় স্বীকার করে সারা শহরে লিফলেট বিলি করে সেজন্য তারা নিশ্চিত ছিল আজ নয় কাল পুলিশ এখানেও হানা দেবে। তারপরেই ঐ পরিকল্পনা আর পরদিন সকালে নকল স্ত্রী পুত্র নিয়ে ভগত সিংহের পলায়ন সাথে ভৃত্যের বেশে রাজগুরু! কিন্তু একজন শিখ ধর্মের মানুষ হয়ে দাড়ি গোঁফ কামানো? লাহোর পুলিশের কাছে খবর ছিলো জন সন্ডারসের হত্যাকারী এক অবিবাহিত শিখ যুবক। তাইতো পাগড়ি খুলে দাড়ি-গোঁফ কামিয়ে ঐ বেশ নিয়েছিলেন ভগত। দেশের জন্য ধর্মীয় অনুশাসনকে হেলায় অবজ্ঞা করতে পেরেছিলেন। অবাক কান্ড ঐ রূপেই তিনি পরিচিত হলেন আসমুদ্রহিমাচল! কিন্তু দুর্গার কথাটা ভাবুন, আজ থেকে একশো বছর আগে স্বামীর অনুপস্থিতে অনাত্মীয় বিপ্লবীদের বাঁচাতে একজনের স্ত্রী সেজে গৃহত্যাগ! কতটা দেশপ্রেম থাকলে এক ভারতীয় মহিলা একাজ করতে পারে!

লখনৌ পৌঁছে দুর্গাদেবী টেলিগ্রাম করলেন তাঁর কলকাতার বান্ধবী সুশীলা দেবীকে। বিপ্লবীদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রেখে চলা সুশীলা কলকাতার প্রভাশালী ব্যক্তি স্যার ছাজুরাম চৌধুরীর মেয়ের গৃহ শিক্ষিকা ছিলেন। ছাজুরাম ছিলেন কলকাতার আর্য সমাজের অন্যতম কর্তা। এক রাত হোটেলে রেখে ভগৎ সিংকে পরের দিনই ছাজুরামের কাশীপুরের বাড়িতে এনে তুললেন সুশীলা। কিন্তু সেখানেও ব্রিটিশ সাহেবদের আনাগোনা লেগে থাকত। তাই সপ্তাহখানেক পর ভগৎ সিংকে আর্য সমাজ মন্দিরের ছাদ-ঘরে এনে আশ্রয় দেওয়া হয়। মাসখানেকের ওপর ছিলেন এখানে ভগৎ সিং। কে এই দুর্গাদেবী..? এলাহাবাদের এক গুজরাতী পরিবারে জন্ম, ছোটবেলাতেই মাকে হারান। কিছুদিন পর বাবাও সন্ন্যাসী হয়ে গৃহত্যাগ করলে মাসীর কাছে বড়ো হন । বারো বছর বয়সে এক রেল কর্মচারীর পুত্র ভগবতীর সাথে বিয়ের পর চলে আসেন লাহোর । ভগবতীচরণ তখন লাহোর নেশন্যাল কলেজের পড়ুয়া এবং ইতালির ম্যাতসিনির আদর্শে উদ্বুদ্ধ । সহপাঠী ভগত, শুকদেব রাজগুরুদের নিয়ে বাড়িতে প্রায়ই বসে। সুবক্তা ও মিশুকে হবার জন্য তার পত্নীও ছাত্র মহলে শীঘ্রই দুর্গাভাবী নামে পরিচিত হলেন। কয়েকবছর পর আরো একবার কলকাতায় এসেছিলেন তিনি, তবে এবারে ছদ্মবেশে নয়। লাহোর জেলে ৬৩ দিন অনশনের পর বাংলার দধিচী যতীন দাশের মৃত্যু হলে তাঁর নশ্বর দেহ ট্রেনযোগে নিয়ে আসেন বাংলায়। হাওড়া স্টেশনে দেহ তুলে দেন নেতাজীর হাতে।

এরপর ঘটে যায় এক অঘটন । আদালতে যাবার পথে ভগত ও তার সাথীদের ছাড়ানোর জন্য বিপ্লবীরা ইরাবতী নদীর ধারে শক্তিশালী বোমা বানাচ্ছিল । সেখানে আচমকাই এক বিস্ফোরণে তার স্বামীর জীবন যায় । এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে দুর্গার তিন বছর কারাদণ্ড হয় । জেল থেকে বেরিয়ে জীবন ধারনের জন্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে স্কুল খোলেন। দেশভাগের পর অসহায় অবস্থায় ভারতে চলে আসতে বাধ্য হন এবং সম্পর্কিত এক আত্মীয়ের লখনউ এর বাড়িতে আশ্রয় পান। পরে কয়েকজন প্রাক্তন বিপ্লবীর সহযোগিতায় গাজিয়াবাদে মাথা গোঁজার একটা স্থানের ব্যবস্থা হয় । কংগ্রেস সরকার বা দলের কোন সাহায্যই পাননি তিনি, এমনকি একমাত্র ছেলের একটা চাকরির ব্যবস্থাও তারা করে দেয়নি । বাড়িতে একটা মন্তেশরী স্কুল খোলেন তিনি।

মালপাড়ার কৃপাময়ী কালীমায়ের মন্দির

আদিত্যনাথ ব্রহ্মচারী

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বরানগর, কুঠিঘাটের মালপাড়ার কৃপাময়ী কালীমূর্তিকে মাসী বলে সম্বোধন করতেন। এই কারণে বহুদিনের ইচ্ছে ছিল যে, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির বা ভবতারিণী মায়ের মন্দির তো অনেকবারই দেখেছি, একবার সময় করে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যে কালী মূর্তিকে মাসি বলে সম্বোধন করতেন সেই কালী মূর্তি দর্শন করার। এই কৃপাময়ী কালী মন্দির, যেটা জয় মিত্রের কালীবাড়ি নামেই প্রসিদ্ধ। আমার ভ্রাতৃপ্রতিম ইতিহাস ও ঐতিহ্যপ্রেমী বন্ধু শৌনকের সাথে বরানগরের বিভিন্ন দ্রষ্টব্য দেখতে দেখতে, তারপর প্রায় গঙ্গার ধার বরাবর হাঁটতে হাঁটতে, আর শৌণকের কাছ থেকে নানা কাহিনী শুনতে শুনতে সন্ধ্যের মুখে পৌঁছে গেলাম কৃপাময়ী কালী মন্দিরে। বলতে গেলে গঙ্গার পাড়েই এই মন্দির। এই মন্দিরটি তৈরি করেন শোভাবাজারের বিখ্যাত ধনী ব্যক্তি রামচন্দ্র মিত্রের ছেলে জয় মিত্র। রামচন্দ্র মিত্র, যিনি এক জাহাজের ক্যাপ্টেনের বেনিয়ান হিসেবে প্রচুর টাকা রোজগার করেছিলেন। পরবর্তী কালে তাঁর একমাত্র ছেলে জয় নারায়ণ মিত্র নিজ বুদ্ধি ও ক্ষমতাবলে প্রচুর সম্পত্তির মালিক হন। তিনি নানা সামাজিক কাজে এবং দান ধ্যানেও প্রচুর অর্থ দান করতেন। প্রাণকৃষ্ণ দত্ত তাঁর কলকাতার ইতিবৃত্ত বইতে লিখেছেন যে, শোভাবাজারে জয় মিত্রের বাড়ির দুর্গাপুজোয় অসংখ্য মহিষ, মেষ ও ছাগ বলি হত। হুতোম প্যাঁচার নকশাতেও জয় মিত্রের দুর্গাপুজোর জাঁকজমকের উল্লেখ আছে। শোভাবাজার অঞ্চলে তাঁর নামে একটা রাস্তাও আছে। শোনা যায় এই জয় মিত্রই শ্যামনগরের মুলাজোড়ের ব্রহ্মময়ী কালীমন্দির দেখেই এখানে (বরানগরে) গঙ্গার ধারে এক সাহেবের কাছ থেকে তিন বিঘা জমি কিনে এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন ইংরেজি ১৮৫০ সালে, বাংলা ১২৫৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংক্রান্তির দিন। অর্থাৎ দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরীর পাঁচ বছর আগে। দক্ষিণেশ্বর মন্দির তৈরী হয় ১৮৫৫ সালে। মন্দিরের ঢোকার মুখেই সিংহদুয়ার। দুপাশের নাতি উঁচু থামের ওপর দুটি সিংহ বসানো আছে। যা দেখলেই মনে সমীহ জাগে। মন্দিরটি দক্ষিণমুখী নবরত্ন শৈলীতে নির্মিত ত্রিখিলানযুক্ত উঁচু ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তবে এই মন্দিরের ছাদ চালা রীতির নয়। দালান রীতির। সমতল ছাদের চার কোণায় চারটি চূড়া বা রত্ন রয়েছে। যেগুলিতে রেখশৈলী পরিলক্ষিত হয়। তারপর দ্বিতীয় তলে মন্দিরের অনুকৃতি রয়েছে, তাতে দরজা ও দরজার ওপরে ফ্যানলাইট আছে। সেই ছোট নীচু দালানের ছাদের চারকোণায় আবার চারটি চূড়া বা রত্ন। এবং একদম শীর্ষে একটু উঁচু চূড়া রয়েছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ি আছে। এই মন্দিরের সাথে শ্যামনগরের, মূলাজোড় কালী মন্দিরের অনেক সাদৃশ্য আছে, স্থাপত্য শৈলীর ক্ষেত্রে। মন্দিরটির খিলানের ওপর রয়েছে পঙ্খের কাজ। খিলানের ধারেও রয়েছে সুন্দর কারুকাজ। আর থামগুলো কলাগেছ্যা রীতিতে তৈরি। কয়েকটা সরু সরু থাম একসাথে বাঁধলে যেমন হয় তেমন আরকি! সামনে বিশাল নাটমন্দির। মন্দিরের সিঁড়ি, মেঝে, নাটমন্দিরের মেঝে মার্বেল পাথর দিয়ে বাঁধানো। মন্দিরে ত্রি খিলানের পর টানা অলিন্দ তারপর গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহের মাঝে একটিই দরজা। দুপাশের দেওয়ালে দুটি নকল দরজার নকশা আছে। এছাড়াও মন্দিরের তিন দিকেও তিনটি নকল দরজার নকশা আছে। আটচালা বিশিষ্ট শিব মন্দির। এই সব মন্দিরের আলাদা নাম আছে।

গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোগত কাজের মাধ্যমে লামডিং-বদরপুর পার্বত্য সেকশনে সুরক্ষা এবং গতিবেগ বৃদ্ধি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ৯ অক্টোবর ঃ ভারতীয় রেলওয়ের অন্যতম চ্যালেঞ্জিং অঞ্চল, লামডিং-বদরপুর হিল সেকশনে পরিকাঠামো এবং পরিচালনগত সুরক্ষা বৃদ্ধিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করেছে। বিহাড়া-হিলারা সেকশনে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কিলোমিটার ১৫৯ / ২-৩-এ ৩৫৯ নং সেতু (৩x১৮.৩ মিটার কম্পোজিট গার্ডার) এর বড় সংস্কার সফলভাবে সম্পন্ন করেছে, যার ফলে পূর্ববর্তী ৪৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা গতিবেগের সীমাবদ্ধতা অপসারণ করা হয়েছে। ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে, কংক্রিট অপসারণ, গ্রাউটিং, ডাউয়েলিং এবং মাইক্রো কংক্রিটিং সহ ব্যাপক শক্তিশালীকরণ কাজ করা হয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার পর, সেকশন্যাল গতিবেগ ৭৫ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায় বৃদ্ধি করা হয়েছে, যার ফলে সুরক্ষিত এবং দ্রুত ট্রেন চলাচল সম্ভব হবে। সেতু শক্তিশালী করার পাশাপাশি, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ৫৫ মিটার খাড়া ঢাল বরাবর ডিহাখু এবং মুপা সেকশনের (৫১/ ১-২ কিমি) মধ্যে ট্র্যাক সুরক্ষা সফলভাবে উন্নত করা হয়েছে। ২০২৫ সালের মে মাসে পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা শুরু হওয়ার পর, স্থায়ী প্রহরী মোতায়েন করা হয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং টীম দ্বারা ট্র্যাক ডাইভারশন এবং রি-অ্যালাইনমেন্ট প্রকল্প সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। নতুন অ্যালাইনমেন্টের জন্য কাটা এবং সংযোগের কাজ ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে চার ঘন্টার নাইট ব্লকের মাধ্যমে সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। ট্র্যাকটি এখন ঢাল থেকে ১৫ মিটার দূরে অবস্থিত, যা সুরক্ষা এবং সুগম ট্রেন চলাচল নিশ্চিত করে, পাশাপাশি দীর্ঘমেয়াদী সুরক্ষার জন্য অতিরিক্ত ঢাল স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করে। এই পরিকাঠামোগত উন্নতিগুলি লামডিং-বদরপুর হিল সেকশন জুড়ে সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্যতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি, ট্র্যাককে শক্তিশালীকরণ এবং নিরাপদ, আরও নির্ভরযোগ্য ট্রেন পরিচালনাকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। এই সাফল্যগুলি সুরক্ষা, নির্ভরযোগ্য পরিকাঠামো এবং যাত্রী সুবিধার প্রতি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে-এর প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে এই অঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় সুরক্ষা, নিরবচ্ছিন্ন রেল যোগাযোগ নিশ্চিত করার জন্য সক্রিয় প্রকৌশল এবং পর্যবেক্ষণ অব্যাহত রেখেছে।

এন আই আর এফে রাঙ্ক বাড়বে, আশা বিশ্বভারতীর উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতন, ৯ অক্টোবর ঃ এন আই আর এফে রাঙ্ক বাড়বে, আশা বিশ্বভারতী উপাচার্যর। উল্লেখ্য, ২৩ সালে ৯৭ রাঙ্ক, ২৪ সালে ১০০-র বেশি রাঙ্কে নেমে আসে এই ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় বিশ্ব বিদ্যালয়। বৃহস্পতিবার সাংবাদিক বৈঠক করে বিশ্বভারতী উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষ জানান, যে জায়গা গুলো এন আই আর এফ ত্রুটি মনে করেছিলো। সেই জায়গা গুলো এবার সারানোর চেষ্টা চলছে। ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আটজন গাইডকে বাংলা, ইংরেজি ও হিন্দি ভাষায় প্রশিক্ষণ দিয়ে হেরিটেজ ওয়াক চালু করা হযেছে। রাস্তা, হেরিটেজ ভবন, বায়োকম্পোজিট ব্যবস্থা, উইপোকা রোধের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এছাড়াও ৭৪ ফ্যাকাল্টির মধ্যে বিজ্ঞানী সহ এবং তার সঙ্গে ৫৭ চিকিৎসক সহ নন টিচিং স্টাফের প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। ১১৭ জন এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর নিয়োগের কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় হারে লেবারদের পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি, রিটায়ার্মেন্টের সাথে সমস্ত কিছু মিটিয়ে দেওয়া এবং বকেয়া পেনশন ও আঁটকে থাকা প্রমোশন দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে পুজোর আগে উপহার হিসাবে বেশ কিছু প্রমোশন সহ বকেয়া মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে ছাত্র- ছাত্রীদের ইস্যু নিয়ে বিভিন্ন ভবনকে তিন মাস অন্তর বৈঠক এবং এক মাস অন্তর উপাচার্য, অধ্যক্ষ এবং ভবনের বিভাগীয় প্রধানদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের কোনো ইস্যু থাকলে তা আলোচনা সাপেক্ষে সমাধান করছেন। ইতিমধ্যে খাবার ও জল নিয়ে যে সমস্যা ছিল, তা মেটানো হয়েছে। পিয়ার্সন হাসপাতালে তিনটি মেশিন যার মূল্য যথাক্রমে ৫৫ লক্ষ, ২০ লক্ষ ও দশ লক্ষ করে। এছাড়াও প্রাক্তনীরা এখানে সামান্য মূল্যে চিকিৎসা পরিষেবা পাবেন। যেটা এতদিন বন্ধ ছিলো।

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/163/APAS-231(sub)/2025, Date:- 09/10/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for 2(Two) different work: (1) Construction of Concrete Road, (2) Painting of Inside and outside Wall. Bid submission start date (online):-**10.10.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):-**18.10.2025 at 01.00 pm**. Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**25.10.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ **শ্রীমতি মিরা রায়**
আমোক্তারনামা দাতাঃ **১) দেবাশীষ চক্রবর্তী ২) সুভাশিব চক্রবর্তী**
ঠিকানাঃ **গ্রাম- রামকৃষ্ণ রোড ওয়ার্ড নং. ১৪ পোঃ- শিলিগুড়ি থানা- কোতয়ালী জেলা- দার্জিলিং**
গ্রহীতাঃ **শ্রীমতি মিরা রায়**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ২৪।২।২০২৫ নং বহি **৭৯৬** নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ **3378**
নামজারি কেস নংঃ **MN/2025/0702/9766**
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ২৪- পরিমাণ এবং খতিয়ান সই ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা/ দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
মৌজা- খড়িয়া, সিট নং-27, জে এল নং. ৭, R.S. খতিয়ান ৩২৮২ / ৮, LR ৪৩০২, জমির পরিমাণ- ০.৩১৫ R.S. দাগ - ১১৩৮/৩২৭৩ LR দাগ ১৭৫৩ = ০.০৩১২৫ কাঠা শ্রেণী বাস্তু R.S. দাগ ১১৩৮ LR - ১৭৫৪ = ০.০৬২৫ কাঠা
(আদেশ নং- ১০০০- I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭.০২.২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ **শ্রীমতি মিরা রায়**
স্বাক্ষরঃ **বিকাশচন্দ্র রায়**
ঠিকানাঃ গ্রাম- পুরাতন পাণ্ডা পাড়া পোঃ পাণ্ডা পাড়া, থানা- কোতয়ালী জেলা- জলপাইগুড়ি

ভেঙে পড়ল কৃত্রিম গ্যালারি

সুমন পাত্র, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ অক্টোবর ঃ মানুষের চাপে সামলাতে ব্যর্থ হল আজাদিয়া ক্লাবের তৈরি কৃত্রিম গ্যালারি, ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা তিন নম্বর ব্লকের সাতবাঁকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের নবোদয় ফুটবল মাঠে। স্থানীয় স্তরে খবর কোন রকম অনুমতি ছাড়া এবং বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়াই তৈরি হয়েছিল গ্যালারি। প্রায় তিন গুণ ভিড় সামলাতে না পেরে কৃত্রিম গ্যালারি ভেঙে পড়ে। জানা গেছে আনুমানিক ১২-১৫ হাজার জনসংখ্যা আন্দাজ করে সেই রকম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা তৈরি করে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। কিন্তু জনসংখ্যা ২৫-৩০ হাজার ছাড়িয়ে যায়। দ্বিগুণ জনসংখ্যার ভিড় নিযন্ত্রণ করা যায়নি। হাজার হাজার মানুষ আছড়ে পড়ে খেলা দেখতে। আর এর জেরেই এই বিপত্তি বলে জানা গেছে। কিভাবে সঠিক অনুমতি ছাড়া খেলা চলছিল। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ ছাড়া কিভাবে তৈরি হলো দর্শকদের বসার জন্য কৃত্রিম গ্যালারি। এবং তার মজবুতি কেন দেখা হলো না। তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

E tender notice
Online bids are invited the year 2025-26 from bonafied contractors for listed work from APAS (amader para amader somadhan), fund 2025- 26 in respect of **ENIT- 564/KGP/APAS, fund- 2025**, dated: 09/10/25 Tender ID: **i) 2025 _ ZPHD _ 9185 27 (1 to 8)** Bid submission last date: **21/10/25 upto 01.35 pm** Bid opening date: **29/10/25 at 11.10 am.** For details information contact to the undersigned.

S/d-Prodhan
Kusumgram Gram Panchayat

Office of the Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
MASHAT, HOOGHLY
Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website for execution of Amader Para, Amader Samadhan schemes. ENIT Nos: 001/APAS/BDO/CH-I/25-26, 002/APAS/BDO/CH-I/25-26 onwards until completion. Place of works: Different places of Chanditala-I Dev. Block under 194, Chanditala Assembly Constituency, Hooghly & 195, Jangipara Assembly Constituency, Hooghly. For details Pl. contact with Office of the Block Development Officer, Chanditala-I Development Block, Mashat, Hooghly.
Visit: **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
Mashat, Hooghly

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি-টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৭৫, তারিখ ০৬.১০.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএএইচ/টেলি/টি/১৪/২৫-২৬/সিএপি, অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ ডিভিশনের সোনারপুর-ক্যানিং, সোনারপুর-বারুইপুর-ডায়মন্ড হারবার, বারুইপুর-লক্ষ্মীকান্তপুর, রানাঘাট-শান্তিপুর শাখায় ৪৮এফ ওএফসি-এর ব্যবস্থা ও শিয়ালদহ ডিভিশনে আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ সহ মিডিয়া রিডানডেন্সি, ডেটালগারের মাধ্যমে এসএমএস অ্যালার্ট, ডুয়েল বিপিএস এবং ইউএফএসবিআই-এর জন্য ফেল্ড মিডিয়া ইন্ডিকেশনস-এর ব্যবস্থা। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯,৭৯,৫৩,৫৮৬.৪৪ টাকা; **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবে ঃ** ৬,৩৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখ ঃ** ২০.১০.২০২৫, **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখ ঃ** ০৩.১১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২.৩০মিনিটে। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবে ঃ **www.ireps.gov.in কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবেঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/ নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** "সিগন্যালিং অথবা টেলিকম কেবলের জন্য খনন, বিছানো এবং পরীক্ষণ সমন্বিত সিগন্যাল অথবা টেলিকমের যে কোনো কাজ।" **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লেখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-219/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Maliara Gram Panchayat
Maliara, Bankura

Notice Inviting e-Tender E-NIT NO-07/APAS/2025-26)
Pradhan Maliara Gram Panchayat invites percentage rate e-Tender for the 15 nos different works at different places. All information is available **www.wbtebders.gov.in**

Sd/- Pradhan Maliara Gram Panchayat

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ইলেকট্রিকাল টিআরডি কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৫-২৬; তারিখ: ০৭-১০-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. :** এপি-ইএল-টিআরডি-১২-২৫-২৬; **কাজের নাম ঃ** "শিলিগুড়ি জং.- চালসা (এসএল)-টিএসআর(পি)-৩৩.৭০০ টিকেএম" কাজের জন্য বিভিন্ন ধরণের বস্তু সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত ইলেকট্রিক্যাল টিআরডি কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৩৩,৮৯,১১১.৩৮/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ৬৭,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় **০৭-১১-২০২৫** তারিখে **১৫:০০** টায় এবং **খোলা ১৫:৩০** টায়। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখুন।
ডিআরএম/ইলেক্ট.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১৮-২০২৫-২৬, তারিখ ২৪.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ২য় তল, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং ঃ ইএলডি-৩০০-ডব্লুসি-১৮-২০২৫-২৬। কাজের নাম ঃ** "শিয়ালদহ ডিভিশনে ট্র্যাক অন্তবর্তী ওএইচই মাস্ট অপসারণ" সম্পর্কিত ২৫ কেভি ওএইচই এবং আনুষঙ্গিক বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,২৯,১৬,৩৬৮ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ৫,৬৪,৬০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** লেটার অফ অ্যাকসেপ্ট্যান্স ইস্যুর তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২৮.১০.২০২৫-এ দুপুর ৩টা। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট **www.ireps. gov.in**-এ পাওয়া যাবে।

(SDAH-221/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

ডোমকল থেকে আটক ৬ বাংলাদেশি!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডোমকল, ৯ অক্টোবর ঃ আবার সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতে অনুপ্রবেশ, ডোমকলের দুটি স্থানে গ্রেপ্তার ৬ বাংলাদেশি। বুধবার গভীর রাতে ডোমকল থানার ভাতশালা ও রানিনগরের হারুডাঙা সীমান্ত এলাকা থেকে পুলিশ তাদের আটক করে। ধৃতদের কাছ থেকে বাংলাদেশি সিমসহ দুটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ খতিয়ে দেখছে, তারা কীভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং এদেশে তাদের আসার উদ্দেশ্য কী। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় মুর্শিদাবাদ ডোমকল থানার পুলিশ। সেই সময় ভাতশালা মোড় থেকে আকাশ শেখ (২০) রবি শেখ ওরফে সৌন শেখ (১৯) নামে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃত দু'জনের বাড়ি বাংলাদেশের করিমগঞ্জ জেলার কিশোরগঞ্জ এলাকায়। অন্যদিকে, রানিনগর থানার পুলিশ সীমান্ত গ্রাম হারুডাঙায় অভিযান চালিয়ে মহম্মদ তরিকুল ইসলাম (৩০), মহম্মদ জসিমউদ্দিন (২৯), মহম্মদ নুর ইসলাম (৩৬) ও মহম্মদ রবিউল ইসলাম নামে চারজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এদের বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার গোদাগাড়ি থানার সাহারাগাছি গ্রামে। পুলিশ জানিয়েছে, বৈধ কাগজপত্র ছাড়া সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশিরা ভারতে প্রবেশ করেছে। ধৃতরা জিজ্ঞাসাবাদে জানিয়েছে, তারা কাজের সন্ধানে ভারতে এসেছে। অবৈধ অনুপ্রবেশের অভিযোগে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। পাশাপাশি পুলিশ তদন্ত করছে, তারা কীভাবে ভারতে প্রবেশ করেছে এবং এই ঘটনার সঙ্গে কোনও চক্র জড়িত আছে কি না।

মালদায় অপহৃত তিন বছরের শিশুকে ২৫ মিনিটে উদ্ধার, অপহরণকারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ৯ অক্টোবর ঃ গত মঙ্গলবার দুপুরে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কোতল এলাকায় এক চাঞ্চল্যকর অপহরণের ঘটনা ঘটে। মাত্র সাড়ে তিন বছরের এক শিশুকে তার মায়ের সঙ্গে দাদুর বাড়িতে বেড়াতে এসে, বাড়ির কাছের একটি দোকানে আইসক্রিম কিনতে যাওয়ার পথে অপহরণ করে দুই যুবক। অপহরণকারীরা মোটরবাইকে করে এসে শিশুটিকে তুলে নিয়ে চলে যায়। তবে, পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে ২৫ মিনিটের মধ্যে শিশুটিকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং এক অপহরণকারীকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনার পরপরই শিশুটির পরিবার পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানান, অপহরণকারীদের খোঁজে পুলিশ হরিশ্চন্দ্রপুরের বিভিন্ন রাস্তা ও বিহার সীমান্ত লাগোয়া এলাকায় নাকা চেকিং শুরু করে। এক পর্যায়ে, অপহরণকারীদের অবস্থান শনাক্ত করা হয়। পুলিশকে দেখে অপহরণকারীরা শিশুটিকে বাইকে থেকে ছুঁড়ে ফেলে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে, পুলিশ তাদের একজনকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করতে সক্ষম হয়। অপর অপহরণকারী পালিয়ে যায় এবং তার খোঁজ চলছে। গ্রেপ্তার হওয়া যুবকের নাম ছোটন নাগ, বয়স ৩২ বছর। তার বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায়। পুলিশ জানায়, ছোটন আগেও বিভিন্ন অপরাধে জেল হেফাজতে ছিল। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, অপহরণ করে মোটা টাকা আদায়ের ছক কষেছিল তারা। তবে, শিশুটির মা জানিয়েছেন, তিনি অপহরণকারীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কিছুই জানেন না। শিশুটির মা জানান, মেয়েকে তুলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পেরেই তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় কর্মরত এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে ফোন করেন। তারপরেই পুলিশ অপহরণকারীদের পিছনে ধাওয়া করে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই মেয়েকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। তিনি পুলিশের দ্রুত পদক্ষেপের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই ঘটনায় স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশ প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপের প্রশংসা করেছেন। চাঁচল মহকুমার এসডিপিও সোমনাথ সাহা ও হরিশ্চন্দ্রপুর থানার আইসি মনোজিত সরকার ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেন। পুলিশ সুপার প্রদীপকুমার যাদব জানিয়েছেন, অপর অপহরণকারীর খোঁজ চলছে এবং তাকে গ্রেপ্তারের জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এই ঘটনা মালদা জেলার পুলিশ প্রশাসনের দক্ষতা ও দ্রুত পদক্ষেপের একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। অপহরণকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও শিশুটির নিরাপদ উদ্ধার স্থানীয়দের মধ্যে নিরাপত্তার অনুভূতি বৃদ্ধি করেছে। পুলিশ প্রশাসন আশা করছে, ভবিষ্যতে এমন ঘটনা রোধে আরও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

নদীয়ায় পিডব্লিউডি-র জায়গা দখল করে নির্মাণকার্য রুখে দিল স্থানীয় বাসিন্দারা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৯ অক্টোবর ঃ এবার এলাকায় পিডব্লিউডি- র জায়গা দখল করে নির্মাণকার্য রুখে দিল স্থানীয়রাই। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার নদীয়ার শান্তিপুর পৌরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের গাইন পাড়া স্ট্রীট এলাকায়। সূত্রের খবর ওই এলাকায় মসজিদের কাছে পিডব্লিউডি- র জায়গা দখল করে একটি নির্মাণকার্য চলছিলো, যা রুখে দেয় এলাকাবাসীরাই। এলাকাবাসীদের অভিযোগ কালনাঘাট থেকে শান্তিপুর যাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা এই ঢালাই মসজিদের সামনে রাস্তা। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বাঁক রয়েছে বিগত দিনে বহুবার এই রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ার কারণে পথ দুর্ঘটনার ঘটনা ঘটেছে । এমনকি মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটেছে পথদুর্ঘটনায়। আর বৃহস্পতিবার মসজিদের সামনেরই এক ব্যক্তি তার নিজের সম্পত্তির থেকে কিছুটা এগিয়ে পিডব্লিউডির রাস্তার জায়গাতেই প্রাচীর নির্মাণ করছিলেন। সেখানেই সকালবেলায় সেই কাজ করতে উদ্ধত হলে এলাকাবাসীর একত্রিতভাবে সেই কাজ আটকে দেন। তারা জানান রাস্তা সংকীর্ণ এবং গুরুত্বপূর্ণ মোড় সেখানে সরকারী জায়গায় বেআইনিভাবে এইভাবে কাজ তারা করতে দেবেন না। রাস্তা যাতে চওড়া হয় সেই ব্যবস্থা রেখে তার নিজের জায়গাতেই তিনি প্রাচীর দিক তাহলে কোন অসুবিধা নেই। যদিও ঘটনায় সাময়িক বাকবিতণ্ডাও হয় প্রতিবেশী ওই ব্যক্তির সঙ্গে। তবে অভিযুক্তর দাবি পরবর্তীতে বিষয়টি ভুল বুঝতে পেরেছেন এবং আগামীতে পিডব্লিউডির জায়গা থেকে তার নিজের জায়গায় কিছুটা গিয়ে আরও ১ ফুট ছেড়ে তিনি প্রাচীর নির্মাণ করবেন। যদিও স্থানীয় কাউন্সিলর প্রতিনিধি শাহজাহান শেখ এই বিষয়ে জানিয়েছেন এলাকাবাসী আজ এই ঘটনার জন্য রুখে না দাঁড়ালে হয়তো সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হতো। যিনি প্রাচীর দিচ্ছেন তার অবশ্যই উচিত নিজের জায়গাতে প্রাচীর দেওয়া সরকারই জায়গা কোনভাবেই অধিকার করা যায় না। তবে এলাকাবাসীকে সাধুবাদ জানাই এই ধরনের ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তারা একত্রিতভাবে বেআইনি কাজ রুখে দেওয়ার জন্য।

বোলেরো'র ধাক্কা একাধিক গাড়ি সহ দোকানে, আটক চালক

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৯ অক্টোবর ঃ জনবহুল এলাকায় বেপরোয়া

গতিতে ছুটে আসা বোলেরো'র ধাক্কা রাস্তার ধারের দোকান সহ পরপর গাড়িতে। ভাগ্যক্রমে প্রাণে বাঁচলেন পথচারীরা। জখম হন এক সাইকেল আরোহী। বৃহস্পতিবার সকালের ওই দুর্ঘটনায় প্রাণে রক্ষা পান পথচারী থেকে রাস্তার বহু সাধারণ মানুষ। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি চার চাকা বোলেরো গাড়ি পরপর কয়েকটি গাড়িকে এবং একটি দোকানে ধাক্কা মেরে নয়াবাজ এলাকা দিয়ে বাঁকড়ার দিকে যাচ্ছিল। চালক 'মদ্যপ' অবস্থায় ছিল বলেও তাঁরা জানান। এই ঘটনার পর এলাকার মানুষ ধাওয়া করে গাড়িটিকে ধরে ফেলেন। এবং পুলিশেকে খবর দেন। পুলিশ আসে ঘটনাস্থলে। গাড়ি সমেত চালককে আটক করা হয়। এই ঘটনায় আহত হন এক সাইকেল আরোহী। তাঁকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। এলাকার মানুষের অভিযোগ, এই রাস্তা দিয়ে এইভাবেই নিত্যদিন গাড়ি যাতায়াত করে। পুলিশের আরও নজরদারির দাবি জানান তাঁরা।

বাংলাদেশে উদ্ধার গণ্ডারের মৃতদেহ

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ৯ অক্টোবর ঃ বাংলাদেশে উদ্ধার উত্তরবঙ্গের গণ্ডারের মৃতদেহ। উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যায় বহু বন্যপ্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। এবার বন্যার স্রোতে ভেসে যাওয়া এক গণ্ডারের মৃতদেহ ওপার বাংলায় উদ্ধার হল। প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙামারী এলাকার দুধকুমার নদী থেকে মৃতদেহটি উদ্ধার হয়েছে। বুধবার স্থানীয় প্রশাসন গণ্ডারটির নিথর দেহ উদ্ধার করে। গত ৬ অক্টোবর ভুটান, সিকিমের পাহাড় ও ডুয়ার্সে একটানা বৃষ্টিতে প্লাবিত হয় জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা। প্রবল জলের স্রোতে প্রাণ হারিয়েছেন বহু মানুষ, পাশাপাশি মৃত্যু হয়েছে একাধিক বন্যপ্রাণীরও। জলঢাকা নদীর স্রোতে ভেসে যায় একটি গণ্ডার, বাইসন ও হরিণ। প্রাথমিকভাবে বন দফতরের ধারণা ছিল, কেবল একটি গণ্ডারই মারা গিয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের নদী থেকে একশৃঙ্গ গণ্ডারের মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে চিন্তা বো়ছে। তাঁদের অনুমান, গণ্ডারটি সম্ভবত গরুমারা জাতীয় উদ্যানের ছিল। বন্যার স্রোতে ভেসে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছে যায় বলে সূত্রের খবর। প্রসঙ্গত, দুর্গাপুজো মিটতেই ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগের সম্মুখীন হয় উত্তরবঙ্গ। একাধিক মানুষের প্রাণহানি হয়েছে, রেহাই পায়নি বন্যপ্রাণীরাও। এবার বাংলাদেশে উদ্ধার হল উত্তরবঙ্গের গণ্ডারের মৃতদেহ। এই ঘটনায় নতুন করে চিন্তায় পড়েছে বন দফতর।

টাইমস উচ্চশিক্ষা বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় র‍্যাঙ্কিং ২০২৬ KIIT বিশ্বব্যাপী ৫০১ টি কোহর্টে স্থান পেয়েছে, ভারতে ৫ম সেরা

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন আহ্বানকারী বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া ডিভিশনের বিভিন্ন স্টেশনে পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের চুক্তি প্রদান
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১, **হাওড়া ডিভিশনে ০৩ (তিন) বছরের জন্য সিঙ্গুর স্টেশন ও কামারকুণ্ডু স্টেশনে নর্ম্যাল পে অ্যান্ড ইউজ টয়লেটের জন্য নতুন চুক্তি প্রদানের** জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। রেলওয়ে বোর্ডের ফ্রেট মার্কেটিং সার্কুলার নং ১১ অফ ২০২২ এবং কমার্শিয়াল সার্কুলার নং ১৪ অফ ২০২২ অনুযায়ী আলোচ্য ই-অকশন নিয়ন্ত্রিত করা হচ্ছে। বিশদ বিবরণ এবং ই-অকশনে অংশগ্রহণের জন্য অনুগ্রহ করে **ই-অকশন লিজিং মডিউলের মাধ্যমে** ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখুন। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-৭-১০-২৫। ক্রমিক নং ও লট নং/ক্যাটিগরি; স্টেশন ঃ (১)** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-এসআইইউ-টিওআই-২১-২৫-১; সিঙ্গুর (এসআইইউ)। **(২)** পিএনইউ-এইচডব্লুএইচ-কেকিউইউ-টিওআই-২৩-২৫-২; কামারকুণ্ডু (কেকিউইউ)। **অকশনের তারিখ ও সময় ঃ** ২২.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ১.৩০ মিনিট ক্রমিক নং ১ ও ২-এর জন্য।

(HWH-339/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সংক্ষিপ্ত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৭৯-২০২৫-এনআইটি, তারিখ ০৮.১০.২০২৫। টেন্ডার নং ঃ ইএল-এসডিএএইচ-সিওএন-টিআরডি-১৭৯-২০২৫। ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য পর্যাপ্ত আর্থিক সঙ্গতি ও অভিজ্ঞতা সহ বৈধ ইলেক্ট্রিক্যাল কন্ট্রাক্টর'স লাইসেন্সধারী অভিজ্ঞ বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, অংশীদারি সংস্থাসমূহ ইত্যাদির কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** "পূর্ব রেলওয়ের শিয়ালদহ ডিভিশনে নৈহাটি থেকে রানাঘাট ৩য় লাইনের কাজ সম্পর্কিত কল্যাণী থেকে রানাঘাটের মধ্যে ই.আই. হাটের জন্য এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মারের ব্যবস্থা এবং রাণাঘাটে ইয়ার্ড মডিফিকেশনের জন্য ২৫ কেভি এ.সি. সিঙ্গল ফেজ ওভারহেড যন্ত্রাংশ, এলটি সাপ্লাই ট্রান্সফর্মার নকশা, ড্রয়িং, সরবরাহ, সংস্থাপন, পরীক্ষা এবং চালুকরণ।" **টেন্ডার মূল্যমান ঃ** ৬,৭০,৯০,৭২৬ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,৮৫,৫০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ (বারো) মাস। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৭.১১.২০২৫-এ দুপুর ১২.৩০ মিনিট। ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং উপরিল্লিখিতমতো টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ে অথবা তার আগে এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে উপরোক্তমতো 'টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য' ও 'বায়নামূল্য' অনলাইনে জমার পর **www.ireps.gov.in**-এ বিড জমা করা যাবে। উপরোক্তমতো সমস্ত নথিপত্র সমেত সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে আলোচ্য টেন্ডারের জন্য বিড জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত হবে না এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার পাওয়া গেলে গ্রাহ্য না করে সরাসরি বাতিল করা হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী (যদি থাকে) ও অন্যান্য প্রাথমিক তথ্যাদি **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (কন), পূর্ব রেলওয়ে, আর.এম.এস. বিল্ডিং, ৪র্থ তল, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪-এর অফিসের নোটিস বোর্ডেও দেখা যাবে।

(CON-46/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/162/APAS-248(sub)/2025, Date:- 09/10/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for work: SINKING OF TUBE WELL WITH SUBMERSIBLE PUMP. Bid submission start date (online):-**10.10.2025 at 06.55 pm.** Bid Submission closing date (online):-**18.10.2025 at 01.00 pm.** Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**25.10.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

NOTICE OF INVITING e-TENDER
Applications are invited from bonafied contractors/agencies vide e-Tender bearing no.467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476/AGP/TN/2025 on dated 10.10.2025 & NIT bearing no. 477, 478/AGP/TN/2025 on dated 10.10.2025 under APAS. Last date for submission of Bids for for e-Tender is 25.10.2025 (upto specified time in portal), NIT is 25.10.2025 & scheduled to be opened on 30.10.2025. For more details visit:- **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/- Prodhan
Amgachia Gram Panchayat
Bishnupur-1 Block
South 24 Parganas

DAINHAT MUNICIPALITY
For Details of floated e-tender against the Development work under
E-NIT no-32 Dm/Engg/(APAS)/2025-2026
Date: 09/10/2025
For Details Visit:
http://dainhatmunicipality.org & wbtenders.gov.in
Office ph no **7478003845**
Sd/- **Chairman**
Dainhat Municipality

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/161/APAS-247(sub)/2025, Date:- 09/10/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for work: SINKING OF TUBE WELL WITH SUBMERSIBLE PUMP. Bid submission start date (online):-**10.10.2025 at 06.55 pm.** Bid Submission closing date (online):-**18.10.2025 at 01.00 pm.** Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**25.10.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

নং ঃ এস.৪/এস/ডিএপি/২০২৫-২৬ তারিখ ০৮.১০.২০২৫

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/ সেলস, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলি প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ দ্বারা পূর্বে প্রকাশিত **অক্টোবর, ২০২৫ মাসের জন্য পূর্ব রেলওয়ের ই-অকশন কর্মসূচীর** প্রেক্ষিতে **সংশোধনী।** অক্টোবর, ২০২৫ মাসের জন্য হাওড়ার ই-অকশন কর্মসূচীর নিম্নরূপ আংশিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং ডিপো এবং ডিভিশনের অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

ডিভিশন	বর্তমান তারিখ	সংশোধিত তারিখ
হাওড়া	২১.১০.২০২৫ ও ২৮.১০.২০২৫	৩১.১০.২০২৫

(STORES-40/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE
Notice inviting Tenders by the Block Development Officer, Jhalda-I Development Block for **eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITe-08/2025-26**, bid submission end date **21/10/2025 up to 11:00, eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITe-09/2025-26**, bid submission end date **24/10/2025 up to 11:00 am** and **eNIT No. WB/BDO JLD-I/NITe-10/2025-26**, bid submission end date **25/10/2025 up to 10:00 am** Details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Jhalda-I Development Block

Hooghly-Chinsurah Municipality
Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation Tender
Tender Notice No-06/HCM/Eng/2025 Dated-09.10.2025
Memo No-2238/HCM/Eng/P.B

Sealed Tenders are invited from the experience and reliable contractors for the work of Repair & Renovation work at Shyam Babur Samsan Ghat at ward no-26 under HCM. Under 15th FC (Tied) fund.
Details information will be available from Municipal office **10.10.2025 within 10.00 A.M upto 13.10.25 at 2.00 P.M**. Purchase of Tender paper Dated **12.10.25 on 2 P.M** & dropping date: **13.10.25 at 2.00 PM.** For details information please visit website-**https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

প্রপত্র এ
সর্বজনীন ঘোষণা
(ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেশন প্রক্রিয়া) প্রবিধান, 2017 এর প্রবিধান 14)
এমএসএ (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য

1)	কর্পোরেট ব্যক্তির নাম	এমএসএ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
2)	কর্পোরেট ব্যক্তির অন্তর্ভুক্তির তারিখ	28.10.1965
3)	কর্পোরেট ব্যক্তি যার অধীনে কর্পোরেট ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত/নিবন্ধিত	রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, কলকাতা
4)	কর্পোরেট ব্যক্তির নিবন্ধিত কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা (যদি থাকে)	U51909WB1965PLC026653
5)	কর্পোরেট ব্যক্তির নিবন্ধিত কার্যালয় ও প্রধান কার্যালয়ের ঠিকানা (যদি থাকে)	নিবন্ধিত ঠিকানাঃ রুম নং 5 এবং 6, সুরভি বিল্ডিং, 3 য় তলা 8/1/2, ড. ইউ.এন. ব্রহ্মচারী স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, 700017
6)	কর্পোরেট ব্যক্তির লিকুইডেশন শুরুর তারিখ	06 অক্টোবর 2025
7)	লিকুইডেটরের নাম, ঠিকানা, ইমেল ঠিকানা, টেলিফোন নম্বর এবং রেজিস্ট্রেশন নম্বর	**নামঃ** আনাঘা আনাসিঙ্গারাজু **ঠিকানাঃ** 1-2, ঐশ্বর্য সঙ্কুল, 17 জি.এ. কুলকার্নি পথ, যোশীর রেলওয়ে মিউজিয়ামের বিপরীতে, কোথরুদ, পুনে - 411038 **ইমেইল আইডি ঃ** rp.anagha@kanjcs.com **টেলিফোন নংঃ** 020-25466265/ 25461561 **নিবন্ধিত নংঃ** IBBI/IPA-002/IP-N00247/2017-18/10732
8)	দাবি করার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	05 নভেম্বর 2025

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে এমএসএ (ইন্ডিয়া) লিমিটেড 06 অক্টোবর 2025 এ স্বেচ্ছাসেবী লিকুইডেশন শুরু করেছে।
এমএসএ (ইন্ডিয়া) লিমিটেডের স্টেকহোল্ডারদের তাদের দাবির প্রমাণ 05 নভেম্বর 2025 বা তার আগে আইটেম 7 এর বিপরীতে উল্লিখিত ঠিকানায় লিকুইডেটরের কাছে জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
আর্থিক ঋণদাতারা কেবলমাত্র বৈদ্যুতিন উপায়ে তাদের দাবির প্রমাণ জমা দেবে। অন্য সমস্ত পক্ষই ব্যক্তিগতভাবে, ডাকযোগে বা বৈদ্যুতিন উপায়ে দাবির প্রমাণ জমা দিতে পারেন।
দাবির মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর প্রমাণ জমা দিলে জরিমানা আরোপ করা হবে।

তারিখঃ 10 অক্টোবর 2025
স্থানঃ পুনে

আনাঘা আনাসিঙ্গারাজু
লিকুইডেটর

অফবিট

হলোকাস্টের বিভীষিকাময় ছবির রহস্য উন্মোচনে এআই, দীর্ঘ ৮৪ বছর পর শনাক্ত নাৎসি সেনা

পি. সেনগুপ্ত

হলোকাস্টের ভয়াবহতার প্রতীক হয়ে থাকা একটি ছবির নাৎসি হত্যাকারীর পরিচয় অবশেষে সামনে আনলেন এক জার্মান ইতিহাসবিদ। আর সেই কাজটিতে তাঁকে সাহায্য করেছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই। ছবিটি ইতিহাসের অন্যতম মর্মস্পর্শী দলিল। যেখানে দেখা যাচ্ছে এক জার্মান সেনা বন্দুক তাক করে আছে হাঁটু গেড়ে বসা এক ইহুদি ব্যক্তির দিকে, পাশে পড়ে রয়েছে গুলিবিদ্ধ দেহের স্তূপ। ছবিটির নাম দ্য লাস্ট জিউ ইন ভিনিতসিয়া।

কে ছিলেন সেই নাসি সেনা

আমেরিকা-ভিত্তিক জার্মান ইতিহাসবিদ ইউরগেন ম্যাথাউস দাবি করেছেন, এআই বিশ্লেষণের মাধ্যমে ছবিতে বন্দুকধারী ওই সৈন্যের পরিচয় মেলানো সম্ভব হয়েছে। তাঁর গবেষণা 'Zeitschrift für Geschichtswissenschaft' (Journal of Historical Studies) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। ম্যাথাউস জানিয়েছেন, ছবির ওই এসএস সেনার নাম জাকোবুস অনেন। যিনি Einsatzgruppe C নামের এক মোবাইল হত্যাদলের ছিলেন। এই ইউনিটটি ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন অঞ্চলে গণহত্যা চালিয়েছিল। ম্যাথাউস বলেন, প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, অ্যালগরিদমের মিলের হার অস্বাভাবিকভাবে বেশি। যা প্রায় নিশ্চিত প্রমাণ দেয়।

এক শিক্ষক থেকে যুদ্ধের নৃশংস সৈনিক

জানা গেছে, অনেনের জন্ম ১৯০৬ সালে জার্মানির টিখেলওয়ার্ফ গ্রামে, ডাচ সীমান্তের কাছে। যুদ্ধের আগে তিনি ছিলেন ফরাসি, ইংরেজি ও জিমন্যাস্টিকস শিক্ষক। তাঁর নাসি পার্টির সদস্যপদ ১৯৩৩ সালের আগেই ছিল। তবে তিনি কখনও উচ্চপদে উন্নীত হননি। ১৯৪৩ সালের আগস্টে এক যুদ্ধে তাঁর মৃত্যু হয়।

কীভাবে ধরা পড়ল অনেনের পরিচয়

ম্যাথাউস ঐতিহ্যবাহী আর্কাইভাল অনুসন্ধান, সহকর্মীদের মতামত ও Bellingcat নামের একটি ওপেন-সোর্স সাংবাদিক সংগঠনের সহায়তায় ছবির সময়, স্থান ও ইউনিটের সূত্র মেলান। তাঁর গবেষণা অনুযায়ী, ১৯৪১ সালের ২৮ জুলাই, ইউক্রেনের বারদিচিভ দুর্গ এলাকায় দুপুরের দিকে এই গণহত্যা হয়। বছরের পর বছর ধরে অনেকে ভেবেছিলেন ঘটনাটি ভিনিতসায় ঘটেছিল, কিন্তু তা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। চূড়ান্ত সাফল্য আসে, যখন ম্যাথাউসের প্রাথমিক রিপোর্ট সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হওয়ার পর এক পাঠক জানান, তাঁদের স্ত্রীর কাকা, জাকোবুস অনেন, সম্ভবত ছবির ওই ব্যক্তি। পরিবারের কাছে থাকা অনেনের কিছু পুরনো ছবি এআই প্রযুক্তিতে বিশ্লেষণ করা হয়। ছবির গুণমান ও বয়সজনিত সীমাবদ্ধতার কারণে ফলাফল ৯৮ বা ৯৯.৯ শতাংশ নিশ্চিত না হলেও, মিলের হার ছিল অত্যন্ত উচ্চ। ম্যাথাউসের মতে, ছবিতে অনেন যেভাবে দাঁড়িয়ে আছে, তাতে মনে হয় সে নিজেকে প্রভাবশালী হিসেবে উপস্থাপন করতে চেয়েছিল। এই ধরনের হত্যাকাণ্ডে অংশ নেওয়া তখন এটাই স্বাভাবিক ছিল যে, এতে বিশেষ কৃতিত্বও দেওয়া হত না। খুনি শনাক্ত হওয়ার পর ম্যাথাউস এখন ইউক্রেনীয় ইতিহাসবিদ আন্দ্রি মাহালেতস্কি-র সঙ্গে কাজ করছেন ওই ছবির শিকার ইহুদি ব্যক্তির পরিচয় খুঁজে বের করতে। তাঁরা এআই ও সোভিয়েত যুগের নথি ব্যবহার করে কাজ শুরু করেছেন। তবে ইতিহাসবিদদের ভাষায়, এই কাজ অত্যন্ত কঠিন কারণ সোভিয়েত অধিকৃত অঞ্চলে নিহত লক্ষাধিক ইহুদির নামই আজ অজানা। ম্যাথাউস বলেন, এই ছবিটি যেমন অশউইস ক্যাম্পের প্রবেশদ্বারের মতোই হলোকাস্টের নির্মম বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করে। তেমনই প্রযুক্তির সাহায্যে সেই অন্ধকার ইতিহাসের আরও কিছু স্তর আজ উন্মোচিত করছে।

একটু উড়তেই হারাল নিয়ন্ত্রণ! উত্তর প্রদেশে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবরঃ উত্তরপ্রদেশে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ল আস্ত একটি বিমান। দেশের অন্যতম শিল্পপতিদের চাপিয়ে বড় বিপত্তির মুখে পড়ে প্রাইভেট জেটটি। তবে এই দুর্ঘটনায় কারওর প্রাণহানি বা সামান্য আহত হওয়ার মতোও কোন ঘটনা ঘটেনি বলেই জানা গিয়েছে। নিরাপদ রয়েছেন যাত্রীরা। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১১টা ১৫ মিনিট নাগাদ উত্তর প্রদেশের ফারুখবাদ এলাকায় অবস্থিত মহম্মদাবাদ বিমানঘাঁটি থেকে উড়ান নেয় ওই ব্যক্তিগত বিমানটি। কিন্তু উড়ানের পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন চালকরা। ৪০০ মিটার এগোতেই আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ে সেটি। তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয় স্থানীয় থানার পুলিশ, দমকল, ছুটে আসেন খোদ জেলাশাসকও। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুই ইঞ্জিন বিশিষ্ট এই ব্যক্তিগত বিমানে চড়েছিলেন দেশের বিশিষ্টরা। গতকালই এই বিমান চড়ে মধ্য প্রদেশ থেকে উত্তর প্রদেশে এসেছিলেন তাঁরা। বৃহস্পতিবার আবার ফিরে যাচ্ছিলেন মধ্য প্রদেশেই। বিমানে সওয়ারী ছিলেন উডপিকার গ্রিন এগ্রি নিউট্রিপ্যাড প্রাইভেট লিমিটেড নামে এক সংস্থার কর্তা। উত্তর প্রদেশে কারখানা তৈরি সংক্রান্ত একটি কাজেই এসেছিলেন তিনি। এছাড়াও, তাঁর সঙ্গে ওই বিমানে সওয়ার হয়েছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক এসবিআইয়ের এক কর্তা ও ওই সংশ্লিষ্ট সংস্থার বেশ কয়েক আধিকারিক। মহম্মদাবাদের কোতয়ালির এসএইচও বিনোদ শুক্লা জানিয়েছেন, প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, বিমানটির কোনও একটি চাকায় হাওয়া কম ছিল। যার জেরে রানওয়েতে উড়ানের নেওয়ার সময়ই নিয়ন্ত্রণ হারায় বিমানটি। তারপর আকাশে কিছুটা উড়তেই একেবারে আছড়ে পড়ে।

CHANGE OF NAME

I, Edil Sk (Old Name) S/O–Ajijul Sk resident of Vill-Bazarpara, Po-Radharghat , Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal , Pin -742187 do hereby declared that I have changed my name from Edil Sk to Edil Saikh and henceforth I shall be known as Edil Saikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/09/2025. My name Edil Saikh & Edil Sk both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ajida Bibi (Old Name) W/O–Ajijul Sk resident of Vill-Bazarpara, Po-Radharghat , Ps-Berhampore, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742187 do hereby declared that I have changed my name from Ajida Bibi to Ajija Bibi and henceforth I shall be known as Ajija Bibi (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 24/09/2025. My name Ajija Bibi & Ajida Bibi both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MULUK CHAND MANDAL D/O BUL BULI BIBI SK R/O TATLA UTTARPARA PO-TATLA, P.S-DHUABULIA, NADIA PIN-741125, DO HEREBY DECLARE THAT I HAVE CHANGED MY NAME MD MULUK CHAND MANDAL TO MULUK CHAND MANDAL AND HANCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS MULUK CHAND MANDAL IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT NO 3466 SWORN BEFORE THE JUDICIAL MAGEISTRATE KRISHNAGAR COURT ON 19/8/25 MULUK CHAND MANDAL AND MD MULUK CHAND MANDAL BOTH ARE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

CHANGE OF NAME

I ,RAHILA BIBI (OLD NAME) W/O MD. MOTIUR RAHAMAN, RESIDING AT,VILL–MADHAPUR, P.S-AMDANGA, N.24. PGS.-700125, W.B, INDIA, HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS RAHILA KHATUN(NEW NAME), AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA , DATED 9/10/2025 RAHILA KHATUN (NEW NAME) RAHILA BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, NASRIN KHATUN SEKH W/o Mohammad Ansarul residing at Bankra Paschim Para, Bankra, Dist-Howrah-711403 West Bengal, India do hereby declare my actual name NASRIN KHATUN SEKH instead of NASRIN BEGUM and my husband's actual name MOHAMMAD ANSARUL SEKH instead of SK ANSARUL which is wrongly recorded in my daughter's Birth Certificate, vide an affidavit sworn before the Ld. Executive Magistrate 1st Class, Howrah on dated 05/09/2025. NASRIN KHATUN SEKH and NASRIN BEGUM both are same and one identical person along with MOHAMMAD ANSARUL SEKH and SK ANSARUL both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shani Khaoon (Old Name) W/o Idrish Mahammad Residing at Dharampur Dangal Para Burnpur, P.s - Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713325 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sahani Khatoon Mahammad (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Shani Khaoon (Old Name) and Sahani Khatoon Mahammad (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sefali Devi (Old Name) W/o Late Ram Kumar Lal Residing at 11, Lala Lajpat Sarani, P.o - L.R Sarani, P.s - Bhawanipore, District - Kolkata Pin - 700020 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Munni Devi Lal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Sefali Devi (Old Name) and Munni Devi Lal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Firdaus (Old Name) S/o Mohammad Asfaque Ahmed Residing at Khalasi Mohalla Madhupur, P.o+ P.s - Madhupur, District-Deoghar Jharkhand, Pin-815353, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Mohammad Firdous Ahmed (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Md Firdaus (Old Name) and Mohammad Firdous Ahmed (New Name) both are same and one identical person.

গাজায় শান্তি ফেরাতে ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে স্বাগত মোদির

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবরঃ গাজায় প্রথম দফায় সংঘর্ষবিরতিতে সম্মতি জানিয়েছে ইজরায়েল ও হামাস। এই সংঘর্ষবিরতির কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর এই ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ট্রাম্পের পাশাপাশি ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর প্রশংসাও করেন তিনি। বলেন, এটা ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর শক্তিশালী নেতৃত্বের প্রতিচ্ছবি। গতকালই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেন যে দুই বছরের সংঘাতে ইতি টেনে হামাস ও ইজরায়েল বন্দিদের মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছে। ২০ দফা যে শান্তি প্রস্তাব দিয়েছিলেন ট্রাম্প, তার অধিকাংশই মেনেছে হামাস। শান্তিচুক্তির প্রথম ধাপ এটা। এ দিন, ৯ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী মোদি এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লেখেন যে বন্দিদের মুক্তি ও ত্রাণ সাহায্য আরও বৃদ্ধি পাওয়ায় গাজার মানুষেরা উপকৃত হবেন এবং দীর্ঘস্থায়ী শান্তির পথ তৈরি করবে। জানা গিয়েছে, ইজরায়েল-হামাসের শান্তিচুক্তি কার্যকর হওয়ার ৭২ ঘণ্টার মধ্যে বন্দি আদান-প্রদান করা হবে। ইজরায়েল প্রায় ২০০০ প্যালেস্তাইনিদের মুক্তি দেবে, এর বদলে হামাস সকল পণবন্দিদের মুক্তি দেবে। গাজা ছেড়ে যেতে হবে না প্যালেস্তানীয়দের। ইজরায়েল সেনা প্রত্যাহার করে নেবে। ট্রাম্প লেখেন, 'এটা ইজরায়েল, পার্শ্ববর্তী সকল দেশ, আমেরিকা, আরব ও মুসলিম বিশ্বের কাছে একটা বিশেষ দিন। আমরা কাতার, মিশর ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীদেরও ধন্যবাদ জানাই, যারা এই ঐতিহাসিক ও অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটাতে সাহায্য করেছে।'

কোল্ডরিফ সিরাপেই শিশু মৃত্যু! গ্রেফতার ফার্মা কোম্পানির মালিক

সংবাদ সংস্থা, ভোপাল, ৯ অক্টোবরঃ কাফ সিরাপ খেয়ে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় অবশেষে গ্রেফতার হলেন ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থার মালিক। তাঁর সংস্থা শ্রীসান ফার্মাসিউটিকালের তৈরি কোল্ডরিফ সিরাপ খেয়েই মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে ২০ শিশুর মত্যু হচ্ছে। কোল্ডরিফ সিরাপ পরীক্ষা করে পাওয়া গিয়েছে, এই সিরাপে বিষাক্ত ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল ডায়াথিলিন গ্লাইকল মেশানো রয়েছে। তামিলনাড়ুর কোম্পানি শ্রীসান ফার্মাসিউটিকাল। একের পর এক শিশুমৃত্যুর ঘটনা সামনে আসতেই, সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার (৯ অক্টোবর) সংস্থার মালিক রঙ্গনাথনকে চেন্নাই থেকে আটক করে মধ্য প্রদেশ পুলিশ। পরে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। বিগত প্রায় এক সপ্তাহ ধরে পুলিশ তাঁকে খুঁজছিল। তাঁর খোঁজ দিলে ২০ হাজার টাকা পুরস্কারও ঘোষণা করেছিল পুলিশ। মধ্য প্রদেশের পাশাপাশি রাজস্থানেও শিশু মৃত্যু হয়েছে। হাসপাতালে ভর্তি বেশ কিছু শিশু। তাদের সকলেরই কিডনিতে সংক্রমণ হয়েছে কোল্ডরিফ সিরাপ খাওয়ার পর। প্রসঙ্গত, সাধারণত শিশুদের সর্দি-কাশি, হাঁচি, গলা ব্যথা, চোখ থেকে জল পড়ার মতো উপসর্গের ক্ষেত্রে কোল্ডরিফ সিরাপ প্রেসক্রাইব করা হয়। শিশু মৃত্যুর ঘটনার পরই তামিলনাড়ুতে সিরাপের নমুনা পরীক্ষা করা হয়। সেখানেই পাওয়া যায় যে সিরাপে ডায়াথিলিন গ্লাইকল মেশানো। নির্দিষ্ট সীমার থেকে ৫০০ গুণ বেশি এই কেমিক্যালের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যেই রাজস্থান, মধ্য প্রদেশ, কেরল, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রে এই সিরাপ বিক্রি ও সেবন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কেন্দ্রের তরফে গতকাল নির্দেশিকা জারি করে সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ড্রাগ কন্ট্রোলারদের বলা হয়েছে যে ওষুধ তৈরির কাঁচামালের প্রতিটি ব্যাচ যেন পরীক্ষা করা হয়। ওষুধ তৈরির পরেও অর্থাৎ তৈরি ফর্মুলেশনও সঠিকভাবে পরীক্ষা করা হয় বিক্রি বা ব্যবহারের আগে।

অল্প বয়স থেকেই পাঠক্রমে যৌন শিক্ষা অন্তর্গত করা উচিত। সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবরঃ শুধুমাত্র নবম শ্রেণি থেকে একাদশ শ্রেণি নয়, স্কুলের পাঠক্রমে সেক্স এডুকেশন আরও কম বয়স থেকেই যোগ করা উচিত। সুপ্রিম কোর্ট বুধবার, ৮ অক্টোবর এ কথাই বলল। সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি সঞ্জয় কুমার ও বিচারপতি অলোক আরাধের বেঞ্চে একটি ধর্ষণ মামলায় জামিনের আবেদনের শুনানি চলছিল। অভিযুক্ত নিজেও নাবালক, তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ (ধর্ষণ) ও ৫০৬ (অপরাধমূলক ভীতি প্রদর্শন) ধারায় মামলা করা হয়েছিল। এছাড়া পকসো আইনেও মামলা রয়েছে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে। এই মামলার শুনানিতেই শীর্ষ আদালতের বেঞ্চ পর্যবেক্ষণ রাখে, আমাদের মতে যৌনতার শিক্ষা বা সেক্স এডুকেশন অল্প বয়স থেকেই দেওয়া উচিত, নবম শ্রেণি থেকে নয়। এর আগে গত ১০ সেপ্টেম্বর শীর্ষ আদালতের তরফে ওই নাবালক অভিযুক্তকে শর্ত সাপেক্ষে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় উল্লেখ করা হয়েছিল যে অভিযুক্তের বয়স মাত্র ১৫ বছর। উত্তর প্রদেশ সরকারকে অতিরিক্ত একটি হলফনামা জমা করতে বলা হয়। আদালতকে জানাতে বলা হয়েছিল যে উত্তর প্রদেশ সরকারের অধীনে থাকা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলগুলির পাঠ্যক্রমে যৌন শিক্ষা কীভাবে, কতটা রয়েছে, যাতে বয়ঃসন্ধিকালে দাঁড়িয়ে থাকা ছাত্র-ছাত্রীরা হরমোনের পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং এর প্রভাবে কী কী হতে পারে। শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ীই উত্তর প্রদেশ সরকার হলফনামা দিয়ে জানিয়েছিল যে তাদের স্কুলের পাঠ্যক্রমে নবম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে যৌন শিক্ষা রয়েছে। ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিংয়ের নির্দেশ অনুযায়ীই এই পাঠক্রম তৈরি। তবে এই পাঠক্রম দেখে সন্তুষ্ট নয় সুপ্রিম কোর্ট। বুধবার আদালত বলে যে শুধুমাত্র নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, আরও অল্প বয়স থেকে যৌন শিক্ষা পাঠক্রমের অংশ করা উচিত। তবে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার দায়িত্ব কর্তৃপক্ষের উপরেই ছাড়া হয়েছে।

CHANGE OF NAME

I, Khalid Hasan (Old Name) S/o Md Mansoor Alam Residing at Saira Mansion Masjid Bari Lane Asansol, P.s - Asansol South, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713301 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Khalid Hasan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Khalid Hasan (Old Name) and Md Khalid Hasan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nahid Hussain (Old Name) W/o Akhter Hussain Residing at Hussain Nagar, Dharampur, P.o - Burnpur, P.s - Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin - 713325 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Nahid Yasmin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Nahid Hussain (Old Name) and Nahid Yasmin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Susmita Banerjee D/o Late Ranjit Mahata Residing at Vill - Ikrah Brahman Para, P.o - Ikrah, P.s - Jamuria, District - Paschim Barddhaman, Pin- 713362, West Bengal India that my deceased father who previously known as Ranjit Kumar Mahata (Old Name) shall henceforth be known as Ranjit Mahata (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 09/10/2025. I declare that my deceased father Ranjit Kumar Mahata (Old Name) and Ranjit Mahata (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shahjad Khan (Old Name) S/o Late Md Murtuza Khan Residing at Murtuza Nagar Line Par Kalajharia Road Burnpur, P.s- Hirapur, District - Paschim Barddhaman, Pin-713325 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Shahzad Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Shahjad Khan (Old Name) and Md Shahzad Khan (New Name) both are same and one identical person.

প্রত্যেক পরিবারে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে, ভোটের আগেই বিরাট ঘোষণা তেজস্বীর

সংবাদ সংস্থা, পটনা, ৯ অক্টোবরঃ বিহারের বিধানসভা নির্বাচনের আর হাতে গোনা কয়েক দিন বাকি। তার আগেই রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা তথা প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তেজস্বী যাদবের বড় ঘোষণা। তিনি বললেন যে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট যদি ক্ষমতায় আসে, তাহলে রাজ্যের প্রতিটি পরিবারের সদস্যদের সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। এ দিন নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে তেজস্বী যাদব বলেন যে তাদের জোট ক্ষমতায় এলে সকল পরিবারকে সরকারি চাকরি দেওয়া হবে। সরকার গঠনের ২০ দিনের মধ্যেই বিধান আনা হবে এই নিয়ম কার্যকর করার জন্য। বিহারে কোনও বাড়ি এমন থাকবে না যেখানে কেউ চাকরি করে না। তেজস্বী বলেন, ''আজ আমরা ঐতিহাসিক ঘোষণা করতে চলেছি। অনেকেই জানতে চাইছিলেন যে আমরা বিহারকে কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাব। বিগত ২০ বছর ধরে এই সরকার বোঝেনি যে বেকারত্ব সবথেকে বড় ইস্যু। জেডিইউ, বিজেপি কেউ চাকরির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে না, বেকারত্বের ভাতা দিচ্ছে। বিহারের যে কোনও পরিবার, যাদের কেউ সরকারি চাকরি করেন না, তারা নতুন বিধানে সরকারি চাকরি পাবেন। সরকার গড়ার ২০ দিনের মধ্যে আমরা এই বিধান আনব। এবং ২০ মাসের মধ্যে আমরা নিশ্চিত করব যে বিহারের কোনও বাড়ি যেন এমন না থাকে, যেখানে কারোর সরকারি চাকরি নেই।'' তিনি বলেন যে তথ্যের ভিত্তিতেই এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি। এটা করা সম্ভব। এতে কোনও জুমলাবাজি নেই। তেজস্বী বলেন, ''বিহারের মানুষ এবার পরিবর্তন চায়। সামাজিক

ন্যায়বিচারের পাশাপাশি আমরা বিহারের মানুষের জন্য আর্থিক বিচারও নিশ্চিত করব। এটা করা সম্ভব। এর জন্য মনের জোর দরকার। ওরা আমাদের ঘোষণা অনুকরণ করছে।''

CHANGE OF NAME

I, Swapan Banerjee (Old Name) S/o Sasti Das Banerjee Residing at Vill - Ikrah Brahaman Para, P.o - Ikrah, P.s - Jamuria, District - Paschim Barddhaman, Pin - 723362 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Swapan Kumar Banerjee (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Swapan Banerjee (Old Name) and Swapan Kumar Banerjee (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Manju Devi Singh (Old Name) W/o Satendra Singh Residing at South Samla Colliery Pandaveswar, P.s - Pandaveswar, District - Paschim Barddhaman, Pin - 723346 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Manju Kumari (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Manju Devi Singh (Old Name) and Manju Kumari (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MOHAMMAD MOTIUR RAHAMAN (OLD NAME) S/O ABDUL MANNAN MOLLA, RESIDING AT, VILL–MADHAPUR, P.S-AMDANGA, N.24. PGS.-700125, W.B, INDIA , HAVE CHANGED MY AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MD MOTIUR RAHAMAN (NEW NAME), AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 9/10/2025 MD MOTIUR RAHAMAN (NEW NAME) MOHAMMAD MOTIUR RAHAMAN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND INDENTICL PERSON.

CHANGE OF NAME

I, Anant Singhania, son of Santosh Kumar Singhania, R/O 249, Rishi Bankim Chandra Road, Ganesh Masala Gali, South Dum Dum, North 24 Parganas, Kolkata-700028, West Bengal, having Aadhar No - 5619-2443-7477 and PAN No - EZQPS7266R, hereby declare that my correct and legal name is Anant Singhania, and Rajesh Singhania is my nickname/alias used in certain documents, including South Dum Dum Municipal Corporation Application No. STDD/23-24/MU/008226 dated 09/01/24 with Assessment No. 1202901454973, and Birth Certificate of my Ward "Yash Singhania" Issued by Shusrusha Nursing Home with Register No. 0245/2000-2001. I affirm that Anant Singhania and Rajesh Singhania refer to the same individual vide Affidavit No. 12, dated October 8, 2025, sworn before the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Bankshall Court.

CHANGE OF NAME

I, Yash Singhania, son of Anant Singhania, R/O Khelarmath Teenkanya Apartment Block-B GA, Rajarhat Road, Baguiati, PO. Desh Bandhu Nagar, dist-North 24 Parganas, Pin-700059 West Bengal,having Aadhar no - 2427-1425-6689 and Pan No - KFGPS7046R hereby declare that my father's correct and legal name is Anant Singhania and Rajesh Singhania is his nickname, which is used in certain documents, including South Dum Dum Municipal Corporation Application No. STDD/23-24/MU/008226 dated 09/01/24 with Assessment No. 1202901454973 and my Hospital Birth Certificate issued by Shusrusha Nursing Home with Register no 0245/2000-2001. I affirm that Anant Singhania and Rajesh Singhania refer to the same individual vide Affidavit No. 12 & 21, dated October 8, 2025, sworn before the Court of the Ld. Judicial Magistrate, 1st Class, at Bankshall Court.

ভারতীয় বায়ুসেনার খাবারে 'রাওয়ালপিন্ডি চিকেন', সরগোদা ডাল মাখানি'!

নয়াদিল্লি, ৯ অক্টোবরঃ উপলক্ষ্য ভারতীয় বায়ুসেনার ৯৩-তম প্রতিষ্ঠা দিবস। আর এই বিশেষ দিনটিতে বায়ুসেনার নৈশভোজের মেনুকার্ড এখন ভাইরাল সোশ্যাল মিডিয়ায়। মেনুকার্ডের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানকে 'কটাক্ষ' করা হয়েছে। কটাক্ষ শব্দটাও এখানে কম, কার্যত পাক সেনা ও সরকারকে 'ট্রোল' করেছে ভারতের সেনা। এযাবকালে ভারতের বায়ুসেনা এহেন ট্রোলিং আর কাউকে করেছে বলে মনে করতে পারছেন না বর্ষীয়ান সেনাকর্তারা। মেনুর শুরুতেই রয়েছে 'রাওয়ালপিন্ডি চিকেন টিক্কা মশলা', একেবারে শেষে 'মুরিদকে মিষ্টি পান'। এটা গতকাল, ৮ অক্টোবরের মেনুকার্ড। সেই থেকে ভাইরাল মেনুকার্ডের ছবিটি। কারণ, অপারেশন সিঁদুর-এ পাকিস্তানকে নাস্তানাবুদ করার পর এবার সোশ্যাল মিডিয়াতেও পাকিস্তানকে নিয়ে কার্যত ছেলেখেলা করেছে ভারতের বায়ুসেনা। কারণটা মেনুতে চোখ রাখলেই বুঝতে পারবেন। মেনুতে সেই সব জায়গার নামের সঙ্গে ভারতীয় খাবারের নাম জুড়ে দেওয়া হয়েছে, যেগুলি ভারতের সেনা পহেলগাঁও

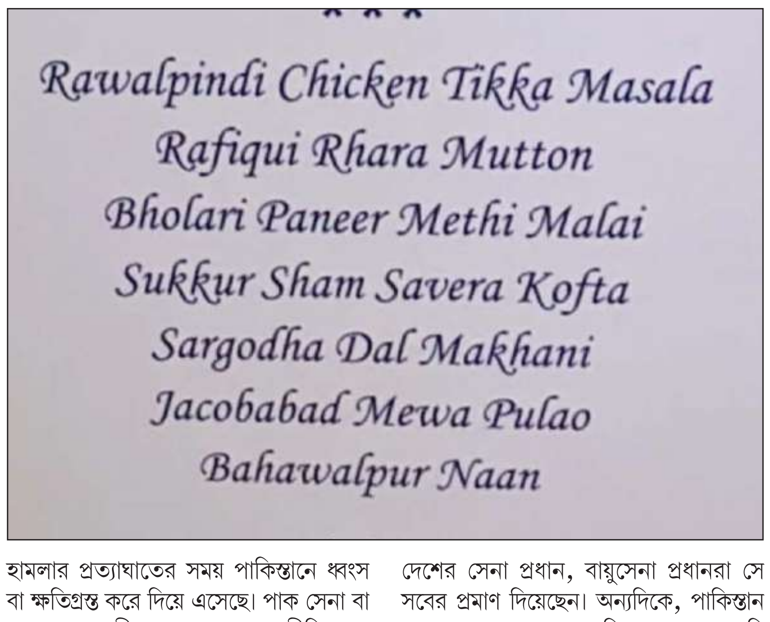

হামলার প্রত্যাঘাতের সময় পাকিস্তানে ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়ে এসেছে। পাক সেনা বা সরকার তা স্বীকার না করলেও রীতিমতো স্যাটেলাইট ইমেজ দেখিয়ে বিদেশমন্ত্রক, দেশের সেনা প্রধান, বায়ুসেনা প্রধানরা সে সবের প্রমাণ দিয়েছেন। অন্যদিকে, পাকিস্তান যে বারবার ভারতের যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি করছে, তার স্বপক্ষে একটাও প্রমাণ দেখাতে পারেনি। বরং প্রমাণ দেখাতে গিয়ে 'সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখে নিন' বলেও চূড়ান্ত হাস্যস্পদ হয়েছেন পাক মন্ত্রী, সেনাকর্তারা। পাকিস্তানের সেই সব আজগুবি দাবিকে আগেই উড়িয়েছে দিয়েছেন ভারতের সেনাপ্রধান, বায়ুসেনা প্রধানরা। আর এবার বায়ুসেনার বিশেষ দিনটিতে মেনুকার্ডেও পাকিস্তানকে নিয়ে চূড়ান্ত মশকরা করল সেনা। মেনুতে খাবারের নামগুলো দেখুন- 'রাফিকি রারা মটন', 'ভোলারি পনির মালাই', 'সারগোদা ডাল মাখানি', 'জাকোদাবাদ মেওয়া পোলাও', 'ভাওয়ালপুর নান'। অপারেশন সিঁদুর-এ পাক সেনার গুরুত্বপূর্ণ বায়ুঘাঁটি নূর খান এয়ারবাস বা জাকোবাবাদ এয়ারবাস ব্রহ্মস দেগে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ভারতীয় সেনা। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে রাফিকি এয়ারবাস, মুরিদ এয়ারবেসের। সুক্কুর বা শিয়ালকোট ঘাঁটিরও লঞ্চপ্যাড, পরিকাঠামোয় আঘাত হেনেছে বায়ুসেনা। এখন সেই ক্ষত মেরামতিতে ব্যস্ত পাক সেনা। কিন্তু এবার পাক সেনার ইমেজের যে ক্ষতি ভারতের সেনা করল, সেটা কীভাবে মেটাবে পাকিস্তানের নির্লজ্জ সেনা?

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Rahaman (Old Name) S/o Late Md Salam Residing at Vill - Raigachi Munshi Para, P.o - Rajarhat, P.s - Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin - 700135 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Rahaman (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Mohammad Rahaman (Old Name) and Md Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Rahaman S/o Late Md Salam Residing at Vill - Raigachi Munshi Para, P.o - Rajarhat, P.s - Rajarhat, District - North 24 Parganas, Pin- 700135, West Bengal India that my deceased father who previously known as Salam Mohammad (Old Name) shall henceforth be known as Md Salam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 09/10/2025. I declare that my deceased father Salam Mohammad (Old Name) and Md Salam (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Mijanur Rahman S/o Late Md Jaidul Haque Residing at Vill - Paltadanga, P.o - Sondalia, P.s - Shasan, District - North 24 Parganas, Pin- 743423, West Bengal India that my deceased father who previously known as Jahidul Haque (Old Name) shall henceforth be known as Md Jaidul Haque (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit dated 09/10/2025. I declare that my deceased father Jahidul Haque (Old Name) and Md Jaidul Haque (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Lablu Hazra (Old Name) S/o Late Abdul Jabbar Hazra Residing at 10, Nazrul Islam Avenue Kaikhali, P.o - Airport, P.s - Baguiati, District - North 24 Parganas, Pin- 700052 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Zahir Hazra (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Lablu Hazra (Old Name) and Zahir Hazra (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Shayeed Khan (Old Name) S/o Abdul Rashid Khan Residing at 21H/5 Sham Sul Huda Road, P.o - Circus Avenue, P.s- Karaya Thana, District - Kolkata, Pin - 700017 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Sayeed Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Shayeed Khan (Old Name) and Md Sayeed Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Neha Shayeed (Old Name) W/o Md Rahaman Residing at Vill - Raigachi Munshi Para, P.O - Rajarhat, P.s - Rajarhat, District- North 24 Parganas, Pin-700135 West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Neha Sayeed (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 09-10-2025. Neha Shayeed (Old Name) and Neha Sayeed (New Name) both are same and one identical person.

আধুনিকতার ছোঁয়া এবার মৃৎশিল্পে, মেশিনের সাহায্যে তৈরি হচ্ছে মাটির জিনিসপত্র

সুদীপ্ত লাহিড়ী, মালদা, ৯ অক্টোবর ঃ আধুনিক প্রযুক্তির ফলে উৎসবের আলোয় লেগেছে আধুনিকতার ছোঁয়া। ডিজিটাল ইলেকট্রিক প্রদীপ থেকে বিভিন্ন রকম

আলোকসজ্জা বাজারে এসেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মাটির প্রদীপের চাহিদা কমেনি। বছরের এই সময়টায় মাটির প্রদীপের চাহিদা বেশ বেড়ে যায়। তাই অন্য সমস্ত কাজ ছেড়ে বাড়ির সকলে প্রদীপ তৈরির কাজে লেগে পড়েন। সারাবছর টুকটাক মাটির অন্যান্য জিনিস তৈরি করলেও, কালীপুজো-দীপাবলির সময় মাটির প্রদীপের বেশ ডিম্যান্ড থাকে। তাই চাহিদা মতো প্রদীপের জোগান দিতে এবার মেশিনের মাধ্যমে মাটির প্রদীপ তৈরি করে তাক লাগালেন মালদার মৃৎশিল্পী। ইংরেজবাজার ব্লকের বিনোদপুর অঞ্চলের কাগমারি হাটপাড়া এলাকার এই শিল্পী আধুনিক মেশিনের মাধ্যমে কম সময়ে অধিক পরিমাণে প্রদীপ সহ নানা রকম মাটির জিনিস তৈরি করছেন। দিনে প্রায় ৭০০ থেকে ১০০০টি মাটির প্রদীপ সহ অন্যান্য সমস্ত রকম মাটির সামগ্রী তৈরি হয় বলে জানান তিনি। মৃৎশিল্পী বলেন, দীর্ঘদিন ধরে মাটির বিভিন্ন জিনিস তৈরির কাজ করি। আগে কুমোর চাকা দিয়ে মাটির প্রদীপ ও অন্যান্য জিনিস তৈরি করতাম। সেই কুমোর চাকা ভেঙে যাওয়ার পর কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এরপর বাড়ির বড় ছেলে যান্ত্রিক মোটর দিয়ে এই মেশিন তৈরি করে দেয়। এই মেশিনের মাধ্যমে সারা বছর দইয়ের ভাঁড় সহ অন্যান্য মাটির জিনিস তৈরি করি। এখন কালীপুজোয় প্রদীপের অর্ডার আসায় মাটির প্রদীপ তৈরি করছি। মৃৎশিল্পীর স্ত্রী জানান, কুমোর চাকায় মাটির বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতে অনেক সময় লাগত। এখন মেশিনের মাধ্যমে ঘণ্টায় ১০০ টি প্রদীপ তৈরি হয়ে যায়। ছোট প্রদীপ ১ টাকা এবং বড় প্রদীপ ৩ টাকা ও ৫ টাকা দাম। পাইকারি, খুচরো সবই বিক্রি করি। ভাল টাকা রোজগার হয়। মাটির জিনিস তৈরিতে তাঁর এই পদ্ধতি সকলের নজর কেড়েছে।

গণ্ডার-সহ অন্য বন্য প্রাণীরা জলে ডুবে, অসহায় অবস্থা, দুর্গম এলাকায় পৌঁছাতে ভরসা একমাত্র হাতি

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ৯ অক্টোবর ঃ এক রাতের মুষলধারে বৃষ্টিতেই বদলে দিল উত্তরবঙ্গের চেনা ছবি। পাহাড়-তরাই ডুয়ার্সে ধস, প্লাবন, ভেসে যাওয়া ঘরবাড়ির পাশাপাশি বড়সড় বিপর্যয় নেমে এসেছে বন্যপ্রাণের উপরও। জলদাপাড়া, গরুমারা, বক্সা-উত্তরবঙ্গের গভীর জঙ্গল এখনও জলমগ্ন। আর সেই জলে তলিয়ে যাচ্ছে হাতি, বাইসন, গণ্ডার, পাখি- বনাঞ্চলের বাসিন্দা, এক একটি প্রাণ। উত্তরবঙ্গে অতি বৃষ্টির ফলে পড়ে বেশ কয়েকটি সেতু, তীব্র জলের তোড়ে ভেসে যায় বন্যপ্রাণীরা, আটকে পড়ে বেশ কিছু পর্যটক। হাতির সাহায্যে তাদের উদ্ধার করে নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠানো হয়েছে। এমনটাই খবর দফতর সূত্রে। অনেক জায়গাতেই জমা রয়েছে জল, গভীর পাহাড়ি এলাকায় প্রবেশ করছে না গাড়ি। সেক্ষেত্রে বন বিভাগের উদ্ধার কাজে লাগানো হয়েছে গজরাজদের। ঘটনাস্থলেই রয়েছেন বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা সহ বনদফতরের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। তারা জঙ্গলে ঢোকার চেষ্টা করেন, কিন্তু সম্ভব হয়নি। অতি বৃষ্টির ফলে একাধিক জায়গায় জমা জল। যার কারণে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছে। বনমন্ত্রী জানালেন, ভিতরে না গেলে ক্ষতির পূর্ণাঙ্গ চিত্র বোঝা যাবে না। আপাতত চেষ্টা চলছে, কিন্তু আমাদের লোক বল কম। যতটা পারছি, লড়াই চালিয়ে যাচ্ছি। আলিপুরদুয়ারেও একই চিত্র। বহু এলাকা এখনও জলমগ্ন। কাঠের সেতু ভেঙে যাওয়ায় হলং-সহ একাধিক পর্যটনস্থলে যাতায়াতবন্ধ। পর্যটকদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। তবে গরুমারায় পরিস্থিতি কিছুটা স্থিতিশীল। হাতি পিঠে চেপে ওই দুর্গম এলাকাগুলিতে পৌঁছানো হচ্ছে বলেই জানা গেছে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগানের ক্ষতির পর এ বার বিপন্ন বনাঞ্চল ও তার বাসিন্দারাও। জল, ধস আর পলির মাঝখানে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে প্রকৃতি যেন নিজেরই অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই লড়ছে। পাশে

দাঁড়িয়ে সাধ্যমতো লড়ছে মানুষ, বনকর্মী আর জঙ্গলের নীরব রক্ষাকারী হাতি, গণ্ডারেরা! বনমন্ত্রী বীরবাহা হাঁসদা পশুপ্রেমী, প্রতিনিয়তই দেখা যায় বন্যপ্রাণীদের সঙ্গে তার ভালোবাসা ও আদরের ছবি। তাই এই পরিস্থিতিতে গোটা বিষয়টি তিনি নিজেই তদারকি করছেন উত্তরবঙ্গ থেকে। তিনি আশাবাদী, আগামী কয়েকদিনের মধ্যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে। কারণ যতক্ষণ না জঙ্গলের গভীরে পৌঁছানো যাচ্ছে, প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি বোঝা যাচ্ছে না।

ভিন রাজ্যে কদর ও আয় বেশি, ঢাক বাজাতে পাড়ি দিচ্ছেন বাঁকুড়ার ঢাকিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৯ অক্টোবর ঃ বাঁকুড়ার ঢাকিদের ভরসা নিজের জেলা নয়, ভিন রাজ্য। কারণ, সেখানেই মেলে কদর, সম্মান ও ভালো আয়। জেলার ছাতনা ব্লকের কুলাড়া ও আশপাশের গ্রামগুলির ঢাকিদের মতে, নিজের জেলায় ঢাক বাজিয়ে সংসার চালানো কঠিন, কিন্তু ভিন রাজ্যে গিয়ে বাজালে তুলনায় অনেক বেশি রোজগার হয়। কুলাড়া গ্রাম প্রায় ৯০ টি পরিবারের একটি ঢাকিদের গ্রাম নামে পরিচিত। প্রায় প্রতিটি পরিবারের কেউ না কেউ ঢাক বাজানোর পেশায় যুক্ত। শুধু ছাতনা নয়, গঙ্গাজলঘাটি, মেজিয়া, ওন্দা প্রভৃতি ব্লকের বহু পরিবারও এই পেশার ওপর নির্ভরশীল। সারা বছর মিছিল, সভা, ধর্মীয় অনুষ্ঠান বা মেলায় এদের দেখা মেলে। তবে অধিকাংশ সময়ই পারিশ্রমিক পান না বলেই অভিযোগ। পুজোর পর ভিন রাজ্য থেকে ফিরে এসে ঢাকিরা জানিয়েছেন, সংসার চালানোর জন্য মুখ বুজে অন্যায় মেনে নিতে হয়। রাজ্য সরকারের লোকপ্রসার প্রকল্পে তারা প্রায় উপেক্ষিত। কয়েক বছর আগে অনগ্রসর কল্যাণ দফতর ও বিডিও অফিসের মাধ্যমে কিছু ঢাকিকে প্রচারের কাজে নিয়োগ দেওয়া হলেও পরে সেই সুযোগ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে জীবিকার অনিশ্চয়তা থেকেই গেছে। ঢাকিদের কথায়, তাঁরা প্রায় ২৫ বছর ধরে ঢাক বাজাচ্ছেন। কিন্তু রাজ্যে সম্মান বা পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক না পেয়ে বাধ্য হয়ে পূজার মরসুমে পরিবারের থেকে দূরে চলে যান ভিন রাজ্যে। দিল্লি, ব্যাঙ্গালোর, চেন্নাই, উত্তর প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ এমনকি এবার ভেলোরেও ডাক এসেছিল। পুজোর পর ভিন রাজ্য থেকে ফিরে এসে তাঁরা এও জানিয়েছেন, এই রাজ্যে ঢাক বাজিয়ে যতটা আয় হয়, তাতে সংসার চলে না। ভিন রাজ্যে শুধু ভালো পারিশ্রমিকই নয়, উপহার ও সম্মান দুটোই পাই। শিল্পী ভাতা বা সরকারি সাহায্যের জন্য আবেদন করেও কিছু পাননি। ফলে পূজার আনন্দের মধ্যেও পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থেকে কাটে তাঁদের উৎসবের দিনগুলি। দীপাবলীর সময়ও দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ডাক আসছে জেলার ঢাকিদের কাছে। তাঁদের আশা, ভিন রাজ্যের মতো এখানেও যদি সম্মান ও সুযোগ মেলে, তবে নিজের মাটিতেই তাঁরা খুঁজে পাবেন জীবিকার নিশ্চয়তা।

জঙ্গলমহলে উৎসবের আবহ- সহরাই-বাঁধনা পরবের প্রস্তুতি তুঙ্গে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, জঙ্গলমহল, ৯ অক্টোবর ঃ নিজেদের বাড়ি সাজানো শুরু হয়েছে-দেওয়ালে মাটির প্রলেপ, ছবি আঁকা, গবাদি পশু সাজানোর ব্যস্ততা। এই উপলক্ষে জঙ্গলমহল এই সময়ে যেন নতুন প্রাণ পেয়েছে। পুরো অঞ্চলের চিত্র এখন একদম ভিন্ন। কালীপুজোর প্রস্তুতি তো চলছেই, তবে সঙ্গে আছে সহরাই ও বাঁধনা পরবের উন্মাদনা। কৃষিজীবী আদিবাসী সমাজের কাছে বছরের

সবচেয়ে বড় উৎসব এটি। শালবনির শালিকা, বাগঘোড়া, গোয়ালতোড়, গুড়গুড়িপাল- সব জায়গায় দেখা গেল একই দৃশ্য। কোথাও দেখা গেল বাড়ির মহিলারা ঘরদোর ধোয়া-মোছায় ব্যস্ত, কোথাও আবার দেখা গেল প্রাকৃতিক রং দিয়ে বাড়ির দেওয়ালে ফুল, পাখি, গাছ, গরুর ছবি আঁকছেন স্থানীয় শিল্পীরা। শুধু ধর্মীয় উৎসব বলে পরিচিত নয় এই পরব। এই বিশেষ দিন উপলক্ষ্যে নিজেদের গবাদিপশুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন কৃষিজীবী আদিবাসীরা। সাঁওতাল, ভূমিজ, কুড়মি, লোধা-সহ বিভিন্ন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ এদিন তাঁদের গৃহপালিত গরু, মহিষ ও অন্য গবাদিপশুর পুজো করেন। গোয়ালতোড়ের এক বাসিন্দার কথায়, এই সময়ে যদি বাড়ি গোছানো না-ও হয়, কালীপুজোর সময়ে অবশ্য সবাই নিজেদের বাড়ি সাজাই, দেওয়ালে মাটির প্রলেপ দিই, রং দিয়ে ছবি আঁকি। এছাড়া আমাদের গবাদিপশুদের স্নান করিয়ে পুজো করা তো আছেই। এ শুধু আনন্দের উৎসব নয়, আমাদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্রাণীদের প্রতি ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ। **সহরাই ও বাঁধনা পরব কী?** এটি মূলত কৃষিপ্রধান পরব। একসময়ে আদিবাসী সমাজে যাঁর যত গবাদিপশু থাকত, তিনি তত বিত্তবান বলে গণ্য হতেন। কৃষিকাজের অন্যতম ভরসা হলো গবাদিপশু। সেই প্রাণীদের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই দুই পরব পালিত হতো। আজও সেই ঐতিহ্য ধরে রেখেছে আদিবাসী সমাজ। দুই পরবের প্রস্তুতির জন্য গ্রামের মাঠে সাজানো হচ্ছে খড়ের গাদা, তেল মাখানো হচ্ছে গরু-মোষের শিঙে। প্রবীণদের মতে, শ্রমজীবী প্রাণীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশই হলো সহরাইয়ের মূল তাৎপর্য। বছরের পর বছর ধরে চাষের ভার বহন করা এই পশুদের এক দিনের জন্য বিশ্রাম ও স্নেহ দেওয়া হয়। জঙ্গলমহলের এই দুই পরব শুধু উৎসব নয়, বরং প্রকৃতি, প্রাণী ও মানুষের সহাবস্থানের প্রতীক। দেবী শক্তির আরাধনার সঙ্গে সঙ্গে প্রাণের প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ পায়। কালীপুজোর আগেই সেই মিলন উৎসবের প্রস্তুতিতে গোটা জঙ্গলমহল এখন মাতোয়ারা।

শালবনিতে বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি আহত অন্তত ২৫

নিজস্ব প্রতিনিধি, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৯ অক্টোবর ঃ ভরদুপুরে বড়সড় দুর্ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনিতে। বাস ও ট্রাকের মুখোমুখি আহত হলেন অন্তত ২৫ জন। এর মধ্যে দু'জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা গেছে। সকলে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন, সকলের চিকিসা চলছে। তবে বেশিরভাগের অবস্থা স্থিতিশীল। দুর্ঘটনার নেপথ্যে বাস ও ট্রাকের অতিরিক্ত গতিকে দায়ী করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এই দুর্ঘটনার জেরে এলাকায় এখনও আতঙ্ক। তার তদন্তে নেমেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার দুপুরে মেদিনীপুর থেকে বাঁকুড়ার সারেঙ্গা যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহী বাস। ভাদুতোলা পেরনোর পর চিংড়িশোল নামে একটি জায়গায় দুর্ঘটনাটি ঘটে। চিংড়িশোলে আগে ট্রাফিক পুলিশের আউটপোস্ট ছিল। এখনও সেখানে গার্ডওয়াল রয়েছে। উলটোদিক থেকে দ্রুতগতিতে একটি ট্রাক ওই গার্ডওয়ালে ধাক্কা খায়। এরপর বাস ও ট্রাক দুটোই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি গাছে ধাক্কা খায়। বাসের কাঁচ ভেঙে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় ট্রাকটিও। বাসযাত্রীরা সকলেই কমবেশি আহত হয়েছেন বলে খবর। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালের এক চিকিৎসক জানান, চিংড়িশোলের কাছে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। ওখানে পুলিশের একটা পোস্ট ছিল, এখনও গার্ডওয়াল রয়েছে। উলটোদিক থেকে আসা একটি দ্রুতগতির ট্রাক ওই গার্ডওয়ালে মেরে বাসে ধাক্কা দেয়। তারপর একটি গাছেও ধাক্কা খায়। বাসের সব যাত্রীই কমবেশি আহত। কারও মাথা ফেটেছে, কারও নাকে- চোখে আঘাত। চিকিৎসা চলছে। ২ জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক। বাকিরা আপাতত স্থিতিশীল। দুর্ঘটনার পর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এখান দিয়ে যে কোনও গাড়ি দ্রুতগতিতে যায়। আজও বাস, ট্রাকের গতি বেশি ছিল। তাই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। পথ নিরাপত্তায় প্রশাসনিক হস্তক্ষেপের দাবি তুলছেন তাঁরা।

Dehimondalghat-I Gram Panchayat
Baradabar, Ajodhya, Dist-Howrah
Email ld-dmghat1@gmail.com
AMADER PARA AMADER SAMADHAN WORK TENDER

1. Tender Reference No: DMGhat-I-APAS-04 of 2025-26. Bid submission upload start date(online): **10/10/2025 10.00 A.M**. Last date of upload Bid submission(Online): **16/10/2025 up to 14.30 P.M**. Technical Bid Opening date(Online): **18/10/2025 at 10.00 A.M**. For details visit office of the undersigned.

Sd/- Prodhan
Dehimondalghat-I Gram Panchayat

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/158/APAS-243(sub)/2025, Date:- 09/10/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for work: 2 (Two) Nos. work: (1) Construction of Concrete road, (2) Construction of Drain. Bid submission start date (online):- **10.10.2025 at 06.55 pm.** Bid Submission closing date (online):-**18.10.2025 at 01.00 pm.** Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**25.10.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on. For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

Office of the Board of Administrators
BUNIADPUR MUNICIPALITY
PO-Buniadpur, Dist-Dakshin Dinajpur, Pin:733121

e-TENDER

Tender are hereby invited from the eligible contactors/suppliers for the different works as specified in NIT No.-1660/BPM/N-195/2025, NIT 1661/BPM/N-196/2025 dated-25/09/2025, NIT 1662/BPM/N-197/2025 dated-25/09/2025, (Closing date-01/11/2025, 6.00 PM NIT 1663/BPM/N-198/2025 dated-25/09/2025, NIT 1665/BPM/N-199/2025 dated-25/09/2025(Closing date-04/11/2025, 5.00 PM For details please contact the office of the Chairman, Buniadpur Municipality, Dakshin Dinajpur.

SD/- Chairperson
Buniadpur Municipality

কালিয়াচকে অবস্থিত রেশম গুটি বাজারের পরিকাঠামো উন্নত করতে চলেছে রাজ্য

কলকাতা, ৯ অক্টোবর ঃ রাজ্য সরকার মালদার কালিয়াচকে অবস্থিত রেশম গুটি বাজারের পরিকাঠামো আরও উন্নত করতে চলেছে। নতুন অত্যাধুনিক একটি সংরক্ষণাগার নির্মাণের পাশাপাশি ওই জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে উন্নত মানের রেশম কীট পালনের প্রকল্প শুরু হবে। রাজ্য ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দফতর সম্প্রতি কৃষি দফতরের সঙ্গে যৌথভাবে এই উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যের হ্যান্ডলুম শিল্পে ব্যবহৃত রেশম সুতোর মান গুণগতভাবে উন্নিত করতে এবং তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, জম্মু-কাশ্মীর ও বিহার থেকে সুতো আমদানি কমাতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কৃষি দফতরের মালদার রেশম চাষ খামারে রেশম কীট পালনের এই পাইলট প্রকল্পটি শুরু হবে। যদি তা সফল হলে সমগ্র মালদার পাশাপাশি , মুর্শিদাবাদ, বিষ্ণুপুর এবং আলিপুরদুয়ারেও একই ধরণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

খগেন মুর্মু ও শংকর ঘোষের উপর হামলায় আরও দুই গ্রেপ্তার, ধৃতের সংখ্যা বেড়ে ৪!

নিজস্ব প্রতিনিধি, নাগরাকাটা, ৯ অক্টোবর ঃ শংকর ঘোষ ও খগেন মুর্মুর উপর হামলার ঘটনায় আরও দু-জন গ্রেপ্তার। বুধবার নাগরাকাটা থানার পুলিশ ঘটনায় জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করেছিল, এরপর রাতের বিশেষ অভিযানে আরও দুজন- শাহানূর আলম ও তোফায়েন হোসেন-কে আটক করা হয়েছে। এই ঘটনায় মোট ধৃতের সংখ্যা বেড়ে চারজন হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আটজনের বিরুদ্ধে বিজেপি ইতিমধ্যেই এফআইআর করেছে, তবে ধৃতদের নাম এফআইআরে অন্তর্ভুক্ত কিনা তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। গত সোমবার নাগরাকাটায় প্লাবিত এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়েন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ এবং মালদা উত্তরের সাংসদ খগেন মুর্মু। তাঁদেরকে লক্ষ্য করে চলে ইটবৃষ্টি। ভাঙচুর করা হয় গাড়ি। ইঁটের আঘাতে আহত হন দুই বিজেপি নেতাই। শুধু তাই নয়, একেবারে রক্তাক্ত পরিস্থিতি হয় বিজেপি সাংসদের। জানা যায়, ইঁটের আঘাতে তাঁর চোখের নিচে হাড় ভেঙেছে। বর্তমানে শিলিগুড়ির একটি বেসরকারি হাসপাতালে খগেন মুর্মু চিকিৎসাধীন থাকলেও ছাড়া পেয়েছেন শংকর ঘোষ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন খগেন মুর্মুর খোঁজ নিতে ঘটনাস্থলে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রায় ৫১ ঘণ্টা পর বুধবার পুলিশ গ্রেপ্তার করে গোবিন্দ শর্মা ও একরামুল হককে। এরপর গভীর রাতে নাগরাকাটা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে শাহানূর আলম এবং তোফায়েন হোসেনকেও আটক করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত দুজনের বাড়ি নাগরাকাটা থানার খয়েরবাড়ি এলাকায়। ঘটনায় জড়িত বাকিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান চলছে।

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/160/APAS-243(sub)/2025, Date:- 09/10/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for work: (1) Sinking of Tube well with submersible Pump. Bid submission start date (online):-**10.10.2025 at 06.55 pm.** Bid Submission closing date (online):- **18.10.2025 at 01.00 pm.** Date of opening:- i) TECHNICAL BID- **25.10.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on.For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

Office of The Bikihakola Gram Panchayat
Bikihakola, Panchla, Howrah

Tender Notice No.- BHGP/159/APAS-248(sub)/2025, Date:- 09/10/2025
The Prodhan, Bikihakola Gram Panchayat invites sealed tender for work: 2 (Two)Nos. work: (1) Construction of Concrete road & Guardwall, (2) Construction of Drain with Filter chamber. Bid submission start date (online):-**10.10.2025 at 06.55 pm**. Bid Submission closing date (online):- **18.10.2025 at 01.00 pm.** Date of opening:- i) TECHNICAL BID-**25.10.2025, 01.10 PM** AND ii) FINANCIAL BID- To be notified latter on.For details please visit office of the undersigned on any working days.

Sd/- Prodhan
Bikihakola Gram Panchayat

GOVT OF WEST BENGAL
OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

Tender Ref No-WB/HOW/SHY-II/NIT-14/2025-26 Vide Memo No-2689/Shy-II Dated-08.10.2025 On line e-Tender are Invited from Bona fide Contractor for this work. The details of Tender and Tender document will be made available on website **https://wbtenders.gov.in**. The last date of tender submission -**29.10.2025 at 10.00 AM**.

SD/- BLOCK DEVELOPMENT OFFICER
SHYAMPUR–II DEVELOPMENT BLOCK
SASATI,HOWRAH,711312

হাওড়া পৌর নিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১
ফোন ঃ ০৩৩ ২৬৩৮-৩২১১/ ১২ / ১৩ ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmc.org.in
ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ (জল সরবরাহ)

Memo No. ED/WS/101/25-26 Date- 08.10.2025

সংশোধন বিজ্ঞপ্তি
ই-টেন্ডার নোটিশ নং
WB-HMC/TN/ED/WS/04/25-26, তারিখ- 24/09.2025

সহকারী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) হাওড়া পৌর কর্পোরেশন APAS-এর অধীনে HMC-এর বিভিন্ন স্থানে হস্তচালিত নলকূপ স্থাপন, পাইপ লাইন স্থাপন এবং দূষণ অপসারণের জন্য একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন স্বনামধন্য সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে ই-টেন্ডার (নির্ধারিত ফর্মে) আহ্বান করছে। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার নোটিশ এবং সহকারী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) WS বিভাগ, অফিসের ওয়েবসাইট এবং www.wbtenders.gov.in থেকে পাওয়া যাবে। অনিবার্য পরিস্থিতির কারণে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং টেকনিক্যালি যোগ্য দরদাতাদের তালিকা আপলোড করার তারিখ (অনলাইনে) নিম্নরূপ পরিবর্তন করা হবে-
অনলাইনে দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখঃ ১৬-১০-২০২৫ দুপুর ১২.০০ টা পর্যন্ত, ১০-১০-২০২৫ এর পরিবর্তে সন্ধ্যা ৬.০০ টা পর্যন্ত।
টেকনিক্যালি যোগ্য দরদাতাদের তালিকা আপলোডের তারিখ (অনলাইন)ঃ২০-১০-২০২৫, ১৩-১০-২০২৫ এর পরিবর্তে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত।
উপরোক্ত দরপত্রের অন্যান্য সকল শর্তাবলী অপরিবর্তিত থাকবে।

সহকারী প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত)
জল সরবরাহ
হাওড়া পৌর নিগম

145(1)/25-26
9.10.25

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-X, KMC** invites online percentage rate e-tenders in two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **EEC/BX/81/58/25-26 (2nd Call)**
Name of the Work: **Construction of Semi under ground water tank for Chhat Devotee beside Jhalder Math Bustee in Ward No.-81, Br.-X.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **3,18,990.28.** Earnest Money: ₹ **6,400.00.** Time of Completion: **15 days.**
2. NIT No.: **EEC/BX/93/27/25-26 (2nd Call)**
Name of the Work: **Improvement of passage and drainage system near 94/1, P.G. Md. Shah Road in Ward No.-93, Br.-X.** Estimated Value (Including GST & CESS): ₹ **2,77,862.31.** Earnest Money: ₹ **5,600.00**. Time of Completion: **120 days.** Last date and time of submission of bid: **17.10.2025– 12.00 noon** (for Sl. No. 1) & **18.10.2025– 12.00 noon** (for Sl. No. 2). Date and time of opening of Bid: **25.10.2025–12.00 noon** (for Sl. No. 1) & **29.10.2025–12.00 noon** (for Sl. No. 2). The bid forms and other details are available on and from **10.10.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/010/015/2025-2026 (2nd Call)**
Name of the Work: **Maintenance of different type and size of Pit Cover, GP Cover at different places in Ward No.-10, under Br-II.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,99.598.22.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **35 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/020/003/2025-2026 (2nd Call)**
Name of the Work: **Urgent repairing of potholes/damaged road surface etc. in Ward No.-20, under Br-II.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,10,000.00.** Earnest Money: ₹ **8,200.00**. Period of Completion: **180 days.**
3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/012/023/2025-2026 (2nd Call)**
Name of the Work: **Urgent repairing of doors along with walls of store room and cleaning of undergound and overhead reservoir and other Ancillary Civil work at UPHC 12, Br-II.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,52,210.76.** Earnest Money: ₹ **3,050.00**. Period of Completion: **25 days.**
4. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/016/10/2025-2026**
Name of the Work: **Relaying of KERB & Channel at Goabagan Lane, Karbala Tank Lane and Peary Mohan Sur Lane etc. in Ward No.-16.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,49,533.58.** Earnest Money: ₹ **3,000.00**. Period of Completion: **21 days.**
5. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR II/016/11/2025-2026**
Name of the Work: **Supply, fitting and fixing FRP door at 19, Goabagan Street, 76, Bidhan Sarani, 153 APC Road etc. in Ward No.-16.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,99,825.72** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **25.10.2025 up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). Bid will be opened on: **29.10.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details will be available on and from **10.10.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-XIV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/XIV/129/040/25-26/R (1st CALL)**
Name of the Work: **Maint. of C.C. passages at the bye lane of R.K. Sarani near Pre. No. 31/28, 162A, 24/3 etc. and other different locations in Ward No. 129.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,34,014.81.** Earnest Money: ₹ **8,900.00**. Period of Completion: **15 days.**
2. NIT No.: **KMC/XIV/129/041/25-26/U.S. (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of drainage at The Slum Area of Jyoti Nagar Colony near Kali Mandir beside Pond in Ward No.-129.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,87,571.01.** Earnest Money: ₹ **5,800.00**. Period of Completion: **15 days.**
3. NIT No.: **KMC/XIV/129/043/25-26/U.S. (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of C.C. passage at the Slum area of H.M. Road near Pre. No. 84C, 84D/1 etc. in Ward No.-129.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,93,696.49.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days.**
4. NIT No.: **KMC/XIV/129/045/25-26/U.S. (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of C.C. passage at the slum area of Sukanta Sarani near Pre. No. 24/2, 24/5 etc. in Ward No.-129.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,98,914.66.** Earnest Money: ₹ **6,000.00.** Period of Completion: **15 days.**
5. NIT No.: **KMC/XIV/130/026/25-26/R (1st CALL)**
Name of the Work: **Improvement of concrete pasage in the Bye Lane of N.S. Road near Pre. No. 203 & 195 etc. in Ward No.-130.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,88,609.90.** Earnest Money: ₹ **5,800.00**. Period of Completion: **21 days.**
6. NIT No.: **KMC/XIV/130/029/25-26/R (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance including desilting of U/G Sewer in the Mallick Colony & New Bakshi Bagan area etc. in Ward No.-130.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **1,96,793.99.** Earnest Money: ₹ **4,000.00.** Period of Completion: **21 days.**
7. NIT No.: **KMC/XIV/129/003/25-26/APAS (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of C.C. Passage at the Bye Lane of M.I.D. Road near Pre. No. 19A, 19/1 etc. in Ward No. 129.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,10,932.88.** Earnest Money: ₹ **4,300.00.** Period of Completion: **15 days.**
8. NIT No.: **KMC/XIV/129/010/25-26/P&S (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of KMC Park Mohini Kunja including repairing/ replacement of Playing Apparatus in Ward No. 129.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,98,260.89.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days.**
9. NIT No.: **KMC/XIV/129/039/25-26/U.S. (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of C.C. Passage at the Slum Area of Nabapally near Pre. No. 2/5, 2/14 etc. in Ward No. 129.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,91,829.48.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **15 days.**
10. NIT No.: **KMC/XIV/128/037/25-26/R (1st CALL)**
Name of the Work: **Pothole repairing of C.C. Passage at different Location of Shyam Sunder Pally 1st Lane, 2nd Lane and 3rd Lane near House No. 15, 31, 30, 32, 26/1, 35 etc. in Ward No. 128.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,62,806.42.** Earnest Money: ₹ **7,300.00**. Period of Completion: **30 days.**
11. NIT No.: **KMC/XIV/128/039/25-26/R (1st CALL)**
Name of the Work: **Improvement of Cement Concrete Pasage at Shyam Sunder Pally 1st Lane, near house No. 18/2, 18/4, 1/3, 1/6 etc. in Ward No. 128.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **4,98,699.66.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
12. NIT No.: **KMC/XIV/127/057/25-26/US (1st CALL)**
Name of the Work: **Development of Cement Concrete Passage at Sonamukhi Bagpota Link Road, Slum area near house of Sreemanta Bhandari, Manju Roy and Goutam Bhandari in Ward No. 127.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **2,96,847.46.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
13. NIT No.: **KMC/XIV/128/070/25-26/APAS (1st CALL)**
Name of the Work: **Relaying of under ground Sewer Line for Removal Chokage of and improvement of Cement Concrete passage near House No. 98, 22/1, 10/1 etc. B.B. Sengupta Road in Ward No. 128, Part No. 188.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,43,998.12.** Earnest Money: ₹ **6,900.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date of submission of bid: **18.10.2025 (up to 11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 9) & **01.11.2025 (up to 11.00 a.m.)** (for Sl. No. 10 to 13). Tender will be opened on: **25.10.2025 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 9) & **03.11.2025 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 10 to 13). The bid forms and other details are available on and from **10.10.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 9) & **14.10.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 10 to 13). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 13).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-XIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/XIII/116/35/25-26 (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of Existing Sanitary Latrine at 78 Canal Road and 368/3 R.B. Road Slum/Uttaran Area in Ward No.-116.** Work Value: ₹ **2,99,838.51.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days.**
2. NIT No.: **KMC/XIII/115/45/25-26/APAS (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of road surface at State Bank Colony 1st Lane by laying Hotmix and Construction of G.P. Cover Near 5 No. Colony & 17, B.P. Road in Ward No. 115, Br.-XIII .** Work Value: ₹ **4,97,989.48.** Earnest Money: ₹ **10,000.00.** Period of Completion: **40 days.**
3. NIT No.: **KMC/XIII/115/40/25-26 (1st CALL)**
Name of the Work: **Imp. of K.G. Road bye Lane near Pre. No. 258, 18N & 24/42/1/1 by laying Hotmix in Ward No. 115.** Work Value: ₹ **3,49,007.35.** Earnest Money: ₹ **7,000.00.** Period of Completion: **40 days.**
4. NIT No.: **KMC/XIII/115/49/25-26/APAS (1st CALL)**
Name of the Work: **Maintenance of road surface with allied works by laying Hotmix near Pre. No. 79/13B, 260(41), Naskar Para Road & surrounding areas in Ward No. 115, Br.-XIII.** Work Value: ₹ **4,98,652.87.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **45 days.** Last date of submission of bid: **01.11.2025 (up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 4). Tender will be opened on: **03.11.2025 (11.00 a.m.)** (for Sl. No. 1 to 4). The bid forms and other details are available on and from **14.10.2025 (from 5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 4).The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 4).

The **Executive Engineer (Civil)/Borough-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–
1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/085/030/2025-2026/APAS**
Name of the Work: **Development of Road Surface by Lowering of M.H., G.P., C.P. and Allied Civil Works at Hindustan Road in Ward No.-85.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,10,582.24.** Earnest Money: ₹ **6,250.00**. Period of Completion: **60 days.**
2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/086/28/2025-2026/R**
Name of the Work: **Repairing of footpath at 360 Keyatala Road, 68, 23, Hinduathan Park, 54/1, 50P, Gariahat Road, R.B. Avenue etc. in Ward No.-086.** Estimated Cost (Including GST & CESS): ₹ **3,99,981.11.** Earnest Money: ₹ **8,000.00**. Period of Completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **29.10.2025–5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 & 2). Date of opening of tender: **31.10.2025–12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available on and from **11.10.2025 (12.00 noon)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

CORRIGENDUM

(1) NIT No.- **KMC/XIII/117/036/25-26 (1st Call),**
(2) NIT No.- **KMC/XIII/117/038/25-26 (1st Call),**
Published in this Newspaper on **19.09.2025** (Key No. **1099/25-26**) of **Engineering Civil Br.-XIII Department** (Sl. No. 10, 11) Last date and time of Submission of bid will be **15.10.2025 (upto 11.00 a.m.)** instead of 08.10.2025 (up to 11.00 a.m.) and Tender will be opened on **17.10.2025 (11.00 a.m.)** instead of 10.10.2025 (11.00 a.m.) for Sl. No. 1 & 2 and **EMD will be Rs. 6,000/-** instead of Rs. 5,000/- **Period of completion will be 25 days** instead of 30 days (for Sl. No. 2).

(1) NIT No.- **KMC/XIII/118/39/25-26 (1st Call),**
(2) NIT No.- **KMC/XIII/118/35/25-26 (1st Call),**
(3) NIT No.- **KMC/XIII/118/27/25-26 (1st Call),**
(4) NIT No.- **KMC/XIII/118/36/25-26 (1st Call),**
(5) NIT No.- **KMC/XIII/118/40/25-26 (1st Call),**
(6) NIT No.- **KMC/XIII/118/38/25-26 (1st Call),**
(7) NIT No.- **KMC/XIII/118/29/25-26 (1st Call),**
(8) NIT No.- **KMC/XIII/118/28/25-26 (1st Call),**
(9) NIT No.- **KMC/XIII/118/37/25-26 (1st Call),**
(10) NIT No.- **KMC/XIII/118/30/25-26 (1st Call),**
(11) NIT No.- **KMC/XIII/118/26/25-26 (1st Call),**
(12) NIT No.- **KMC/XIII/115/42/25-26 (1st Call),**
(13) NIT No.- **KMC/XIII/115/37/25-26 (1st Call),**
(14) NIT No.- **KMC/XIII/115/30/25-26 (1st Call),**
(15) NIT No.- **KMC/XIII/115/39/25-26 (1st Call),**
(16) NIT No.- **KMC/XIII/115/38/25-26 (1st Call),**
Published in this Newspaper on **20.09.2025** (Key No. **1108/25-26**) of **Engineering Civil Borough-XIII Department,** (Sl. No. 1,3 to 10, 12 to 18). Last date of Submission of bid **16.10.2025 (upto 10.00 a.m.)** for Sl. No. 1, 5, 12 to 16 instead of 13.10.2025 (up to 10.00 a.m.) and **15.10.2025 (up to 11.00 a.m.)** for Sl. No. 2 to 4, 6 to 11. **Tender will be opened on 18.10.2025 (10.00 a.m.)** for Sl. No. 1, 5, 12 to 16 instead of 15.10.2025 (11.00 a.m.) and **17.10.2025 (11.00 a.m.)** for Sl. No. 2 to 4, 6 to 11 instead of 15.10.2025 (11.00 a.m.).

1161/25-26

‘আগামী মরশুম আরও ভাল হবে’

জুরিখ, ৯ অক্টোবরঃ টোকিও অলিম্পিক্সে সোনা এবং প্যারিস অলিম্পিক্সে রুপো জয়ী ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়ার বর্তমানে রয়েছেন সুইজারল্যান্ডে। সেখানে তিনি পরবর্তী মরশুমের প্রস্তুতির আগে নিজেকে পুনরুদ্ধারের দিকে মনোনিবেশ করছেন। যদিও এই বছরটি নীরজের জন্য চ্যালেঞ্জে পূর্ণ ছিল। ভারতের সোনার ছেলে নিজেই বলেছেন, এই মরশুম তাঁর কাছে ছিল শেখা এবং অভিজ্ঞতায় পূর্ণ। নীরজ এখন সুইস প্লেইনসে পরের মরশুমে আরও শক্তিশালী প্রত্যাবর্তনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছেন। জুরিখ থেকে নীরজ বলেছেন, ‘‘এটি এমন একটি জায়গা, যা আমাকে কেবল সাফল্যই এনে দেয়নি বরং আত্মবিশ্বাস এবং প্রশান্তিও ফিরিয়ে দিয়েছে। এই মরশুমটি খুবই চ্যালেঞ্জিং ছিল। আমি এতে গর্বিত, কারণ প্রতিটি প্রতিযোগিতা আমাকে নতুন কিছু শিখিয়েছে এবং আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়েছে। নীরজ এই বছর দোহায় ৯০ মিটার হার্ডল অতিক্রম করেছিলেন, কিন্তু বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে ৮৪.০৩ মিটার থ্রো করে অষ্টম স্থান অর্জন করে পদক নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হন। তবুও, তিনি হতাশ নন। নীরজ বলেন, ‘‘উন্নতির জন্য সবসময় জায়গা থাকে, এবং এটাই আমাকে অনুপ্রাণিত করে।’’ এখন নীরজের মনোযোগ শরীর পুনরুদ্ধার এবং পরের মরশুমে শক্তিশালী প্রত্যাবর্তনের দিকে। প্রাক্তন এই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন জ্যাভলার বলেছেন, ‘‘আমার শরীর এখন বেশ ভাল আছে। কিছু বিশ্রাম এবং সুস্থতার সঙ্গে আমি পরের মরশুমে আরও ভাল পারফর্ম করতে সক্ষম হব।’’ সুইজারল্যান্ডের সঙ্গে নীরজের বিশেষ একটা সম্পর্ক আছে। এটা শুধু তাঁর প্রশিক্ষণ কেন্দ্রই নয়, স্মৃতির ভাণ্ডারও। তিনি বলেন, ‘‘লৌজান সুন্দর, আর জেরম্যাটের পাহাড়গুলো মনোমুগ্ধকর।’’ সুইস ট্যুরিজম ২০২২ সালে নীরজকে ফ্রেন্ডশিপ অ্যাম্বাসেডর হিসাবে নিযুক্ত করে। এই সময়ে, তাকে জংফ্রাউজোচ আইস প্যালেসে সম্মানিত করা হয়েছিল, যেখানে রজার ফেডেরার এবং রোরি ম্যাকইলরয়ের মতো কিংবদন্তিদের আগে সম্মানিত করা হয়েছিল। নীরজ ২০২২ সালে জুরিখ ডায়মন্ড লিগ ট্রফি জিতেছিলেন, যাকে তিনি তাঁর কেরিয়ারের একটি স্মরণীয় মুহূর্ত বলে মনে করেন। নীরজ বলেন, ‘‘ডায়মন্ড লিগ ট্রফি জেতার পরআমি আমার পরিবার এবং বন্ধুদের সঙ্গে সুইজারল্যান্ড ভ্রমণ করেছি। এই জায়গাটি আমাকে অপরিসীম আনন্দ দিয়েছে।’’ নীরজ বিশ্বাস করেন, ভারতের বাইরে থাকা তাঁর প্রশিক্ষণ এবং প্রতিযোগিতার জন্য অপরিহার্য। কারণ বেশিরভাগ ইভেন্ট ইউরোপে অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন, ‘‘আমি যদি ভারতে থাকি, তাহলে ভ্রমণ এবং অনুশীলন উভয়ই কঠিন হত। ইউরোপে সবকিছুই সুবিধাজনক।’’

২০২৭ ওডিআই বিশ্বকাপে কি থাকবেন রোহিত-বিরাট?

নতুন অধিনায়ক গিল কী চাইছেন?

নিজস্ব প্রতিবেদন

শুক্রবার শুরু হবে ভারত এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজের মধ্যে টেস্ট সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ। টিম ইন্ডিয়ার লক্ষ্য দ্বিতীয় টেস্টে জিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করা। তবে ক্যারিবিয়ানদের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের থেকে এখন বেশি

আলোচনা চলছে রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি ভবিষ্যৎ নিয়ে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সাত মাসের বিরতির পর বিরাট ও রোহিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফিরতে চলেছেন। তাঁদের প্রত্যাবর্তনে ভক্তরা আনন্দিত, কিন্তু রোহিত এবং বিরাটের ওয়ানডে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এদিকে, ভারতের নতুন ওয়ানডে অধিনায়ক শুভমান গিল রোহিত এবং বিরাট সম্পর্কে একটি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে আসন্ন ওয়ানডে সিরিজের জন্য ভারতীয় দলে রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু রোহিত আর অধিনায়ক নন, তিনি রয়েছেন সাধারণ সদস্য হিসাবে। এই দুই মহাতারকার ওয়ানডে ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনও স্পষ্ট ধারণা নেই। মনে করা হচ্ছে, এই ওয়ানডে সিরিজটি রোহিত এবং বিরাটের শেষ ওয়ানডে সিরিজ হতে পারে। এদিকে, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্টের আগে শুভমান গিল রোহিত এবং বিরাটের আন্তরিক প্রশংসা করেছেন। শুভমান গিল স্পষ্টভাবে বলেছেন, তিনি বিশ্বাস করেন, আসন্ন ২০২৭ সালের ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের সাফল্যে বিরাট কোহলি এবং রোহিত শর্মা বড় ভূমিকা পালন করতে পারেন। গিল বলেন, ‘‘তাঁদের অভিজ্ঞতা এবং দক্ষতা সহজে অর্জন করা যায় না। ভারতের হয়ে এত ম্যাচে জয়ী হওয়া খুব কম খেলোয়াড়ই পারেন। এমনকি বিশ্বে এমন যোগ্যতা, গুণমান এবং অভিজ্ঞতার অধিকারী খেলোয়াড়ও কম।’’ ২৫ বছর বয়সি শুভমান গিল আরও বলেন, তিনি তাঁর প্রাক্তন অধিনায়ক রোহিত শর্মার কাছ থেকে শিখেছেন কীভাবে নিজেকে শান্ত রাখতে ও বন্ধুত্বপূর্ণ দলীয় পরিবেশ গড়ে তুলতে হয়। শুভমান রোহিতকে আদর্শ করে এই গুণাবলী নিজের অধিনায়কত্বে আনতে চান। গিল বলেন, ‘‘ভারতের অধিনায়কত্ব করা আমার জন্য এক বিরাট সম্মানের। আমি রোহিত ভাইয়ের শান্ত স্বভাব এবং দলে তিনি যে ঐক্য ও বন্ধুত্ব তৈরি করেছিলেন তা আমার অধিনায়কত্বে গ্রহণ করতে চাই।’’ গিল প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের কথাও বলেছেন। তিনি বলেন, ‘‘আমাদের মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। আমরা খেলোয়াড়দের কীভাবে নিরাপদ বোধ করা যায় তা নিয়ে আলোচনা করি। আমরা ফাস্ট বোলারদের একটি শক্তিশালী পুল তৈরির বিষয়েও আলোচনা করি, যা ভবিষ্যতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।’’

গোকুলামকে ৪ গোলে পরাজিত করল মোহনবাগান

জয়ের মধ্য দিয়েই আইএফএ শিল্ড শুরু করল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। আজ কিশোর ভারতী স্টেডিয়ামে শক্তিশালী গোকুলাম কেরালা এফসির বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সম্পূর্ণ সময়ের শেষে ৫-১ গোলের ব্যবধানে জয় সুনিশ্চিত করে নিল হোসে মোলিনার ছেলেরা। দলের হয়ে জোড়া গোল করেন দুই বিদেশি ফুটবলার। ডিফেন্ডার আলবার্তো রদ্রিগেজ এবং ফরোয়ার্ড জেমি ম্যাকলারেন। এছাড়াও একটি গোল করে যান দলের নয়া বিদেশি ফুটবলার রবসন রবিনহো। মরসুমের শুরুতে এই গোল নিঃসন্দেহে অনেকটাই আত্মবিশ্বাস বাড়াবে এই ব্রাজিলিয়ানের। অন্যদিকে, গতকাল ইস্টবেঙ্গলের বড় ব্যবধানে জয়ের পর আজ মোহনবাগানের এই ব্যবধান জয় অনেকটাই ভরসা যোগাবে দলের সকল সমর্থকদের। বলাবাহুল্য, এদিন প্রথম থেকেই যথেষ্ট চনমনে মেজাজে খেলতে দেখা গিয়েছিল বাগান ফুটবলারদের। গত ডুরান্ড কাপের তুলনায় দল যে বর্তমানে অনেকটাই ফিট হয়ে উঠেছে তা স্পষ্ট বোঝা যায় এদিন। স্বাভাবিকভাবেই গোলের মুখ খোলা খুব একটা কঠিন ছিল না সবুজ-মেরুনের পক্ষে। ১১ মিনিটের মাথায় ব্রাজিলিয়ান তারকা রবসন রবিনহোর কর্নার থেকে হেডে গোল করে গিয়েছিলেন স্প্যানিশ স্টপার আলবার্তো রদ্রিগেজ। প্রথম গোল পাওয়ার পর যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসের সাথে খেলতে দেখা যায় সবুজ-মেরুন ফুটবলারদের। তারপর ২৬ মিনিটের মাথায় চলে আসে দলের দ্বিতীয় গোল। এবার গোকুলামের গোল বক্সের সামনে চলে এসেছিলেন জেমি ম্যাকলারেন। আগত বল সোজা শট করে দূর

থেকেই গোলে ঠেলে দেন এই অস্ট্রেলিয়ান তারকা। যা নিঃসন্দেহে মন জয় করেছে আপামর বাগান সমর্থকদের। প্রথমার্ধের শেষে যারফলে ২-০ গোলের ব্যবধানে এগিয়ে ছিল গতবারের আইএসএল জয়ীরা। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই ফের দেখা যায় গোল। তবে এবার ব্যবধান কমায় গোকুলাম কেরালা। বাগান মিডফিল্ডার আপুইয়ার আত্মঘাতী গোলে ব্যবধান কমে আইলিগের এই ফুটবল দলের। ম্যাচের ৪৮ মিনিটের মাথায় বল বিপদমুক্ত করতে গিয়েই গোলে ঠেলে দিয়েছিলেন এই তারকা। যা সামাল দিতে পারেননি বিশাল কাইথ। যারফলে বেশ কিছুটা চাপে পড়ে গিয়েছিল মোহনবাগান। কিন্তু মিনিট দুয়েকের মধ্যেই হারানো আত্মবিশ্বাস ফিরে পায় সবুজ-মেরুন। এবার ফের রবসনের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে ব্যবধান বাড়িয়ে দেন আলবার্তো। সেই ধাক্কা কাটিয়ে ওঠার আগেই ৫৪ মিনিটের মধ্যে একক দক্ষতায় গোল করে যান রবসন রবিনহো। তারপর ৫৭ মিনিটের মাথায় দলের মধ্যে জোড়া পরিবর্তন আনেন মোলিনা। যার মধ্যে অনিরুদ্ধ থাপার বদলে মাঠে আনা হয় জেসন কামিন্সকে। তিনি মাঠে এসে গোলের সুযোগ তৈরি করলেও সফল হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত ৭৫ মিনিটের মাথায় অভি মিতেইয়ের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে যান জেমি ম্যাকলারেন। শেষের দিকে বেশ কয়েকবার ব্যবধান কমানোর সুযোগ এসেছিল গোকুলামের কাছে। কিন্তু বদল হয়নি ফলাফল। বৃহস্পতিবার মাঠে উপস্থিত ছিলেন বাগান সচিব সৃঞ্জয় বোস ও সভাপতি দেবাশিস দত্ত। তাঁদের সামনেই উঠল ‘গো ব্যাক স্লোগান’, দেখানো হল ‘কাওয়ার্ড ম্যানেজমেন্ট’ প্ল্যাকার্ড। যা চলল গোটা ম্যাচ জুড়েই। সব শেষে অবশ্য প্রিয় দলের জয় দেখে হাসি মুখেই মাঠ ছাড়লেন সমর্থকরা।

শনিবার থেকেই প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে চেন্নাইয়িন এফসি

চেন্নাই, ৯ অক্টোবরঃ যথেষ্ট ভালো পারফরম্যান্সের মধ্য দিয়ে আগের সিজন শুরু করেছিল চেন্নাইয়িন এফসি। প্রথমদিকে তাঁদের দাপুটে পারফরম্যান্স দেখে স্বাভাবিকভাবেই সাফল্যের আশায় বুক বেঁধেছিল সমর্থকরা। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা গিয়েছিল একেবারে ভিন্ন ছবি। যারফলে ২৪ ম্যাচে ২৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের এগারো নম্বরেই শেষ করতে হয়েছিল অভিষেক বচ্চনের এই ফুটবল ক্লাবকে। সেই ধাক্কা কাটিয়ে পরবর্তীতে কলিঙ্গ সুপার কাপে সাফল্য পাওয়ার লক্ষ্য থাকলেও সেটা সম্ভব হয়নি। সেই হতাশা কাটিয়ে নিজেদের সুদিন ফেরাতে বদ্ধপরিকর এই আইএসএল জয়ীরা। এক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দলকে ঢেলে সাজানোর পরিকল্পনা ছিল ম্যানেজমেন্টের। এক্ষেত্রে প্রথম তাঁদের কোচ ওয়েন কোয়েলকে বিদায় জানিয়েছে আইএসএলের এই দল। তারপর

থেকেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল যে এবার কার হাতে উঠবে দলের দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে সব ঠিকঠাক থাকলে এই নয়া সিজনে তাঁদের দলের দায়িত্ব পাওয়ার দৌড়ে কার্যত অনেকটাই এগিয়ে ক্লিফোর্ড মিরান্ডা। তবে শুধুমাত্র কোচ নয়। দলের বিদেশি ফুটবলার নির্বাচনে ও যথেষ্ট সক্রিয়তা দেখাতে শুরু করেছে এই ক্লাব। গত কয়েক সপ্তাহ ধরেই শোনা যাচ্ছিল যে দলের মাঝমাঠকে শক্তিশালী করতে স্প্যানিশ ফুটবলার তথা লাল-হলুদের বর্তমান তারকা সাউল ক্রেসপোকে নিতে যথেষ্ট আগ্রহী আইএসএল জয়ীরা। যদিও পরবর্তীতে আর কিছু তেমন শোনা যায়নি। কিন্তু শুধুমাত্র খেলোয়াড়দের স্কোয়াডে নথিভুক্ত করাই নয়। মাসকয়েক আগেই জানা গিয়েছিল যে খুব শীঘ্রই গোটা দল নিয়ে প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে দক্ষিণের এই আইএসএল জয়ী ফুটবল দল। সেক্ষেত্রে মনে করা হচ্ছিল যে অক্টোবরের প্রথম থেকেই হয়তো প্রস্তুতি শিবির শুরু করবে অভিষেক বচ্চনের এই ফুটবল দল। সেই নিয়েই এবার উঠে আসতে শুরু করেছে নয়া তথ্য। বিশেষ সূত্র মারফত, সব ঠিকঠাক থাকলে আগামী ১১ই অক্টোবর অর্থাৎ শনিবার থেকেই প্রাক-মরসুম প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে আইএসএলের এই ফুটবল দল। গত সিজনে খুব একটা ভালো পারফরম্যান্স করা সম্ভব না হলেও এবার নিজেদের সেরাটা দেওয়ার লক্ষ্য থাকবে দলের প্রত্যেক ফুটবলারদের।

সালাহর জোড়া গোলে বিশ্বকাপে মিশর

সংবাদ সংস্থা, ক্যাসাব্লাঙ্কা, ৯ অক্টোবরঃ আফ্রিকার অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচে জিবুতিকে ৩-০ গোলে হারিয়ে বিশ্বকাপে জায়গা করে নেয় মিশর। গ্রুপের দুর্বলতম প্রতিপক্ষের সঙ্গে সবচেয়ে শক্তিশালী দলের জয় অনুমিতই ছিল। মরক্কোর ক্যাসাব্লাঙ্কায় ম্যাচের অষ্টম মিনিটে ইব্রাহিম আদেলের গোল এগিয়ে দেয় মিশরকে। ছয় মিনিট পরই গোল করেন সালাহ। এরপর ম্যাচের পর শেষ পর্যন্ত মিশরকে আটকে রাখতে পারে জিবুতি। তবে ৮৪তম মিনিটে আবার গোল করেন সালাহ। গত বিশ্বকাপে বাছাই উতরাতে ব্যর্থ হওয়া দলটি এবার প্রবল দাপটে পার হয়ে গেল বাছাইয়ের বৈতরণী। ৯ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট তাদের। গ্রুপে দুইয়ে থাকা বুর্কিনা ফাসোর পয়েন্ট সমান ম্যাচে ১৮। সুদীর্ঘ ইতিহাসে আগে মাত্র তিনবার বিশ্বকাপ খেলেছে মিশর। ১৯৩৪ বিশ্বকাপে দ্বিতীয় রাউন্ড পর্যন্ত যেতে পারে তারা। ১৯৯০ ও ২০১৮ বিশ্বকাপে বাদ পড়ে যায়

গ্রুপ থেকে। আফ্রিকা থেকে এবার বিশ্বকাপে জায়গা পাওয়া তৃতীয় দল মিশর। মরক্কো ও তিউনিসিয়া আগেই নিশ্চিত করে ফেলেছে বিশ্বকাপ যাত্রা। বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বড় আসরটি আগামী জুন-জুলাইয়ে যৌথভাবে হবে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোয়। ৪৮ দলের বিশ্বকাপে আফ্রিকা থেকে সরাসরি খেলবে বাছাইয়ের ৯ গ্রুপে সেরা দল। সুযোগ থাকবে আরও একটি দলের। সেরা চারটি রানার্স আপ দলকে নিয়ে হবে একটি প্লে-অফ টুর্নামেন্টে। সেখানে জয়ী দলকে খেলতে হবে আগামী মার্চে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে।

বার্সেলোনা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচ যুক্তরাষ্ট্রে, লা লিগার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

পুয়ের্তো রিকোর বিপক্ষে আর্জেন্টিনার প্রীতি ম্যাচের ভেন্যু ও সময় বদলে গেল। শিকাগোর সোলজার ফিল্ড স্টেডিয়ামে ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল আগামী সোমবার। কিন্তু নিরাপত্তা ও লজিস্টিকস সংক্রান্ত নানা কারণে সূচিতে পরিবর্তন আনলেন আয়োজকরা।

সংবাদ সংস্থা, ফ্লোরিডা, ৯ অক্টোবরঃ স্প্যানিশ লা লিগা কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে, বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের মধ্যে নির্ধারিত লিগ ম্যাচ আগামী ২০ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের মায়ামিতে অনুষ্ঠিত হবে। ইউরোপিয়ান ফুটবলের নিয়ন্ত্রক সংস্থা (উয়েফা) চলতি সপ্তাহের শুরুতে ম্যাচটি স্পেনের বাইরে আয়োজনের অনুমতি দেওয়ার পরই এ আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এল। লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস গতকাল মায়ামিতে ‘ওয়ার্ল্ড সকার সামিট’ সম্মেলনে ইএসপিএনের সাংবাদিক ফার্নান্দো পালোমোকে বলেছেন, ভিয়ারিয়াল ও বার্সেলোনার মধ্যে ম্যাচটি মায়ামির হার্ডরক স্টেডিয়ামে আয়োজনের ‘সব প্রস্তুতি প্রায় শেষ’। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের ইতিহাসে বিদেশের মাটিতে আয়োজিত হতে যাওয়া প্রথম ম্যাচ হবে এটি। এর আগে এনএফএল এবং এনবিএ এই পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। লা লিগা সভাপতি হাভিয়ের তেবাস বিবৃতিতে বলেছেন, ‘‘এই ম্যাচ একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ, যা লা লিগা ও স্প্যানিশ ফুটবলকে অন্য পর্যায়ে নিয়ে গেল। আমরা জানি, এতে কিছু উদ্বেগ থাকবে, কিন্তু পুরো মরসুমে ৩৮০ ম্যাচের মধ্যে এটি মাত্র একটি ম্যাচ। সারা বিশ্বে লাখ লাখ ভক্ত আছেন লা লিগার। তাঁদের মধ্যে অনেকেই প্রিয় দলকে একবারের জন্য হলেও সরাসরি মাঠে দেখার স্বপ্ন দেখেন। এ ম্যাচ সেই সুযোগ করে দেবে।’’ তেবাসের ভাষায়, ‘‘এই (ম্যাচ) আয়োজনের লক্ষ্য হলো বৈশ্বিক ভক্তদের আরও কাছে পৌঁছানো। আর সেটা স্পেনের মাঠে যাঁরা প্রতি সপ্তাহে খেলা উপভোগ করেন, তাঁদের প্রতি প্রতিশ্রুতি অটুট রেখেই।’’ মরসুমের সূচি অনুযায়ী ২০ ডিসেম্বর ম্যাচটি হওয়ার কথা ছিল ভিয়ারিয়ালের মাঠ লা সেরামিকায়। লা লিগার

পক্ষ থেকে জানানো হয়, মাঠ বদলের কারণে ক্লাবের সিজন টিকিটধারীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ভিয়ারিয়াল সভাপতি ফার্নান্দো রোয়িগ বলেছেন, ‘‘আমরা জানি, এ সিদ্ধান্তে আমাদের সিজন টিকিটধারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। তাই তাঁদের জন্য তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করছি। আমরা বিশ্বাস করি, এটি সবার জন্য দুর্দান্ত অভিজ্ঞতা হবে।’’ স্পেনে খেলোয়াড়দের সংগঠন ‘এএফআই’ লা লিগার এ সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট নয়। এএফইয়ের পক্ষ থেকে বিবৃতিতে বলা হয়, ‘দেশের বাইরে লিগ ম্যাচ আয়োজন ক্রীড়াকাঠামোয় প্রভাব ফেলে এবং শ্রমিক অধিকার নিয়েও প্রশ্ন তোলে। তাই এমন কোনো উদ্যোগের আগে সব পক্ষের, বিশেষ করে খেলোয়াড়দের সম্মতি প্রয়োজন।’ সংগঠনটি শিগগিরই লা লিগা, বার্সেলোনা ও ভিয়ারিয়ালের সঙ্গে বৈঠক করবে। বার্সেলোনা সভাপতি লাপোর্তা এ আয়োজনকে ইতিবাচকভাবে দেখছেন। তিনি বলেছেন, ‘‘আমরা যুক্তরাষ্ট্রে থাকা ভক্তদের সঙ্গে আবারও যুক্ত হওয়ার সুযোগ পাচ্ছি। এ সুযোগের জন্য আমরা লা লিগার কাছে কৃতজ্ঞ। আমাদের ক্লাবের বিশ্বজুড়ে কোটি সমর্থক রয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বাজার। মায়ামির মতো শহরে অফিশিয়াল ম্যাচ আয়োজন নিঃসন্দেহে হবে এক দারুণ ফুটবল উৎসব।’’ তবে সবাই এতে খুশি নয়। রিয়াল মাদ্রিদের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, দেশের বাইরে লিগ ম্যাচ আয়োজন প্রতিযোগিতার ভারসাম্য নষ্ট করে। বার্সেলোনার ডাচ মিডফিল্ডার ফ্রেঙ্কি ডি ইয়ং স্পষ্টভাবে বলেছেন, ‘‘আমরা এটা ভালো লাগছে না। ক্লাবগুলো অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হবে, কিন্তু খেলোয়াড়দের জন্য এটি কঠিন-দীর্ঘ ভ্রমণ, ক্লান্তি আর প্রতিযোগিতার ন্যায্যতাও ক্ষুণ্ণ হয়।’’ লা লিগা ২০১৭ সাল থেকেই যুক্তরাষ্ট্রে একটি ম্যাচ আয়োজনের চেষ্টা করছিল। রয়্যাল স্প্যানিশ ফুটবল ফেডারেশনের (আরএফইএফ) কঠোর আপত্তির কারণে তা এত দিন আটকে ছিল। অবশেষে চলতি বছরের জানুয়ারিতে আরএফইএফ অনুমোদন দেয়, পরে উয়েফাও অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজি হয়। উয়েফার পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘‘দেশের বাইরে লিগ ম্যাচ আয়োজনের বিপক্ষে আমরা। কিন্তু ফিফার নিয়ম এখনো যথেষ্ট স্পষ্ট নয়।’’ ফিফার নেতৃত্বে এখন একটি দল নিয়মগুলো পুনর্বিবেচনা করছে, যেন ভবিষ্যতে এমন সিদ্ধান্ত না নেওয়া হয়। হার্ডরক স্টেডিয়ামে বার্সা-ভিয়ারিয়াল ম্যাচের পরদিন এনএফএলে মায়ামি ডলফিনস খেলবে সিনসিনাটি বেঙ্গলসের বিপক্ষে। একই মাঠে ফুটবল খেলার পরদিন আমেরিকান ফুটবল আয়োজন চ্যালেঞ্জিং হলেও আয়োজকেরা বলেছেন, প্রযুক্তিগতভাবে এটা সম্ভব।

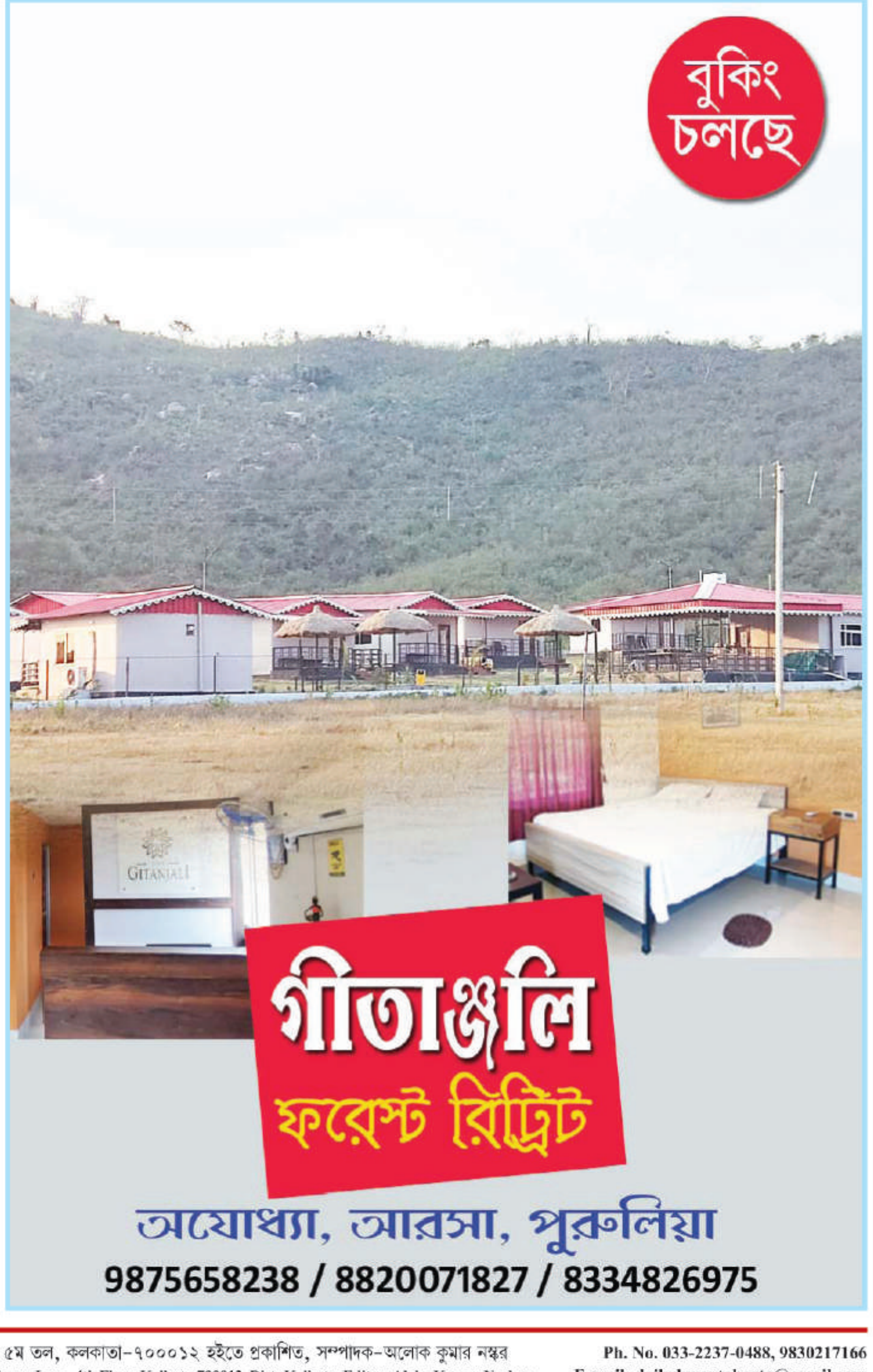

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com